চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 44 Saturday, 13 January, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা ✱ ২৭ পৌষ, ১৪৩০, শনিবার, ১৩ জানুয়ারি, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে তাঁর বাসভবন সিমলা স্ট্রিটে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ...বিস্তারিত পাতা ৩

ভুটান গেট নিয়ে সমস্যায় এলাকার মানুষ। গেট সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কোনও পদক্ষেপের আগে ভুটানের আধিকারিকদের কাছে সময় চাইলেন সীমান্তের বাসিন্দারা। ...বিস্তারিত পাতা ৫

কলকাতা হাইকোর্টে খারিজ হয়ে গিয়েছিল আবেদন। তারপরই সোজা সুপ্রিম কোর্টে যান নিশীথ প্রামাণিক। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে স্বস্তিতে নিশীথ। ...বিস্তারিত পাতা ৬

১৪ জানুয়ারি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচ খেলার কথা নিউজিল্যান্ডের। তার আগে করোনার কবলে পড়ে গেলেন কিউয়ি তারকা মিচেল স্যান্টনার। ...বিস্তারিত পাতা ৮

ইডির হানা সুজিত বসু, তাপস রায়ের বাড়িতে

তল্লাশি এক তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতেও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারিঃ সাতদিনের ব্যবধান। এবার দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর বাড়িতে হানা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। একই সঙ্গে অভিযান চলছে বরানগরের বিধায়ক তাপস রায়ের ফ্ল্যাট এবং উত্তর দমদম পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান সুবোধ চক্রবর্তীর বাড়িতেও। সূত্রের খবর, শুক্রবার ভোর ৬টা নাগাদ দমকল মন্ত্রীর শ্রীভূমির দুটি বাড়িতেই হানা দেন কেন্দ্রীয় এজেন্সির গোয়েন্দারা। পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। বহুক্ষণ কলিং বেল বাজানোর পর দরজা খোলা হয়। সূত্রের খবর, পুরনিয়োগ দুর্নীতির তদন্তেই মন্ত্রীর বাড়িতে যায় ইডি। শুধু সুজিত বসু নয়, এদিন সকাল থেকে বরানগরের বিধায়ক তাপস রায়ের বউবাজারের ফ্ল্যাট এবং উত্তর দমদম পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান সুবোধ চক্রবর্তীর বাড়িতে হানা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কর্তারা। এদিন প্রায় ১২ ঘণ্টার তল্লাশি চালিয়ে তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায়ের বাড়ি থেকে বেরোয় ইডি। শুক্রবার সকালে ৬টা ৪০ মিনিটে বরাহনগরের তৃণমূল বিধায়কের বউবাজারের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছিল ইডি। বেরিয়ে যায় সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিট নাগাদ। এই ১২ ঘণ্টা ধরে কী হল? ইডির তল্লাশি শেষ হওয়ার পর সাংবাদিকদের তাপস জানিয়েছেন, ''কিছুই পায়নি ওরা। তবে আমার মোবাইলটা নিয়ে গিয়েছে।'' শুক্রবার সকাল থেকেই শহরে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তৎপরতা দেখা গিয়েছিল। জোড়া তল্লাশি অভিযানে বরাহনগরের তৃণমূল বিধায়ক তাপস এবং রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর বাড়িতে হানা দিয়েছিলেন ইডির তদন্তকারীরা। এর আগে সন্দেশখালি এবং বনগাঁয় ইডির আধিকারিকদের উপর হামলা চালানো হয়েছিল। সেই

ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বার আরও বেশি সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে তল্লাশি অভিযানে এসেছিল ইডি। ভোর বেলায় সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিনীর দল প্রথমে ঘিরে ফেলে তাপসের বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটের

বাড়িটি। তার পরে ভিতরে যান ইডির গোয়েন্দারা। এলাকার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও তাপসের তিন তলা বাড়ির ফটকের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে তাঁদের। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছিল, তাপসের বাড়িতে পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে গিয়েছিলেন ইডির গোয়েন্দারা। পরে ইডি তল্লাশি চালিয়ে সন্ধ্যায় প্রায় খালি হাতে ফিরলে, তাপস বলেন, ''কয়েকটা নথি নিয়ে গিয়েছে। কিছু নেই তো পাবে কি!'' প্রসঙ্গত, তৃণমূলের বরাহনগরের বিধায়ক তাপস কিছুদিন আগেও নিজের সততার কথা মুক্ত কণ্ঠে বলতেন। তিনি কোনও দুর্নীতিতে জড়িত নন, এমন কথাও বলতে শোনা যেত তাঁকে। সেই তাপসের বাড়িতেই ইডির তল্লাশির কারণ কী? বিধায়ক এই প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, ''কারণটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক।'' অন্যদিকে মন্ত্রী সুজিত বসুর বাড়ি থেকে তাঁর ছেলে সমুদ্র বসুকে নিয়ে বিকেলে বার হন ইডি আধিকারিকেরা। নিয়ে যান শ্রীভূমি ক্লাবের উল্টো দিকের একটি ফ্ল্যাটে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই ফ্ল্যাটে সুজিতের একটি দফতর রয়েছে। তিনি সেখানে মাঝেমধ্যে বসেন। তবে সুজিতের ছেলে সমুদ্র বসু জানিয়েছেন, একটা প্রক্রিয়া চলছে। তিনি সাহায্য করছেন। তার প্রায় এক ঘণ্টা পর সেই ফ্ল্যাট থেকে সমুদ্রকে নিয়ে বেরিয়ে আসেন ইডি অফিসারেরা। সুজিত যে ফ্ল্যাটে রয়েছেন, সেখানেই নিয়ে যাওয়া হয় সমুদ্রকে। পথে তিনি বলেন, ''সব ঠিকঠাক চলছে। কোনও সমস্যা নেই। আইন আইনের পথেই চলবে।'' সকাল থেকে তল্লাশি অভিযানে চাপ পড়েছে কি না জানতে চাইলে সমুদ্র জানান, সে রকম কিছু হয়নি। সব রকম সহযোগিতা করেছেন বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী-পুত্র। শুক্রবার সকালে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে দমকলমন্ত্রী সুজিতের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। সকাল ৭টা নাগাদ মন্ত্রীর লেক টাউনের দু'টি বাড়িতে পৌঁছন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। মন্ত্রীর বাড়ি বাইরে থেকে ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সন্দেশখালির ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে যথেষ্ট প্রস্তুত হয়েই এসেছে তারা। হাতে রয়েছে ঢাল। মাথায় হেলমেট। সুজিতের বাড়ির নীচেও ছিল পুলিশ। তল্লাশির মাঝেই বিকেল নাগাদ সুজিতের ছেলে সমুদ্রকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন ইডির তদন্তকারী অফিসার। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। তাঁকে নিয়ে শ্রীভূমি ক্লাবের উল্টো দিকের একটি ফ্ল্যাটে যান ইডি আধিকারিকেরা। সমুদ্র বলেন, ''একটা প্রক্রিয়া চলছে। আমরা সহযোগিতা করছি।'' এর আগে পুর নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের সূত্রে সুজিতকে তলব করেছিল অন্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। গত বছরের ৩১ আগস্ট তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু নথি উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, সেই নথির সূত্রেই সুজিতের বাড়িতে হানা দিয়েছে ইডি।

শাহজাহান গ্রেফতারে দেরি কেন রাজ্যপালকে জানিয়েছে রাজ্য, বোস বললেন, তদন্ত চলছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারিঃ সন্দেশখালি কাণ্ডে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবনে তলব করা হয়েছিল রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে। তলবের ৬ দিন পর রাজভবনে যান তাঁরা। রাজ্যপালের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন দুই সচিব। কী হল বৈঠকে, তা নিয়ে জল্পনা ছিল রাজনৈতিক মহলে। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল বলেন, ''মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠক ইতিবাচক। রাজ্যের তরফে অনেক তথ্য দেওয়া হয়েছে।'' গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালির সরবেড়িয়াতে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে গিয়ে উত্তেজিত জনতার হাতে আক্রান্ত হন ইডি আধিকারিকরা। মাথা ফাটে, গাড়িও ভাঙচুর করার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনার রেশ এখনও চলছে। ঘটনার পর ৭ দিন কেটে গেলেও এখনও অধরা শাহজাহান। কোথায় তিনি, উত্তর নেই কারও কাছে। তবে সূত্রের খবর, শাহজাহানের খোঁজ শুরু করেছে রাজ্য পুলিশ। দিকে দিকে তল্লাশিও চালানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজভবনে গিয়েছিলেন মুখ্যসচিব ভগবতী

প্রসাদ গোপালিকা ও স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। সেখানে বেশ অনেকক্ষণ বৈঠক চলে। এই বৈঠকের ব্যাপারে এদিন রাজ্যপাল বলেন, ''ইডির হয়রানি নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের থেকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনেছি। তদন্তের স্বার্থে তা গোপন রাখছি।'' শেখ শাহজাহান কোথায়, সে নিয়ে কি কোনও আলোচনা হয়েছে বৈঠকে? সাংবাদিকদের প্রশ্নে রাজ্যপাল বলেন, ''কেন শেখ শাহজাহানকে এখনও গ্রেফতার করা যায়নি, তা জানতে চেয়েছিলাম মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে। রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে কেন তাঁকে গ্রেফতার করতে দেরি হচ্ছে।'' ৫ জানুয়ারির ঘটনার পর থেকেই বিরোধীরা ময়দানে নেমে পড়েছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে, এই অভিযোগ তুলে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের দাবি করছে বিজেপি। এমনকী সন্দেশখালির ঘটনায় কড়া পর্যবেক্ষণ জানিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও। তাঁর প্রশ্ন, কেন রাজ্যপাল ঘোষণা করছেন না যে রাজ্যে সাংবিধানিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে? শুধু একবার নয়, বারবার বিচারপতি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। রাজ্যপালও কড়া মন্তব্য করেছিলেন।

কুঁড়ে ঘর বানিয়ে ছিলেন রাম, সেখানে গিয়ে ঝাড়ু দিলেন মোদি

নাসিক, ১২ জানুয়ারিঃ মহারাষ্ট্রের নাসিকে গিয়ে শ্রী কালা রাম মন্দির দর্শন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গোদাবরী নদীর ধারে পঞ্চবটী এলাকায় এই মন্দির অবস্থিত। এই স্থানের সঙ্গে রামায়ণের সম্পর্ক রয়েছে বলে বিশ্বাস। রামায়ণের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী এই পঞ্চবটী এলাকা। কালারাম মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়েছেন এবং প্রার্থনা শুনেছেন মোদি। পাশাপাশি স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অংশ হিসাবে মন্দির চত্বরে সাফাই কাজেও হাত লাগিয়েছেন। নাসিকে একটি জনসভাতেও হাজির হয়েছিলেন মোদি। কালারাম মন্দির অবস্থিত পঞ্চবটী এলাকায়। পাঁচটি বটগাছ থেকেই এমন নাম বলে শোনা যায়। এই এলাকাতেই রয়েছে দণ্ডকারণ্য জঙ্গল। এখানে কুঁড়ে ঘর বানিয়ে ভগবান রাম ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতা বেশ কয়েক বছর সেই জঙ্গলে ছিলেন বলে কথিত রয়েছে রামায়ণে। অযোধ্যায় রামের জন্মস্থানে তৈরি হওয়া মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিন ১০ আগে কালারাম মন্দির দর্শনে গেলেন মোদি। ওই মন্দিরে মরাঠি ভাষায় লেখা ভাবার্ত রামায়ণের শ্লোক পাঠ হয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে। তা শুনেছেন মোদি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে মরাঠি ভাষা থেকে হিন্দি ভাষাতেও অনুবাদও হয়েছে সেই শ্লোক।

কেন পিএম শ্রী প্রকল্পে সই করছে না বাংলা? ব্যাখ্যা দিলেন ব্রাত্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারিঃ স্কুলের শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ প্রকল্প। কিন্তু সেই প্রকল্পে সই করা হচ্ছে না রাজ্য সরকারের তরফে। ফলে সেই ফান্ডও পাচ্ছে না রাজ্যের স্কুলগুলি। পরিকাঠামোগত উন্নয়নও করা যাচ্ছে না। সেই পিএম শ্রী প্রকল্প নিয়ে এবার মুখ খুললেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার দাবি করেছেন, কেন্দ্রের সঙ্গে চুক্তিতে সই না করায় টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বাংলার পড়ুয়ারা। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এটা রাজ্য সরকারের বিষয়। সরকারই সিদ্ধান্ত নেবে। তবে তাঁর দাবি, এ ক্ষেত্রে টাকা পাওয়ার জন্য মউ চুক্তি হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। মন্ত্রী বলেন, ''এর জন্য কোনও মউ চুক্তির দরকার পড়ে না। এমনিই টাকা দিতে পারতেন। রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের সরকার যখন চুক্তি করতে চাইছে, তার মানে কোথাও আধিপত্যবাদের ব্যাপার আছে।'' ব্রাত্যর দাবি, কেন্দ্র থেকে শিক্ষা মন্ত্রকের যে প্রতিনিধিরা আসছেন, তাঁরা আদতে রাজ্য সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করছেন, কিন্তু রাজ্যের বিজেপি নেতারা ওই প্রতিনিধিদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ ব্রাত্যর। তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কুলের প্রভূত উন্নতি করেছে। সুভাষ সরকারের দাবি, এভাবেই কেন্দ্রের ২৭ হাজার ৩৬০ কোটির সমঝোতা পত্রে সই না করার জন্য রাজ্যের স্কুলগুলির উন্নতি হচ্ছে না। ফলে বঞ্চিত হচ্ছেন পড়ুয়ারা। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে এ বিষয়ে চিঠি দিয়েছেন বলেও দাবি সুভাষ সরকারের। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার নিজে ব্রাত্য বসুকে মেসেজ করেছেন বলেও জানিয়েছেন।

নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইনে স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট, তবে জবাব তলব কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারিঃ নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে সদ্য চালু হওয়া আইনের উপর স্থগিতাদেশ জারির আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। আইনটি সংবিধান বিরোধী দাবি করে শীর্ষ আদালতে মামলা করেছেন মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস নেত্রী জয়া ঠাকুর। বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত'র বেঞ্চ শুক্রবার প্রাথমিক শুনানি শেষে বলে আইনটির উপর স্থগিতাদেশ জারি জরুরি বলে আদালত মনে করে না। তবে মামলাকারীদের উত্থাপিত বিষয়গুলি নিয়ে আদালত কেন্দ্রীয় সরকারে বক্তব্য জানতে আগ্রহী। সেই মতো শুক্রবারই কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিস পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত। মামলাটির পরবর্তী শুনানি হবে ২০ এপ্রিল। ততদিনে দেশে লোকসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে যাবে। গত বছর সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের নয়া বিধি সংক্রান্ত বিল পাশ করিয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। তাতে বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ করবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের কমিটি। কমিটির বাকি দুই সদস্য হবেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং প্রধানমন্ত্রী মনোনীত একজন অভিজ্ঞ মন্ত্রী। আর আগে সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে তিন সদস্যের কমিটি তৈরির সুপারিশ করেছিল। তাতে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতা ছাড়াও শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতিকে সদস্য করার কথা বলা হয়েছিল। সেই রায় খারিজ করার লক্ষ্যে নয়া বিধি প্রণয়ন করে সংসদ থেকে বিল পাশ করিয়েছে মোদি সরকার। বিরোধীদের অভিযোগ, নয়া বিধি মতে, নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগে কেন্দ্রীয় সরকারই শেষ কথা বলবে। এতে কমিশনের নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হবে। কেন্দ্রের নয়া বিধিতে আরও একটি বিষয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। নির্বাচন কমিশনাররা এতদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সমমর্যাদা পেতেন। নয়া আইনে তাদের ক্যাবিনেট সচিবের সমমর্যাদা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এরফলে কমিশনারদের পদমর্যাদার অবনমন ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের। এই সব বিষয়ের উল্লেখ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন কংগ্রেস নেত্রী জয়া ঠাকুর। তিনি দাবি করেন, আইনটি বাতিল করে দিক সুপ্রিম কোর্ট। কারণ, শীর্ষ আদালতের রায়কে উপেক্ষা করে নয়া আইন তৈরি হয়েছে। তাতে নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগে নিরপেক্ষতা রক্ষার কোনও সুযোগ নেই। জয়া ঠাকুর মামলাটি শুনানির জন্য সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠনেরও আর্জি জানান। সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, এই সব বিষয়ে আদালত কোনও পদক্ষেপ করার আগে কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য জেনে নিতে চায়। সেই মতো কেন্দ্রকে নোটিস পাঠানো হয়েছে।

তৃণমূল-আইএসএফ সংঘর্ষে তপ্ত ভাঙড়, চলল গুলি

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১২ জানুয়ারিঃ ফের উত্তপ্ত ভাঙড়। দলীয় পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করেই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল আইএসএফ ও তৃণমূল। অভিযোগ, বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকির লোকজনকে মারধর করেছে তৃণমূলকর্মীরা। পাল্টা অভিযোগ এনেছে তৃণমূল। তাদের দাবি, দলীয় কর্মীদের মারধর করার পরে এলাকায় গুলিও চালিয়েছে নওসাদ অনুগামীরা। শুক্রবার দুপুরে ভাঙড়ের খড়গাছি এলাকা তেতে ওঠে। সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে শাসক ও বিরোধী শিবির। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে আসে। পরিস্থিতি সামলাতে ভাঙড় থানা ছাড়াও চন্দনেশ্বর থানা থেকেও পুলিশ বাহিনী এসেছিল। দুপক্ষকে শান্ত করতে কড়া হাতে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার খড়গাছি এলাকায় দলীয় পতাকা লাগাচ্ছিলেন আইএসএফের কর্মীরা। অভিযোগ, সেই সময়েই তাঁদের বাধা দেয় তৃণমূলের লোকজন। দুপক্ষের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। ক্রমেই ঘোরালো হতে থাকে পরিস্থিতি। দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। ওই সংঘর্ষের মধ্যেই কয়েক রাউন্ড গুলি চলেছে বলে অভিযোগ। উতপ্ত পরিস্থিতির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ভাঙ। থানার পুলিশ। পরে চন্দনেশ্বর থানা থেকে পুলিশবাহিনী আনা হয়। শুক্রবার দুপুরের শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী এলাকায় টহল দিচ্ছে পুলিশ। গোটা গ্রামে এখন থম থমে পরিস্থিতি। এদিনের ঘটনায় ৪ তৃণমূলকর্মী আহত হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তাদের উদ্ধার করে প্রথমে নলমুড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে কলকাতার সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আহতদের মধ্যে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, এলাকায় ত্রাস ছড়াচ্ছে আইএসএফ। লোকসভা ভোটের আগে আবার ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করছে। শাসক দলের দাবি গত পঞ্চায়েত ভোটে আইএসএফের জন্যই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ভাঙর। যদিও আইএসএফ গুলির চলার ঘটনা অস্বীকার করে বলেছে তৃণমূলই ভাঙরকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে।

পুরসভায় অন্তত ১০ হাজার পদে দুর্নীতি হয়েছে শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, বাগনান, ১২ জানুয়ারিঃ রাজ্যের ৭০টি পুরসভায় অন্তত ১০ হাজার পদে নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। শুক্রবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে হাওড়ার বাগনানে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় হাঁটতে হাঁটতে এমনই দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি দাবি করেন, পাঁচু গিয়ে বলে এসেছে, আমি খাইনি, সুজিত খেয়েছে। এদিন শুভেন্দু বলেন, ''ইডি যে কাজ করছে সংবিধান স্বীকৃত তো বটেই। এরা পৌরসভার চাকরি চুরি করেছে। আত্মীয়দের চাকরি দিয়েছে। মেধাযুক্ত বেকার যুবক যুবতী তাদের বঞ্চিত করেছে। এর থেকে বড় অপরাধ কিছু হতে পারে না। স্বামীজি এসেছিলেন যুবকদের মধ্যে দেশপ্রেম ও আধ্যাত্মবাদ জাগ্রত করতে। সেই যুবক-যুবতীদের সঙ্গে যে প্রতারণা করেছে এই সরকার।'' এর পরই বিরোধী দলনেতা দাবি করেন, ''শিক্ষা দুর্নীতির পরে পুর নিয়োগ দুর্নীতি হচ্ছে সব থেকে বড় দুর্নীতি। ৭০টা পুরসভাতে অন্তত ১০ হাজারের বেশি চাকরি বেচে দেওয়া হয়েছে। একদম বরানগর থেকে শুরু করে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত এমন কোনও পুরসভা নেই যেখানে চাকরি বেচা হয়নি। বিশেষ করে হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও মুর্শিদাবাদে সব থেকে বেশি চাকরি বিক্রি হয়েছে। ৭০টা বর্তমান বা প্রাক্তন পুরপ্রধান যুক্ত। তাদের এলাকার বিধায়ক বা মন্ত্রীরা যুক্ত।'' শুভেন্দুর দাবি, ''সুজিত বসু শুধু দক্ষিণ দমদমে চাকরি বেচেনি, তিনি কামারহাটি পুরসভায় ২ শ্যালকের ২ স্ত্রীকে সব নিয়ম ভেঙে খাতা বদলে স্থায়ী চাকরি দিয়েছে। সিবিআই তদন্ত হচ্ছে হাইকোর্টের নির্দেশে। এই তদন্ত আটকাতে চোর মমতা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল। সেখান থেকে থাপ্পড় খেয়ে ফিরে এসেছে। যা হচ্ছে কোর্টের নজরদারিতে। ইডি ঢুকেছে সিবিআইয়ের প্রাথমিক তদন্তে তথ্য পাওয়া গেছে বলে। পাঁচু গিয়ে বলে এসেছে, আমি কিছু খায়নি, সুজিত খেয়েছে। এবার সুজিতকে বলতে হবে, আমি কিছু খাইনি, চোর মমতা সব খেয়েছে।'' পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে শুক্রবার সকালে রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর বাড়িতে পৌঁছন ইডির গোয়েন্দারা। সঙ্গে ছিল বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী। একই সময় ইডির আধিকারিকরা পৌঁছন তৃণমূলি বিধায়ক তাপস রায়ের বউবাজারের বাসভবনে। তল্লাশি শুরু হয় উত্তর দমদম পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবোধ চট্টোপাধ্যায়ের ২টি বাড়িতেও। এদিনের তল্লাশি ঘিরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রস্তুতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন বাহিনীর জওয়ানদের পরনে ছিল বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ও হেলমেট। হাতে বন্দুক ছাড়াও ছিল লাঠি ও ঢাল। সঙ্গে ছিল কাঁদানে গ্যাসের সেল ও সাউন্ড গ্রেনেড।

জোট জটিলতা কাটাতে এগিয়ে আসতে হবে সোনিয়াকে, বার্তা দিল তৃণমূল নেতৃত্ব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারিঃ কংগ্রেস-তৃণমূল দুই দলই জোট চায়। কিন্তু বিধানসভা এবং লোকসভায় আসন জয়ের অঙ্কে জোটে জটিলতা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে কথাবার্তা শুরু করেছে তৃণমূল। সেই কথাবার্তায় তৃণমূল বুঝিয়ে দিয়েছে, বহরমপুর এবং মালদা দক্ষিণ ছাড়া আর একটি আসন ছাড়া যেতে পারে। সব মিলিয়ে তিনটে আসন। সেক্ষেত্রে আবার তৃণমূল নেতৃত্বের শর্ত আছে। সেটি হল- অসম, মেঘালয় এবং গোয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসকে আসন ছাড়তে হবে। কংগ্রেসকে সেটা স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই প্যাঁচপয়জারে এখন জোট নিয়ে জট রয়ে গিয়েছে। আর আলাদা করে কংগ্রেসের জোট কমিটির সঙ্গে বৈঠক করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নয়াদিল্লিতে কোনও দূতকে পাঠাবেন না। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে খবর, কংগ্রেসের জেতা দু'টি আসন বহরমপুর এবং মালদা দক্ষিণে প্রার্থী দেবে না তৃণমূল। কিন্তু কংগ্রেস তাতে সন্তুষ্ট নয়। তাই কংগ্রেস নেতৃত্ব জানিয়েছে, দুটি আসন অত্যন্ত কম। এটা শুনে তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছেন, যদি সোনিয়া গান্ধি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি অনুরোধ করেন সেক্ষেত্রে আরও একটি আসন কংগ্রেসকে দেওয়া যেতে পারে। সেটি অবশ্যই বিজেপির জেতা আসন। তার পরিবর্তে মেঘালয়ে যে আসনে তৃণমূলের ভোট শতাংশ কংগ্রেসের থেকে বেশি এবং অসমে দু'টি আসন কংগ্রেস ছাড়ুক তৃণমূলকে। তবে এটা নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত ফয়সালা হয়নি। কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব অবশ্য মনে করছেন, বাংলা, নয়াদিল্লি এবং

পাঞ্জাব বাদ দিলে বাকি সব রাজ্যেই 'ইন্ডিয়া' জোটের মধ্যে থাকা দলগুলির সঙ্গে সমঝোতা হবে। আর এই তিনটি রাজ্যে আপ এবং তৃণমূলের সঙ্গে দরকষাকষি চলছে। তবে কংগ্রেস নেতারা মনে করছেন, পশ্চিমবঙ্গে অবশেষে তৃণমূলের সঙ্গে আসন সমঝোতা হবে। আর সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে। কংগ্রেস ইতিমধ্যেই বাংলার ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রে একজন করে সমন্বয়কারী নিয়োগ করেছে। আজ, শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের সমন্বয়কারীদের নয়াদিল্লিতে প্রশিক্ষণের জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু একটা প্রচেষ্টা যখন চলছে তখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেই চলেছেন। তাতে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে তৃণমূলের সেটা কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বকে নালিশ করতে পারেন। এই নালিশ করলে বিপাকে পড়তে পারেন অধীরবাবু। কারণ বিষয়টি প্রভাব ফেলতে পারে জোটে। এই বিষয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক তৃণমূলের এক প্রথমসারির নেতার কথায়, ''আমরা স্পষ্টভাষায় জানিয়েছি, বিজেপিকে হারাতে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের কোনও সাংসদ, বিধায়ক বা মন্ত্রী 'ইন্ডিয়া' মঞ্চ অথবা কংগ্রেস বিরোধী কোনও মন্তব্য করেননি। এটাও কংগ্রেসকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলার রাজনৈতিক বাস্তবতা তাদের বুঝতে হবে। কংগ্রেস বাংলায় অত্যন্ত দুর্বল। ৩৯টি আসনে তাদের প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার চার শতাংশের নীচে। একটিতে ১০ শতাংশের তলায়। দু'টিতে তারা জিতেছে।''

জোটের জট কাটাতে আজই বসছে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারিঃ এগিয়ে আসছে লোকসভা নির্বাচন। এদিকে আসন সমঝোতা নিয়ে এখনও খাবি খাচ্ছে ইন্ডিয়া জোট। কয়েকটি রাজ্যে আসন ভাগাভাগির আলোচনা এগোলেও, অনেক রাজ্যেই জোট নিয়ে জট কাটছে না। এই পরিস্থিতিতে আবার বৈঠকে বসছে ইন্ডিয়া জোট। তবে এবার আর মুখোমুখি নয়, ভার্চুয়াল মাধ্যমেই বৈঠক হবে ইন্ডিয়া জোটের। আগামিকাল, ১৩ জানুয়ারি ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক হতে চলেছে। সূত্রের খবর, ইন্ডিয়া জোটের ভার্চুয়াল বৈঠকে অনুপস্থিত থাকতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে পর্যদুস্ত করতেই একজোট হয়েছে ২৬টি বিরোধী দল। তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়া জোট।

স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

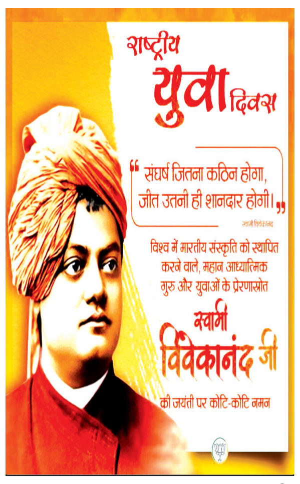

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ স্বামী বিবেকানন্দের গুণাবলীকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীতে জাতীয় যুব উৎসবেরও উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। মহারাষ্ট্রের নাসিকে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা এবং সংস্কৃতিকে বিশ্ব মঞ্চে প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে শত শত প্রণাম। তাঁর চিন্তা ও বার্তা, শক্তি ও উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। যা যুগে যুগে তরুণদের কিছু করতে অনুপ্রাণিত করবে। এছাড়াও, বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশিত একটি বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, আমি মহারাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে থাকার অপেক্ষায় আছি। নাসিকে জাতীয় যুব উসবে অংশ গ্রহণ করবো। এরপর মুম্বই পৌঁছে সেখান থেকে অটল সেতুতে নবি মুম্বই যাত্রা করবো

হরিপালে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলিঃ হরিপাল লোকো মঞ্চে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্নার উদ্যোগে এবং হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় আসন্ন আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মকর উৎসব এবং শবর খেরিয়া সম্প্রদায়ের টুসু উৎসব উপলক্ষে তাদের মধ্যে বস্ত্র উপহার তুলে দেওয়া হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সন্ধ্যা রানী টুডু রাজ্যের কৃষি বিপনন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না,হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ পাঠক, হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী সহ বিশিষ্ট নেতৃবন্দ। মন্ত্রী সন্ধ্যা রানী টুডু বলেন বাংলার যে যার উসবে মা বোন এবং ভাইদের মুখে হাসি ফোটাতে আমরা কিছু বস্ত্র তাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত । ওই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন আমরা হিন্দুদের দুর্গাপূজায় মুসলিমদের ঈদ উৎসবে এমনকি হিন্দি ভাষাভাষীদের ছট পূজায় আমরা প্রতিবছরই তাদের হাতে বস্ত্র তুলে দিয়ে থাকি যেটাতে উৎসবের দিনগুলিতে সকল মানুষ আনন্দে মেতে উঠতে পারে। ওই অনুষ্ঠানে সাড়ে পাঁচ হাজার মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেয়া হয়।

মহানন্দা নদীতে অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের দেহ উদ্ধার

মালদা, ১২ জানুয়ারি ঃ মালদার গয়েশপুর এলাকায় নদীতে দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। শুক্রবার ভোরবেলায় মহানন্দা নদী থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের মুন্ডুহীন মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়।স্থানীয় বাসিন্দাদের কয়েক জন নদীতে স্নান করতে এসে ঘটনার দেহ ভাসতে দেখে। মুহুর্তের মধ্যে এলকাবাসী জড়ো হয়। খবর দেওয়া হয় গয়েশপুর এলকার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় কাউন্সিলর সুতপা মুখোপাধ্যাযকে। তিনি ঘটনাস্থলে এসে ইংলিশ বাজার থানায় ফোন করেন। এরপর ইংরেজ বাজার থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। মৃত যুবকের নাম পরিচয়

রাম মন্দিরের উদ্বোধনে থাকবেন রাম জন্মভূমি আন্দোলনের মুখ লালকৃষ্ণ আদবাণী!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লালকৃষ্ণ আদবাণী ছিলেন রাম জন্মভূমি আন্দোলনের প্রধান মুখ। সেই তিনিই নাকি মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাননি। পরে প্রবীণ বিজেপি নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। যদিও তিনি রাম মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসবেন কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট জল্পনা ছিল। অবশেষে সেই জল্পনার অবসান হল। রাম মন্দিরের উদ্বোধনে লালকৃষ্ণ আদবাণীর উপস্থিতি নিয়ে কাটল ধোঁয়াশা। বুধবারই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক নেতা জানান, আগামী ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসবেন লালকৃষ্ণ আদবাণী। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ আন্দোলন, আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে রাম মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেয় সুপ্রিম কোর্ট। ২০২০ সালের ৫ অগস্ট মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যদিও সেই সময় থেকেই প্রচারের আলোর বাইরে ছিলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবাণী। রাম মন্দিরের উদ্বোধনেও তাঁর উপস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট জল্পনা ছিল। তবে বুধবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক নেতা জানান,শারীরিক অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও আগামী ২২ জানুয়ারি, রাম মন্দিরের উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন ৯৬ বছরের বিজেপি নেতা। তাঁকে নিয়ে আসার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করা হবে। চিকিৎসকও থাকবেন লালকৃষ্ণ আদবাণীর সঙ্গে।গত ডিসেম্বরই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে লালকৃষ্ণ আদবাণী ও মুরলী মনোহর যোশীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে রাম মন্দির ট্রাস্টের তরফে জানানো হয়েছিল, বয়সজনিত কারণ ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে দুই নেতা মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

বর্ষাতি-দুর্নীতি রুখতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার পথে পুর কর্তৃপক্ষ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বর্ষাতি-কেলেঙ্কারির ঘটনায় এ বার দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পুর কমিশনারকে নির্দেশ দিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। যদিও প্রশ্ন উঠছে, ফাইলের উপরে মেয়র ‘ লিখে দেওয়ার পরেও এত বড় দুর্নীতির খবর তাঁর কাছে এত দিন ছিল না কেন? পুরসভার উপরে মেয়রের নিয়ন্ত্রণ তা হলে কতটা, সেই প্রশ্নও তুলেছেন কেউ কেউ।পুরসভা সূত্রের খবর, গত সোমবার মেয়র পুর কমিশনারকে নির্দেশ দেন, স্কুল পড়ুয়াদের বর্ষাতি কেনার ক্ষেত্রে অনিয়ম খতিয়ে দেখে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এর পরেই পুর কমিশনার শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে নির্দেশ দেন, বর্ষাতি কেনার ক্ষেত্রে যা যা অনিয়ম হয়েছিল, তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খতিয়ে দেখে দোষীদের চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করতে হবে। এক পুর আধিকারিকের কথায়, ‘ কেনার সময়ে যে সব আধিকারিক কর্মরত ছিলেন, তাঁদের সকলকেই ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।’’ বৃহস্পতিবার ফিরহাদ বলেন, ‘ সঙ্গে যিনি বা যাঁরা জ।তি, তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’’ঙ্ক্ষুর শিক্ষা বিভাগে শৌচাগার দুর্নীতি-কাণ্ডের জেরে ইতিমধ্যেই ওই বিভাগের তদানীন্তন চার আধিকারিক ও কর্মীর বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুরসভা। বছর ছয়েক আগে একই সময়ে শৌচাগার ও বর্ষাতি-দু’টি ক্ষেত্রেই দুর্নীতি হয়েছিল। তবে স্কুলের শৌচাগারের থেকে বর্ষাতি কেলেঙ্কারির ঘটনার গভীরতা বেশি বলে দাবি পুরসভার। তাই পুর কমিশনার গত মাসের শেষে শিক্ষা দফতরের থেকে এ নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট নিয়েছিলেন। কিন্তু ওই রিপোর্টে সন্তুষ্ট না হওয়ায় এ বার বর্ষাতি কেলেঙ্কারির ঘটনায় বিস্তারিত ফাইল চেয়ে পাঠান তিনি। পুরসভা সূত্রের খবর, বর্ষাতি কেনার বিষয়ে ফাইলের গুরুত্বপূর্ণ নথি গত বুধবার পুর শিক্ষা দফতরের তরফে কমিশনারের কাছে জমা পড়েছে।পুর মেয়র পারিষদ (শিক্ষা) সন্দীপন সাহা বলেন, ‘ অন্ধকারে রেখে যে প্রক্রিয়ায় স্কুলপড়ুয়াদের জন্য মোটা টাকার বর্ষাতি কেনা হয়েছিল, তা অন্যায়। মেয়র পুরো ঘটনাটি জানতে পেরেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এই ঘটনায় যে বা যাঁরা দোষী, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’’ যদিও তাঁকে ‘ রেখে এত বড় দুর্নীতির আভাস কেন আরও আগে পাননি ফিরহাদ, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে পড়ুয়াদের বর্ষাতি কেনার জন্য শিক্ষা দফতর যে দরপত্রের প্রক্রিয়া করে, তাতে একাধিক অসঙ্গতি থাকায় পুর অর্থ দফতর আপত্তি করেছিল। পরে বর্ষাতি কেনার জন্য দরপত্র প্রক্রিয়ায় ‘ দেওয়ার আবেদন জানিয়ে মেয়রের কাছে ফাইল যায়। কিন্তু মেয়র ওই ফাইলের উপরে ‘ লিখে জানান, এই ভাবে দরপত্র প্রক্রিয়া করা যাবে না। অভিযোগ, তার পরেও পুর শিক্ষা দফতরের তরফে ৭৩ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকার মূল্যের ২২,০৪০টি বর্ষাতি কেনা হয়! যা সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ বলে আগেই পুরসভার অভ্যন্তরীণ অডিটে ধরা পড়েছে।পুরসভার রেসিডেন্ট অডিট অফিসার রিপোর্টে জানান, একটি বিশেষ সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দিতে কোনও দরপত্র ছাড়াই মোটা টাকা খরচ করে বর্ষাতি কেনা হয়েছিল। পুরসভার অডিট রিপোর্টে বর্ষাতি কেনায় অসঙ্গতি ধরা পড়ার পরেই মেয়র পুর ভিজিল্যান্স দফতরকে দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। পুরসভা সূত্রের খবর, রিপোর্টের খসড়া ইতিমধ্যেই জমা পড়েছে। তাতে বলা হয়েছে, সম্পূর্ণ ‘ ভাবে মেয়রকে অন্ধকারে রেখে পড়ুয়াদের জন্য বর্ষাতি কেনা হয়। বর্ষাতি কেনার ক্ষেত্রে কোনও নিয়মকানুনও মানা হয়নি।

মোট্রোয় নতুন চমক! শীঘ্রই চালকহীন মেট্রো পেতে চলেছে তিলোত্তমা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দেশের প্রথম মেট্রো চলাচলকারী শহর পেতে চলেছে চালকবিহীন মেট্রো। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অটোমেটেড মেট্রো চালু হতে পারে কিছুদিনের মধ্যেই। ইতিমধ্যেই চালকবিহীন মেট্রোর ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয়েছে। অপেক্ষা কিছুদিনের। দেশের দ্বিতীয় শহর হিসেবে কলকাতাতে চালকবিহীন মেট্রো শুরু হতে চলেছে কিছুদিনের মধ্যেই। ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো লাইনে প্রথম চালকবিহীন মেট্রো চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের রাজধানী দিল্লিতে পিঙ্ক এবং ম্যাজেন্টা লাইনে এই পরিষেবা চালু হয়েছে। এবার পালা আমাদের তিলোত্তমার। মেট্রো রেলওয়ে সূত্রে জানা গিয়েছে, শিয়ালদা থেকে সেক্টর ৫ রুটে খুব শীঘ্রই চালকবিহীন মেট্রো চালু হবে। এর পাশাপাশি আগামী দিনে হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ৫ পর্যন্ত রুটেও এই মেট্রো চালুর সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে এই পথে চালকহীন মেট্রোর সফল ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয়েছে। আরও কিছু নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার পরেই শহরে নতুন প্রযুক্তির এই পরিষেবা চালু হওয়ার কথা জানা যাচ্ছে।জানা গিয়েছে, অত্যাধুনিক এই প্রযুক্তিকে বলা হয় অটোমেটিক ট্রেন অপারেশন। এই পদ্ধতির সাহায্যে কোনও মোটরম্যান বা চালক ছাড়াই ছুটবে মেট্রো। যে রুটে এই অটোমেটিক মেট্রো চলবে, সেখানে সিগন্যালিং ব্যবস্থা পরিচালিত হবে কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোলের (CBTC) সিস্টেমের মাধ্যমে। উন্নততর এই সিগন্যালিং সিস্টেম রয়েছে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো রুটে। সেই কারণেই রুটে এটিও প্রযুক্তিতে চালকহীন মেট্রো চালানো সম্ভব।প্রসঙ্গত, চালকযুক্ত মেট্রোতে ’হিউম্যান এরর’ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে এক্ষেত্রে সেটা নেই। অনেক সময়, চালকের ভুলে দরজা খোলাপড়া নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। ডানদিকের বদলে বাম দিকের দরজা খুলে যায়। অটোমেটিক সিস্টেমে সেই ত্রুটি হওয়ার কোনও জায়গা নেই। যন্ত্র ও প্রযুক্তির সাহায্য এই পরিষেবা পরিচালিত হওয়ায় এই ধরনের ছোটখাটো ত্রুটি হওয়ার কোনও জায়গা নেই। সূত্রের খবর, প্রযুক্তির উন্নতি ঘটিয়ে আগামী দিনে নিউ গড়িয়া থেকে এয়ারপোর্ট এবং জোকা রুটেও এই চালকহীন মেট্রো পরিষেবা চালু করার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আপাতত শিয়ালদা সল্টলেক রুটে এই পরিষেবা চালু করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

রাহুলের ন্যায় যাত্রার ‘যোদ্ধা’ জোগাড়ে নয়া অভিযান কংগ্রেসের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ভারত ন্যায় যাত্রার সঙ্গী হতে চাইলে একটা মিসড কলেই হবে কাজ! ন্যায় যাত্রার সঙ্গীদের নাম দেওয়া হবে ‘ যোদ্ধা’। একটি পুস্তিকা তার জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে এই যাত্রার যাবতীয় তথ্য রয়েছে। বৃহস্পতিবার তা সামনে এনে প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করেন এ আ ই সি সি র নেতারা।৯৮৯১৮০২০২৪ এই নম্বরে মিসড কল দিলেই তার যাবতীয় তথ্য মিলবে। হওয়া যাবে যাত্রার অংশীদারও। এআইসিসির (AICC) সদস্য রাজ্যের কমিউনিকেশন ইনচার্জ অংশুমান সাহিল ও অতুল লন্ধে পাতিল কলকাতায় একযোগে জানান, ন্যায় কা হক মিলনে তক ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা হবে। তার জন্যই বুকলেট প্রকাশ করা হল। এই যাত্রায় দলে দলে ন্যয় যোদ্ধারা অংশ নিন। দেশের যে কোনও মানুষ এই নম্বরে ফোন করে যাত্রায় সামিল হতে পারবেন।রাহুল গান্ধীর ৫ দিনের ন্যায় যাত্রা হবে উত্তরবঙ্গের ৭ জেলা ছুঁয়ে। অসম ছেড়ে যা ঢুকবে কোচবিহারের বক্সিরহাটে। রোড শো’র সঙ্গে সুযোগ মতো হবে পদযাত্রা। চলবে ‘ জন সংযোগ’। ফাঁকে ফাঁকে ভাষণও দিতে পারেন রাহুল। ২৬ অথবা ২৭ জানুয়ারি অসমের দিশপুর হয়ে কোচবিহারে ঢুকবে রাহুলের রোড শো। বক্সিরহাট, তুফানগঞ্জ, ফালাকাটা, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বাগডোগরা, নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি হয়ে ঢুকবে বিহারের পূর্ণিয়ায়। দ্বিতীয় দফায় মালদহ, মুর্শিদাবাদ হয়ে তিনি যাবেন ঝাড়খণ্ড। যে যে এলাকায় রাহুল যাবেন, তার মধ্যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সেভাবে কংগ্রেসের সংগঠনই নেই। সেই সব এলাকায় ভি। জোগা। করাটা বড়সড় চ্যালেঞ্জ। মনে করা হচ্ছে সেকারণেই এই মিসড কল অভিযান শুরু হচ্ছে।

গঙ্গাসাগরে এসে অসুস্থ হয়ে প।লেন পুণ্যার্থী, এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে আনা হল কলকাতায়

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ তীর্থযাত্রীদের স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে গত কয়েক বছর ধরেই গঙ্গাসাগরে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা রাখে রাজ্য সরকার। শুক্রবার সেই এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সের সুবাদেই প্রাণ বেঁচে যেতে পারে বিহারের মহিলার।ঙ্সূত্রের খবর, বিহারের সীতামারহীর বাসিন্দা বছর পঞ্চান্নর সুমিত্রা দেবী। তিনি গঙ্গাসাগরে এসেছিলেন মকর স্নানের উদ্দেশে। কিন্তু শুক্রবার সকালে আচমকাই অসুস্থ হয়ে প।নে। ভি।রে মধ্যে থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় মেডিক্যাল ক্যাম্পে। সেখানে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানান সুমিত্রা দেবীর ট্রানজিয়েন্ট ইসকিমিক অ্যাটাক হয়েছে। মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনব্যাহত হলে এই স্ট্রোক হয়।ঙচিকিসকরা সুমিত্রা দেবীকে অবিলম্বে কলকাতায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এমআর বাঙ্গুরে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন চিকিসকরা। তারপরই স্থানীয় প্রশাসন সুমিত্রাদেবীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ওই হেলিকপ্টার সাগর থেকে আসার কথা ডুমুরজোলায়। সেখান থেকে ওই রোগীকে পাঠানো হবে এমআর বাঙ্গুরে। উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরের মতো এবারও গঙ্গাসাগর মেলায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিশেষ জোর দিয়েছে রাজ্য সরকার। পুণ্যার্থীদের জন্য ২ হাজার ২৫০টি সরকারি বাস ও ৫০০টি বেসরকারি বাসের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। পুণ্যার্থীদের সুবিধায় সব বাসে থাকবেন সাগরবন্ধু রা। শিয়ালদহ শাখায় চলছে অতিরিক্ত ট্রেন। নিরাপত্তার স্বার্থে থাকবে ১০০টি অ্যাম্বুল্যান্স, ১টি এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স এবং ৪টি ওয়াটার

পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায়, ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায়.২ ডলার থেকে ৮০ ডলার বেড়েছে এবং ডব্লুটিআই ক্রুড প্রতি ব্যারেল ৭৪ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি শুক্রবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৯০.০৮ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, ডিজেল ৯২.৭৬

লোকসভা ভোটের আগে আমজনতার মন পেতে ৩০০ নতুন বাস রাস্তায় নামাচ্ছা রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে আমজনতার মন গলাতে ৩০০ নতুন বাস রাস্তায় নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবহণ দফতর। পরিবহণ দফতরের অধীনে থাকা বিভিন্ন নিগম মারফত এই বড় সংখ্যায় বাস রাস্তায় নামানো হবে বলে জানা গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম এবং উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের মাধ্যমে বাসগুলি রাস্তায় নামবে। এই তিন পরিবহণ নিগমকে কাজে লাগালে রাজ্যের সব জেলায় সরকারি বাস বণ্টনে সুবিধা হবে বলেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।বেসরকারি পরিবহণ সংগঠনগুলির মতে, আসন্ন লোকসভা ভোটের কথা মাথায় রেখেই এই নতুন বাসগুলি রাস্তায় নামানো হচ্ছে। কারণ সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিয়েই রাজ্যের শাসকদল ভোট পেতে চায়। তাই নতুন বছরের শুরুতেই এই বিরাট সংখ্যায় বাস রাস্তায় নামানোর উদ্যোগ শুরু করেছে পরিবহণ দফতর। তবে বেসরকারি পরিবহণ সংগঠনগুলির এ কথা মানতে নারাজ দফতরের একাংশ। আধিকারিকদের কথায়, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সময় অস্বাভাবিক হারে বেসরকারি বাস কমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়েছিলেন। বিশেষ করে বেসরকারি বাসের সংখ্যা কমে গিয়েছে অনেকটাই। ফলে বিষয়টি নিয়ে দফতরে দফায় দফায় আলোচনা করে নতুন বাস রাস্তায় নামানোর উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রাজনীতির কোনও যোগাযোগ নেই। পরিবহণ দফতরের আধিকারিকেরা মুখে এমন কথা বললেও, শীঘ্রই একটি সরকারি অনুষ্ঠান থেকে এই বিরাট সংখ্যায় বাস চালু করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বিষয়ে পরিবহণ দফতরে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।নতুন বাস রাস্তায় নামানোর পাশাপাশি, বিভিন্ন সরকারি ডিপোয় পড়ে থাকা বাসগুলিকেও রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা নিয়েছে পরিবহণ দফতর। দীর্ঘ দিন চলাচল না করার ফলে বাসগুলিতে নানা যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ঠিকঠাক করে সেই বাসগুলিকে পুনরায় রাস্তায় নামাতে বিরাট অঙ্কের অর্থ খরচ করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, এই রকম প্রায় ৩৫০ বাসকে ঠিক করে রাস্তায় নামানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এই কাজে পরিবহণ দফতরের খরচ হয়েছে প্রায় ২০০ কোটি টাকা। যদিও এই খরচ বহন করেছে রাজ্য অর্থ দফতর।

রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে ১১ দিনের বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ অযোধ্যার রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের আগে ১১ দিনের একটি বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে দেশ ও বিশ্বের সঙ্গে এই তথ্য শেযার করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।এদিন এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার আর মাত্র ১১ দিন বাকি। আমি সৌভাগ্যবান যে আমিও এই শুভ অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে পারছি। প্রভু আমাকে প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় ভারতের সমস্ত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়েছেন। এই কথা মাথায় রেখে আমি আজ থেকে ১১ দিনের একটি বিশেষ আচার শুরু করছি। আমি সমস্ত মানুষের কাছে আশীর্বাদ চাইছি। এই মুহুর্তে, আমি আমার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। নাসিক থেকে তিনি এই আচার অনুষ্ঠান শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে, এক বিশেষ ভিডিয়ো-অডিয়ো বার্তাও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাতে তিনি বলেছেন, হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে, কোনও দেব-মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্টা এক বিশদ এবং ব্যাপক প্রক্রিয়া। তিনি বলেছেন, এর জন্য, বিশদ নিয়ম রয়েছে। প্রাণ প্রতিষ্ঠার বেশ কয়েক দিন আগে থেকে সেগুলি অনুসরণ করতে হয়। আমি আজ থেকে প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিন পর্যন্ত শাস্ত্রে নির্দেশিত সমস্ত নিয়ম এবং তপস্যা কঠোরভাবে পালন করব। মহারাষ্ট্রের নাসিকে যম-নিয়ম দিয়ে এই ১১ দিনের বিশেষ আচার অনুষ্ঠান শুরু করবেন তিনি বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

কৃষি ক্ষেত্রে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রদর্শনী ও কৃষকদের অবহিতকরণ কর্মসূচী

নিজস্বসংবাদদাতা,শিয়াখালা(হুগলী)ঃপশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের উদ্যোগে ও হুগলী জেলা কৃষি অধিকর্তা এবং শ্রীরামপুর ও সিঙ্গুর সহ কৃষি অধিকারীদের সহযোগিতায় সিঙ্গুর বিধানসভার অন্তর্গত সিঙ্গুর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আথলিয়া মাঠে কৃষি ক্ষেত্রে ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে ওষুধ প্রযোগের প্রদর্শনী ও কৃষকদের অবহিতকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো।এই প্রদর্শনী কর্মসূচির উদ্বোধন করেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মদনমোহন কোলে সহ জেলা মহকুমা এবং ব্লক স্তরের কৃষি অধিকর্তা ও আধিকারিক বৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগ একটা অত্যাধুনিক ব্যবস্থা। চাষিরা এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগ করলে তাদের যেমন আর্থিক সাশ্রয় হবে তেমনি সময় কম লাগবে। মাঠের মধ্যে সর্প দংশনের ভয় থেকেও চাষিরা রেহাই পাবেন, তিনি বলেন শুধু একটি জমি নয় এই পদ্ধতিতে ওষুধ প্রয়োগ করলে সমস্ত মাঠ কম সময়ের মধ্যে সহজেই ওষুধ দেয়ার কাজ শেষ করা যাবে। এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন এই ড্রোন পদ্ধতি প্রদর্শনীর মাধ্যমে চাষীদের দেখানো হলো। তিনি জানান কৃষকরা কৃষি দপ্তরে আবেদন করলে এই ড্রোন মেশিন তারা পেতে পারেন। তিনি আরো জানান ক্রমে ক্রমে সারা রাজ্যে এই ব্যবস্থাকে প্রসারিত করা হবে যাতে চাষীরা এই প্রযুক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের জমিতে প্রয়োগ করতে পারেন।

উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে ১৬ আসনে জয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে বিজেপি

হাফলং (অসম), ১২ জানুয়ারি ঃ উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে বিজেপি। ২৮ আসনের পরিষদে এ খবর লেখা পর্যন্ত ১৬টি আসনে বিজেপি জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে এগিয়ে গেছে। ২৮ সদস্যের উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের ম্যাজিক সংখ্যা ১৫।উল্লেখ্য, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ২৮টি আসনের মধ্যে পূর্ব মাইবাং, পশ্চিম মাইবাং, হাজাডিসা, গুঞ্জুং, হামরি ও হারাঙ্গাজাও কেন্দ্রে আগেই বিনা প্রতিদ্বিঃদ্বিতায় জয়লাভ করেছে বিজেপি। যার দরুন পরিষদের এই ৬-টি আসন বাদে ২২টি কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।আজ শুক্রবার সকাল ৮-টা থেকে হাফলং ডন বসকো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভোট গণনা শুরু হয়। ভোট গণনা শুরু হওয়ার পর থেকেই বিজেপি এগিয়ে যায়। একে একে হাফলং, জাটিঙ্গা, বরাইল, মাহুর, লাংটিং, ওয়াজাও, দাওটুহাজা, জিনাম, লাইসং এবং হাঙ্গরুম আসনে যথাক্রমে বিজেপি প্রার্থী ধনপাইনন থাওসেন, ফ্লেমিং রূপসী সাইলা, গুলমিনলাল লিয়েনথাং, প্রবীতা জহরি, ধৃতি থাওসেন, বিশ্বজি দাওলাগাপু, প্রণথ রাজিয়ুং, জোসমথাং মার, পাওদামিং নৃয়ামে, নহা দাইমে জয়লাভ করেছেন।হাফলং আসনে বিজেপি প্রার্থী ধনপাইনন থাওসেন ৩ হাজার ২১১ ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের আচিং জেমিকে পরাজিত করেছেন। এদিকে জাটিঙ্গা আসনে বিজেপি প্রার্থী ফ্লেমিং সাইলা রূপসী মাত্র ৩২ ভোটে জয়লাভ করেছে। এদিকে কালাচাঁদ আসনে ভোটের ফলাফল এখন ঘোষণা করা হয়নি। কালাচাঁদ আসনে ভোটের তুলনায়

ফের কাঁপল আফগানিস্তান, ভূমিকম্পের মাত্রা ৪.৩

কাবুল, ১২ জানুয়ারি ঃ ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই শুক্রবার আবারও ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা অনুমান করা হয়েছে ৪.৩।জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোর ৪টে ৫১ মিনিট নাগাদ আফগানিস্তানে ভূমিকম্প হয়। আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ অঞ্চলে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪.৩। ভূমি থেকে ১৭ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল।২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে এই নিয়ে পরপর দুইবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান। বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টো ৫০ মিনিট নাগাদও ভূমিকম্প হয় আফগানিস্তানে। সেই ভূমিকম্পেরও উসস্থল হিন্দুকুশ অঞ্চলেই ছিল। ৬.১ মাত্রার ভূমিকম্পের জেরে দিল্লি, উত্তর প্রদেশ সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল কেঁপে উঠেছিল। এছাড়া পাকিস্তানের লাহোর ও জম্মু-কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও কম্পন অনুভূত হয়।

ঠান্ডায় কাঁপছে গোটা উত্তর ভারত, দিল্লিতে দ্রুত নামছে পারদ

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ ঠান্ডায় কাঁপছে গোটা উত্তর ভারত। দেশের রাজধানী দিল্লি-এনসিআরেও প্রচণ্ড ঠান্ডা এবং কুয়াশা রয়েছে। আগামী পাঁচ দিন স্বস্তির কোনও সম্ভাবনা নেই। এমনটাই মনে করছে ভারতের আবহাওয়া দফতরের।দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থানসহ বিভিন্ন রাজ্যে কুয়াশার পাশাপাশি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা মানুষের সমস্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে। শুক্রবার ঘন কুয়াশার কারণে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দিল্লিগামী ২৩টি ট্রেন দেরিতে চলছে। সকালে কুয়াশার কারণে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় দৃশ্যমানতা শূন্যে নেমে এসেছিল। তবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বিমান পরিচালনায় বড় কোনও প্রভাব ফেলেনি।ভারতের আবহাওয়া দফতরের মতে, শুক্রবার রাজধানী দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম রেকর্ড করা হয়েছে। বিভাগের মতে, ১৩ থেকে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে পাঞ্জাবের কিছু অংশ এবং হরিয়ানা ও চণ্ডীগড়ের বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে সকালে কয়েক ঘন্টার জন্য ঘন থেকে খুব ঘন কুয়াশা অব্যাহত থাকতে পারে। আগামী দুই দিনের মধ্যে মধ্য ও পূর্ব ভারতের অনেক এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৩জানুয়ারি ঃশনিবার, ২৭পৌষ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৩জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতণ্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৭পৌষ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৭পৌষ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২৭পৌষ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শুক্রবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন।
বৃষভ রাশিঃআপনি মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে সামান্য নীচু থাকবেন- একটু বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য আপনার শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। সংসারে শান্তি।
মিথুন রাশিঃআপনি আপনার ইতিবাচক মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার চারপাশের মানুষের মনে ছাপ ফেলতে পারবেন। শুভ দিন হবে
কর্কট রাশিঃরক্তচাপের রোগীরা তাদের রক্তচাপ কমানো এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার
সিংহরাশিঃউচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চার প্রতি একনিষ্ঠ হোন।
কন্যারাশিঃপ্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন। আপনার অবাস্তবু
তুলারাশিঃআজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার লগ্নি এবং ভবিষ্য লক্ষ্য সম্পর্কে গোপনীয়তা
বৃশ্চিক রাশিঃ প্রত্যেক মানুষের কথায় কান দিন, আপনি হয়তো আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজে
ধনু রাশিঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন।
মকর রাশিঃআপনার আকাঙ্খা এবং উচ্চাশা ভয় দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।
কুম্ভ রাশিঃবাচ্চাদের সাথে খেলা আপনাকে এর চমকার নিরাময়কারী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাব।
মীন রাশিঃঘুমন্ত আবস্থায় দেখা সমস্যাগুলো জেগে উঠে মানসিক চাপ আনবে। অর্থের অভাব পরিবারে আজ মতবিরোধের কারণ হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কথা বলার আগে ভাল করে চিন্তা করুন এবং তাদের পরামর্শ নিন। পরিবারের সদস্যদের সাথে দূরত্ব অতিক্রম

উলুবেড়িয়ায় বইমেলার উদ্বোধন

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়াঃ উদ্বোধন হলো উলুবেড়িয়া বইমেলা ২০২৪, শুক্রবার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ঘন্টাদ্ধনির মাধ্যমে উলুবেড়িয়া বইমেলা উদ্বোধন করলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা প্রসার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী ও রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়। পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার ও জন শিক্ষা প্রসার দপ্তরের সহযোগিতায় উলুবেড়িয়া পৌরভবন প্রাঙ্গণে এই বই মেলা চলবে ১২ ই জানুয়ারি থেকে ১৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা প্রসার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী পুলক রায়, মহাকুমা শাসক মানস কুমার মন্ডল অতিরিক্ত জেলাশাসক সুদীপ কুমার ঘোষ, হাওড়া জেলা সভাধিপতি কাবেরী দাস সহ-সভাপতি অজয় ভট্টাচার্য্য, উলুবেড়িয়া ১ বিডিও এইচ এম রিয়াজুল প্রমুখ মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী উলুবেড়িয়ায় উচ্চশিক্ষা প্রসারে একটি মডেল লাইব্রেরী করার প্রস্তাব দেন।

সাহেবখালিতে নদী বাঁধে ভাঙন, দ্রুত মেরামতির আশ্বাস পঞ্চায়েত প্রধানের

সৌরভ দাশ, হিঙ্গলগঞ্জ ঃ হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের সাহেবখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্কুল বাড়ীর ঘাটে প্রায় তিনশত ফুট নদীবাঁধে ভাঙন। বাঁধ ভাঙায় আতঙ্কিত রায়মঙ্গল নদীর পাড়ের মানুষ। একের পর এক তারা ভাঙ্গনের কবলে পড়েছে তারা। সেই স্মৃতি আজও টাটকা।আয়লা, আম ফান থেকে ইয়াস প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত হয়েছে নদী পাড়ের মানুষ। হঠাৎ রমাপুরে স্কুল বাড়ির ঘাট বসে যাওয়াতে ফের আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। এ বিষয়ে সাহেবখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আশুতোষ কামিলা বলেন, আমরা এই নদীর বাঁধ দ্রুত মেরামতির ব্যবস্থা করছি। তিনি আরো বলেন এই রমাপুরের মানুষ নদীবাঁধ নিয়ে সবসময় আতঙ্কে থাকেন। এর আগেও আয়লা, আফান, ইয়াস একাধিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে তারা। তিনি বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন বলে জানান, তার কথায় খুব দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু হবে।তার পাশাপাশি নদী পাড়ের মানুষের যাতে কোনো সমস্যা হয় তা তারা নজর রাখছেন বলে জানান তিনি।

বেলুড় স্টেশনের আন্ডারপাসে জল জমার সমস্যা নিরসনে উদ্যোগী বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ জানুয়ারিঃ হাওড়ার বেলুড় স্টেশনের আন্ডারপাসে জল জমার সমস্যা নিরসনে এবার উদ্যোগী হলেন বালির তৃণমূল বিধায়ক ডা. রাণা চট্টোপাধ্যায়। তিনি ওই এলাকা পরিদর্শনে যান। বিধায়কের উদ্যোগেই আন্ডারপাসে দীর্ঘদিনের জল জমার সমস্যার এবার পাকাপাকি সমাধান হতে চলেছে। বৃহস্পতিবার পুরসভার ইঞ্জিনিয়র, রেলের আধিকারিক, পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে ওই এলাকা পরিদর্শন করেন বিধায়ক। উল্লেখ্য, প্রতিদিন ওই আন্ডারপাস দিয়ে কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন।

কিন্তু একটু বৃষ্টিতেই জল জমে যেত ওই আন্ডারপাসে। ফলে যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছিল। ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায় জানান, রেলের জায়গা রেলের তরফে সংস্কার করে দেওয়া হবে। এই কাজে বালি পুরসভাও সহায়তা করবে। কাজ চলাকালীন আন্ডারপাস দিয়ে চলাচল বন্ধ থাকবে। যাতায়াতের জন্য বিকল্প রাস্তা ঠিক করা হবে। দুতিন দিনের মধ্যেই সব পক্ষকে নিয়ে বৈঠক করে চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করে দ্রুত কাজ শুরু হবে। এই কাজ হলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন।

এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে ইন্টিগ্রেটেড এএফসি-পিসি গেটস ইনস্টল করা হয়েছে

হাওড়া, ১২ জানুয়ারিঃ আপনারা সবাই জানেন যে হাওড়া ময়দান থেকে ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোরের এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে। শীঘ্রই যাত্রীরা ভারতে প্রথমবারের মতো রিভার মেট্রো জার্নির নিচে উপভোগ করবেন। এসপ্ল্যানেড উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোর ইন্টারচেঞ্জিং স্টেশন হতে চলেছে। পূর্ব-পশ্চিম করিডোর থেকে উত্তর-দক্ষিণ করিডোরে যাত্রীদের নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করার জন্য এবং এর বিপরীতে, দেশের প্রাচীনতম মেট্রো স্টেশনগুলির মধ্যে একটি এসপ্ল্যানেড স্টেশনে বিস্তৃত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যাত্রীরা এই দুটি করিডোরে একটি একক টোকেন বা স্মার্ট কার্ড দিয়ে নির্বিঘ্নে ভ্রমণ করতে পারবেন। এর জন্য তাদের আলাদা স্মার্ট কার্ড বা টোকেন কিনতে হবে না। মেট্রো ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে ৭টি নতুন - গেট ইনস্টল করা হয়েছে। এই দ্বি-মুখী গেটগুলি ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে এবং এগুলি যাত্রীদের এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন চত্বরের অর্থপ্রদানের এলাকায়থেকে সহজে প্রবেশপ্রস্থান করতে সক্ষম করবে। এই আধুনিক গেটগুলো প্রতি মিনিটে ৪৫ জন যাত্রী বহন করতে পারে। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে নামার পর যাত্রীরা এই গেটে তাদের মেট্রো টোকেন বা স্মার্ট কার্ড পাঞ্চ করতে পারবে। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে, ২৫টি - গেট থাকবে, যার মধ্যে ১১টি গেট উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো করিডোরের যাত্রীদের পরিষেবা দেবে।

ইডির ওপর হামলার ঘটনায় ৭দিন পর প্রথম গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ইডি আধিকারিকদের মারধরের ঘটনার ৭ দিন পর ২ জনকে গ্রেফতার করেছে ন্যাজাট থানার পুলিশ। হামলার ভিডিয়ো ফুটেজ দেখে ২ জনকে শণাক্ত করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম মেহবুর মোল্লা, সুকলম সর্দার। উল্লেখ্য, ঘটনার পর ইডি দাবি করেছিল, সেদিন শেখ শাহজাহানের বাড়ির সামনে হাজার দেড়েক জনতা ভিড় করেছিলেন। তাঁরা হামলা চালিয়েছিলেন। হাতে ছিল লাঠি, বাঁশ, অস্ত্রও। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে ঘটনার ৭ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের মধ্যে থেকে কি কেবল ২ জনকেই চিহ্নিত করা সম্ভব হল? মেহবুব মোল্লা ও সুকমল সর্দার নামে ২ জনকে গ্রেফতার করল ন্যাজাট থানার পুলিশ। আজই তাদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। সন্দেশখালিকাণ্ডে এখনও অধরা শেখ শাহাজাহান। গত শুক্রবারে -র ওপর ভয়ঙ্কর হামলা। একসপ্তাহ পরে, এই শুক্রবার, সেই ঘটনায় প্রথম গ্রেফতারি হল। স্থানীয়স্তরে যারা শাহজাহান-বাহিনীর লোক বলেই

সন্দেশখালি

পরিচিত। সন্দেশখালিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি ইডি-র ওপর ভয়ঙ্কর হামলার ৭ দিন পর, তীব্র বিতর্কের আবহে, অবশেষে, ২ জনকে গ্রেফতার করল উত্তর ২৪ পরগনার ন্যাজাট থানার পুলিশ! কিন্তু, হামলার মাস্টারমাইন্ড বলে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান কোথায়? কোন অন্তরালে? কার নিরাপদ আশ্রয়ে? ন্যাজাট থানা সূত্রের খবর, -র ওপর হামলার ঘটনায় ধৃত ২ ব্যক্তির নাম মেহবুর মোল্লা ও সুকমল সর্দার। সরবেড়িয়া-আগারহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত

এলাকাতেই দু-জনের বাড়ি। শুক্রবার ভোরে, ন্যাজাটের ছোট আজপাড়ার একটি ভেড়ি থেকে, পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করে। কিন্তু, -র ওপর হামলার ঘটনার এক সপ্তাহ হয়ে গিয়েছে। রাজ্যপালের গ্রেফতারির বার্তা দেওয়ার ৭ দিন হয়েও গেল। পাশাপাশি, রাজ্য পুলিশের -র কড়া পদক্ষেপের আশ্বাসের পরে ৬ দিন পেরিয়ে গেল। কিন্তু, ঘটনার মাস্টারমাইন্ড, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানকে ধরতেই পারল না পুলিশ।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের একাধিক আধিকারিকের বদলির স্থগিতাদেশ জারি

কলকাতা, ১২ জানুয়ারিঃ রাজ্য সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের একাধিক আধিকারিকের বদলির সাম্প্রতিক নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে। গত ৫ জানুয়ারী ভূমি দফতরের তরফে থেকে মোট ৩৮৮ জন ডিরেক্টর, ডেপুটি ডিরেক্টর এবং ল্যান্ড রেভিনিউ অফিসার পদ মর্যাদার আধিকারিকের বদলির নির্দেশিকা জারি করা হয়। রাজভবন থেকে তাঁর অনুমোদন এসে গিয়েছিল। ১১ জানুয়ারি থেকে ওই বদলির নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয় বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।সম্প্রতি আরেকটি নির্দেশিকা জারি করে পূর্ববর্তী নির্দেশটি আপাতত রদ করার কথা জানানো হয়েছে। সাধারণ, ভোটে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ভোটের আগে ৩ বছরের বেশি সময় পদে থাকা সরকারি আধিকারিকের বদলি করা হয়ে থাকে। তবে কেন বদলির সিদ্ধান্ত রদ করা হল সে ব্যাপারে নবান্নের তরফে কিছু জানানো হয়নি।

দক্ষিণ চন্দনপিড়ি বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও আমরা ১৯৮৬ এর পরিচালনায় স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২ তম জন্ম জয়ন্তী পালন করা হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. শান্তনু বেরা, দঃ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা, শিক্ষক বাঁশরী মোহন মন্ডল, অনুপ মাইতি প্রমুখ।

ভারতীয় চা পর্ষদ গুঁড়ো চা পাতা নিলামের মাধ্যমে বিক্রী করার সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ১২ জানুয়ারিঃ মধ্যস্বত্তভোগী বিপনন সংস্থাগুলির দৌরাত্ম রুখে চা উতপাদকের কাছে মুনাফার অর্থ পৌঁছে দিতে ভারতীয় চা পর্ষদ গুঁড়ো চা পাতা নিলামের মাধ্যমে বিক্রী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এইজন্যে পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রভাতকমল বেজবড়ুয়ার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি নিলাম সংক্রান্ত বিষয়টি দেখভাল করবে। আগামী এপ্রিল মাস থেকে দেশের সব কেন্দ্রে একশো শতাংশ গুঁড়ো চা পাতা নিলাম শুরু হবে বলে পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য এতদিন দামের উপরে কোন নিয়ন্ত্রন না থাকায় মধ্যবর্তী চা সংস্থাগুলি উতপাদকের কাছ থেকে খুব কম দামে চা কিনে খোলা বাজারে ইচ্ছে মত দামে বিক্রী করত বলে অভিযোগ।

অগ্নিকাণ্ড নিয়ে সচেতনতায় দমকলের মকড্রিল বেলুড়ের লালবাবা কলেজে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ জানুয়ারিঃ অগ্নিকাণ্ড নিয়ে সচেতনতায় দমকলের মকড্রিল হয়ে গেল বেলুড়ের লালবাবা কলেজে। বৃহস্পতিবার হাওড়ায় বেলুড়ের লালবাবা কলেজে বালি দমকল বিভাগের তরফ থেকে অগ্নিকাণ্ড বিষয়ক ওই সচেতনতামূলক মকড্রিলের আয়োজন করা হয়। ওই কর্মসূচিতে লালবাবা কলেজের ছাত্রছাত্রী সহ এনসিসির ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেন। গ্যাস ওভেন থেকে শুরু করে বাড়ির আশেপাশে কোনও অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটলে প্রাথমিকভাবে কি উপায় অবলম্বন করে আগুন নেভানো যায় এরকম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এদিন সচেতন করেন দমকল আধিকারিকরা। এই মকড্রিল প্রসঙ্গে বেলুড় লালবাবা কলেজের সভাপতি তথা বালির বিধায়ক ডা. রানা চট্টোপাধ্যায় বলেন, ছাত্রছাত্রীদের যা উৎসাহ দেখলাম এবং ওরা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে যা শিখল আমি নিশ্চিত আগামী দিনে মানুষের

বিপদে ওরা পাশে এসে দাঁড়াবে। এদিন মূলত আগুনের মকড্রিল শেখানো হয়েছে। দমকলের আধিকারিকরা এসেছিলেন। এদিন শেখানো হল কোথাও যদি আগুন লাগে সেই পরিস্থিতি কি করে মোকাবিলা করা যায় এবং ওই বিপদের সময় মানুষকে কি করে রক্ষা করতে হয় সেটার প্রাথমিক ক্লাস নেওয়া হলো। পরবর্তীকালে সেমিনার করে অডিও ভিস্যুয়াল মাধ্যমের দ্বারা ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া হবে যাতে পড়াশোনার পাশাপাশি এলাকায় কোনও বিপদ হলে শুধুমাত্র দমকল কর্মী নয় এলাকার ছাত্রছাত্রীরাও তৈরি থাকবে। এই শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বড় আগুন থেকেও বাঁচা যাবে। মানুষের অজ্ঞতার কারণে অনেক সময়েই অনেক ছোট আগুন বড় আকার ধারণ করে। এতে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। এদিন যে শিক্ষা দেওয়া হল এর মাধ্যমে ছোট আগুন নিভিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। এই প্রশিক্ষণ লালবাবা কলেজের ছাত্রছাত্রীদের একধাপ এগিয়ে দিল।

স্বামী বিবেকানন্দের ও বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদনঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীরা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে দীক্ষিত হতে শুরু করে দিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো জয় করাটা ভারতের স্বাধীনতার চিন্তাকে আরও বেশি করে এগিয়ে দিয়ে সমর্থ হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিটি লেখা পড়লে বুঝতে পারা যায় যে তাঁর ভাষার কতখানি শক্তি ছিল। এখনও তাঁর রচনাগুলি পড়লে মনে হবে গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। সেই সময়ে বাংলার বিপ্লবীরা একদিকে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠকে অনুসরণ করছে এবং পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দকে গ্রহণ করছে। স্বামী বিবেকানন্দের পায়ের তলায় বসে দীক্ষা নিয়েছিলেন বাংলার বিপ্লবী বাঘ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি আবার মা সারদার স্নেহধন্য ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে বহুবার এসেছেন বাঘা যতীন। সেখানে তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে গুপ্ত বৈঠক করেছিলেন পঞ্চবটীর তলায়। সেই বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন রাসবিহারী বোস, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণেশ্বরের বিপ্লবীদের গুপ্ত বৈঠকের কথা পুলিশ জানতে পেরেছিল। কিন্তু বৈঠক চলাকালীন পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এবং সারা ভারত জড়ে যে সেনা অভ্যুত্থান করা হবে তার পরিকল্পনা পুলিশ জানতে আগে পারেনি। ভারত স্বাধীনতা লাভ করে যেত ১৯১৪ সালেই। সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন রাসবিহারী বোস থেকে শুরু করে গদর দলের সদস্যারা এবং সঙ্গে ছিলেন বাংলার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই সেনা অভ্যুত্থান যদি সফল হতো তাহলে ব্রিটিশ সরকারের ভারতে টিঁকে থাকাটা খুবই মুশকিল ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে দলের একজন বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিং সব তথ্য ইংরেজদের কাছে আগাম পৌঁছে দিয়েছিল। ইংরেজরা সেই সব তথ্য পেয়ে নিজেদের প্রস্তুত করে বিদ্রোহী ভারতীয় সেনাদের গ্রেফতার করে। তার ফলে রাসবিহারী বোস দ্রুত সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করে ভারতের বাইরে থেকে ব্রিটিশ সরকারকে আক্রমণ করে 'ভারত ছাড়া' করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯১৫ সালে বাঘা যতীনের বিপ্লবী আন্দোলনে ব্যর্থ হল। বালেশ্বর যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারালেন। ফলে বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী শূন্যতা দেখা দিল। ঠিক সেই সময়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফল করতে গণ আন্দোলন করতে গান্ধীজি এগিয়ে এলেন। তাঁর সত্যাগ্রহ এবং অহিংসা আন্দোলন সাফল্য লাভ করতে থাকলো। ভারতের জনগণ বিপ্লবীদের সমর্থন করলে তারা কিন্তু অস্ত্র ধরতে বেশ খানিকটা দ্বিধান্বিত ছিল। তার ফলে বিপ্লবীদের প্রতি ভারতের জনগণের নৈতিক সমর্থন থাকলেও তারা রাস্তায় নেমে এসে বিপ্লবীদের সাহায্য করেনি। কিন্তু গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলন এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছিল তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেখানে অস্ত্র ব্যবহারের কোনও কথা উল্লেখ ছিল না। গান্ধিজি ভারতের জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে অহিংসা আন্দোলন বিপ্লবী আন্দোলনের থেকেও বেশি শক্তি ধারন করে। তার ফলে ভারতের অধিকাংশ জনগণ গান্ধিজির ডাকে সাড়া দেয়। গান্ধিজি কংগ্রেসের মঞ্চকে ব্যবহার করে তাঁর রচিত

আন্দোলনকে সফল করতে শুরু করে দিলেন। কংগ্রেসের ছাতার তলায় থেকে গান্ধিজি তাঁর ডান্ডি অভিযান থেকে শুরু করে লবন আন্দোলনকে সফল করতে তুলতে পেরেছিলেন। কংগ্রেসের সব সদস্যরা গান্ধিজির স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করতে থাকে। গান্ধিজি আবার সেই সময়ে ভারতের শিল্পপতিদের সমর্থন আদায় করতে পেরেছিলেন। স্বদেশি শিল্পপতিরা গান্ধিজিকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিল তার মূল কারণ হচ্ছে গান্ধিজি গণজাগরণ তৈবি করে ফেলেছেন। সেই গণজাগরণের অংশিদার হতে শুরু করে দিয়েছিল স্বদেশি শিল্পপতিরা। বাংলার জমিদাররা বিপ্লবীদের গোপনে অর্থ সাহায্য দিত। আর গান্ধিজিকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে সেই সময়কার ভারতীয় শিল্পপতিরা। তারা আশা প্রকাশ করতো যে একদিন না একদিন ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে। তখন ইংরেজ পরিচালিত শিল্পগুলি তাদের অধীনে আসতে থাকবে। এমনকী ভারতের বণিক সভাগুলি তাদের অধীনে পরিচালিত হতে থাকবে। ব্রিটিশ শিল্পপতিদের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপতিরা প্রতিযোগিতায় পেড়ে উঠছিল না। ব্রিটিশ পরিচালিত শিল্প কলকারখানাগুলি যে উন্নতমানের শিল্প পণ্য উৎপাদন করতে শুরু করে দিয়েছিল এবং তাদের বাজার চাহিদা এত বেশি ছিল যে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজারে টিঁকে থাকাটা খুবই মুশকিল হচ্ছিল ভারতীয় শিল্পপতিদের। সেই কারণে তারা গান্ধিজির স্বদেশি আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করে এবং গান্ধিজির প্রতিটি স্বাধীনতা আন্দোলন যাতে সাফল্য লাভ করতে পারে তার জন্য তারাও সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতে শুরু করে। গান্ধিজির স্বদেশি শিল্প ভাবনাকে বেশি করে ভারতীয় শিল্পপতিরা প্রাধান্য দিতে শুরু করে। গান্ধিজির চরকা কেটে কুটির শিল্পকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের ঘরে ঘরে একটি করে চরকা যাতে থাকে সেই রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন গান্ধিজি। সেই সময়ে তেত্রিশ কোটি জনগণ যদি একটি করে চরকা নিয়ে বস্ত্র নির্মাণ করে তাহলে বিদেশি বস্ত্র বাজারে মেলা ভার হয়ে দাঁড়াতে থাকবে। সেই রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন গান্ধিজি। কুটির শিল্পের ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন। হস্তশিল্পের ওপরে বেশি করে জোর দেন গান্ধিজি। কিন্তু গান্ধিজির পরিকল্পনা স্বার্থক লাভ করতে পারেনি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে শিল্পময় বিশ্ব। হস্তশিল্প, কুটির শিল্প বাজারের বিপুল চাহিদাকে পূরণ করতে পারবে না। শিল্পকেঃদ্র থেকে উৎপাদিত পণ্য বাজারের চাহিদাকে পূরণ করতে সক্ষম। কিন্তু হস্তশিল্প বা কুটির শিল্প বিশ্বের চাহিদাকে মিটিতে সক্ষম হবে না। তার ফলে শিল্প কলকারখানার উৎপাদনকে ব্যাহত করা সম্ভব হয়নি। তবে হস্তশিল্প এবং কুটির শিল্প থাকার খুবই প্রয়োজন। এটা না থাকলে স্বদেশিয়ানাটা প্রকাশ লাভ করে না। ইস্পাত তো আর কুটির শিল্প বা হস্তশিল্প দিয়ে তৈরি হবে না। সেই সময়ে ইস্পাতের বাজার চাহিদা তুঙ্গে। প্রতি বছরই নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। ইস্পাতের প্রয়োজন বৃদ্ধি লাভ করছে। কুটির শিল্প এবং হস্তশিল্পের ওপরে ভরসা করতে রাখতে পারছে না বিশ্বের জনগণ। চাদিরা ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে গোটা বিশ্ব শিল্প কলরাখানার ওপরে আস্থা রাখতে শুরু করে দিয়েছে। বিমান থেকে শুরু করে রেল গাড়ি নির্মাণ, আধুনিক যানবাহন নির্মাণ হতে শুরু করেছে। তার ফলে ব্যাপক ইস্পাতের চাহিদা। সেই চাহিদার দিকে লক্ষ বেখে তৈরি হয়েছিল টাটা ইস্পাত কোম্পানি। জামশেদজি টাটা ইস্পাত কারখানা তৈরি করলেন। বৃহৎ শিল্পের পাশে হস্তশিল্প থাকলো। কিন্তু হস্তশিল্পের দাম চড়া হতে থাকে। তার ফলে ভারতের গরীব জনগণ হস্তচালিত পণ্যকে ক্রয় করার ক্ষমতা হারাতে থাকে। বর্তমান বিশ্বে কুটির শিল্প এবং হস্তশিল্পের পণ্য কিনতে পারে সমর্থ হয় না অতি সাধারণ মানুষেরা। তারা কলকারাখানা থেকে উৎপাদিত পণ্যকে ক্রয় করে থাকে। কারণ সেই পণ্য কেনা সামর্থ্য তাদের রয়েছে। সুতরাং গান্ধিজির হস্তশিল্প এবং কুটির শিল্পের প্রতি অনুরাগ থকলে তা কিন্তু বর্তমান বিশ্বের কাছে সৌখিন পণ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছে। স্বদেশি শিল্পপতির এখন আর হস্তশিল্প বা কুটির শিল্পের প্রতি কোনও আগ্রহ দেখায় না। কারণ বর্তমান বিশ্বটা যান্ত্রিক বিশ্বে পরিণত। স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাবনা আগেই ভেবে রখে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন অতীত কিন্তু কোনও সময়ে ফিরে আসে না। বর্তমান এবং ভবিষ্যতে গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ সব সময়ে প্রাকটিক্যাল সায়েন্সে বিশ্বাস করতেন। ভাবাবেগ বিজ্ঞানকে তিনি দূরে সরিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। বাস্তব বিজ্ঞানের পক্ষে মত দিয়ে গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং তার জন্য প্রয়োজন ভারতকে স্বাধীনতা। এর জন্য ভারতবাসীদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় কুস্তির আখড়া থেকে শুরু করে শরীর চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে উৎসাহ দান করতেন স্বামী বিবেকানঃদ। তিনি ভারতের সমগ্র জনগণকে মন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন-' বল মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।' এই মন্ত্রকে পাঠ করে দেশসেবার নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে হবে। বাংলার বিপ্লবীরা স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের পথকে অনুসরণ করে চলেছিলেন।

উত্তরপাড়ায় স্বামী বিবেকানন্দর ১৬১ তম জন্মবার্ষিকী পালন, উপস্থিত পুরচেয়ারম্যান সিআইসি সহ বিশিষ্টরা

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি ঃ শুক্রবার ১২ ই জানুয়ারি বীরেশ্বর বিবেকানন্দর ১৬১ তম জন্মবার্ষিকী এদিন উত্তরপাড়া পৌরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডে মাখলা কেরানি ডাঙ্গা লেনে রামকৃষ্ণ সংহতি পার্কে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। পুরসভার সিআইসি তথা উত্তরপাড়া কোতরং টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষের উদ্যোগে বীরেশ্বর বিবেকানন্দের জন্মদিন পালন করা হয়। পার্কটিকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করেন পৌরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মন্ডল সিপিআই সর্বভারতীয় নেতা পল্লব সেনগুপ্ত সহ বিশিষ্টরা ।এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন বিবেকানন্দ যুব সমাজের প্রতীক বিবেকানন্দকে সামনে রেখে আগামী প্রজন্মকে এগিয়ে যেতে হবে। ভারত সহ সারা

বিশ্বে বিবেকানন্দ যুব সমাজের মহান যারা দিকভ্রষ্ট হবে তাদের এগিয়ে আনতে হবে যারা আসবেনা তাদের প্রতিহত করতে হবে । স্বামী বিবেকানন্দকে সামনে রেখে কিছু রাজনৈতিক দল সংকীর্ণতার পরিচয় দেয় এগুলি দৃষ্টিকটু এতে লাভ হবে না কিছু। এছাড়া বক্তব্য রাখেন পল্লব সেনগুপ্ত ইন্দ্রজিৎ ঘোষ অনুষ্ঠানের সঙ্গীত পরিবেশন করেন দীপক মিত্র এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাখলা বিসি রায় মেডিসিন ব্যাংকের সম্পাদক তপন ঘোষ কাউন্সিলর অর্ণব রায় ইন্দ্রজিৎ ঘোষ একে একে মাল্য দান করেন পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন বিবেকানন্দর ১৬১ তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে তিনি ভারতবর্ষের নাম পৃথিবীর দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। শিকাগো ধর্ম সভায় ভারত সম্বন্ধে তার বক্তব্য সারা পৃথিবীকে চমকে দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দকে সামনে রেখে যুব সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে।

মোয়া তৈরির কাজে হাত লাগিয়ে জয়নগর ও বহড়ুতে স্বনির্ভর হচ্ছেন এলাকার বহু মহিলারা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগরঃ মাত্র তিন মাসের মরসুম, এই সময়ে মোয়া তৈরি করে স্ব নির্ভর হচ্ছেন জয়নগর, বহড়ুর গৃহবধূরা। আরতি, সুমা, শ্যামলী, পরিনীতা, চন্দ্রা,সুধা এঁরা সবাই গৃহবধূ। ঘরের হেঁসেল সামলে সকালেই চলে আসেন বিভিন্ন কারখানা ও দোকানে। তারপর জোরকদমে জয়নগরের জি আই ট্যাগ প্রাপ্ত সুস্বাদু মোয়া তৈরির কাজে নেমে পড়েন এঁরা। মাত্র তিন মাস চলে এই মোয়ার মরসুম।এদিকে ঘরে ঢুকছে মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষীর ভাণ্ডারের টাকাও।কিন্তু বাড়তি রোজগারের তাগিদে ও নিজেদের স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে জীবন যুদ্ধে নেমেছেন জয়নগর, বহড়ুর এই সব গৃহবধূরা। শীত জমাট হতেই বহড়ু,

জয়নগরে মোয়ার বাজারে ভিড় হচ্ছে মানুষদের।এখন প্রতি দোকানেই উপচে পড়ছে ভিড়।এই সময় মোয়া ব্যবসায়ীদের কথা বলার ফুরসুত নেই।প্রতি দোকান, কারখানায় পুরুষ কারিগর ছাড়া মহিলা কারিগররা আছেন। বহড়ুর মল্লভপুর দাস পাড়ার বাসিন্দা গৃহবধূ আরতি দাস ২০ বছর ধরে মোয়া তৈরি করছেন। মোয়া পাকাতে পাকাতে তিনি বলেন, এই কাজ করেই এক ছেলে এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত এই মোয়ার মরসুম। তবে যা বিক্রিবাটা হয় ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে জানুয়ারি মাসের পুরোটা। তাই সেই সময় কাজের চাপ খুব বাড়ে। লক্ষীর ভান্ডারের ৫০০ টাকা পাই, তার সঙ্গে এই তিন মাসে যা মজুরি পাই সারাবছরের খরচ উঠে যায়। গৃহবধূ সুমা দাস ১৫ বছর ধরে মোয়া তৈরি করছেন। তিনি বলেন, কনকচূড় ধানের খইয়ে নলেন গুড় মিশিয়ে পাক করার কাজ আমরা করি।এতে দৈনিক ৩০০-৪০০ টাকা মুজুরি পাই। সংসারের খরচ উঠে আসে। মোয়া ব্যবসায়ীরাও কাজে উৎসাহ দেয়। গৃহবধূ চন্দ্রা কয়াল তাঁর স্বামী রঞ্জিত কয়ালের সঙ্গেই সকাল হতেই চলে আসেন মোয়ার দোকানে। রঞ্জিত বাবু কড়াইয়ে খই ভাজার কাজ করেন। আর চন্দ্রা দেবী মোয়ার পাক তৈরি করেন।চন্দ্রাদেবী বলেন, এই কাজ করে ছেলে-মেয়ের পড়াশোনার খরচ জুগিয়েছি। আগে মজুরির টাকা কম ছিল। এখন মোয়ার বাজার ভালো হওয়ায় আমাদের মজুরি ও বাড়িয়েছেন ব্যবসায়ীরা। মোয়া ব্যবসায়ী গনেশ দাস,রাজেশ দাস, তিলক কয়ালেরা বলেন, মোয়া তৈরিতে মেয়েরাও সিদ্ধহস্ত। এই কাজ করে তাঁরা নিজেরাই স্বনির্ভর হচ্ছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৪৪ সংখ্যা, শনিবার, ২৭ পৌষ ১৪৩০

জোট ইণ্ডিয়ার শক্তি

জোট ইণ্ডিয়া শক্তিশালী হল না। বিজেপিকে পরাস্ত করার যে রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছিল তা এখন বলতে গেলে কার্যত ব্যর্থ হতে শুরু করে দিয়েছে। এক্খনও কংগ্রেস সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি জোটের সঙ্গে কতখানি হাত মিলিয়ে চলবে। আবার কংগ্রেস বিরোধী দলগুলিও কংগ্রেস সম্পর্কে নাক সেটকাতে করতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেসের ওপরে ভরসাা করে কেউ এগোতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ তিন রাজ্যে কংগ্রেস পরাস্ত হয়েছে। লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেস তাদের পালে হাওয়া তুলতে এবারে ভারত জেড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাছে। তাতে কংগ্রেসের লাভ। জোট ইণ্ডিয়ার কোনও লাভ নেই বলে জোট সঙ্গীরা বলতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে জোট ইণ্ডিয়ার নেতারা এক মতে মিলতে পারছে না। আসন সমঝোতা নিয়ে এখন চলছে দরকষাকষি। এই দরকষাকষি কবে মিটবে তা বলা খুবই কঠিন। এদিকে শরদ পাওয়রের কাছ থেকে তেমন জড়ালো সাড়া পাওযা যাচ্ছে না। অজিত পাওয়ার শরদ পাওয়ারের সব শক্তিকে শুযে নিয়েছে বলে রাজনৈতিক মহল বলতে শুরু করে দিয়েছে। মহারাষ্ট্রে শরদ পাওয়ারের রাজনৈতিক প্রভাব আর আগের মতো নেই। শরদ পাওয়া যেদিন থেকে জোট ইণ্ডিয়া তৈরি করার খেলা খেলত শুরু করে দিয়েছিল সেদিন থেকেই বিজেপি দলের কেন্দ্রীয় নেতারা তাঁর দলের ভাঙন ধরিয়ে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। সেটা শরদ পাওয়ার আগে একবার আঁচ করতে পারেননি। অজিত পাওয়ার যখন দল থেকে বের হয়ে আলাদা একটি বিকল্প গোষ্ঠী তৈরি করে মহারাষ্ট্রের সরকারের যোগ দিলেন তখন শরদ পাওয়ার বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী মোদি বেশ বড় ধরনের রাজনৈতিক খেলায়াড়। বিজেপি দলকে পরাস্ত করাটা এখন খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াতে ক্রমশ শুরু করে দিয়েছে। একদিকে রাম মন্দির এবং অন্য দিকে মহিলা উন্নয়নকে দিকে জোর দিতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দলের নেতারা। তারা মহিলাদের নিরাপদে থাকার এবং চলাফেরায় স্বাধীনতা আনার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে দিয়েছে। সংখ্যালঘু মহিলার যাতে কোনও রকম অসুবিধায় না পড়ে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফল এখন সংখ্যালঘু মহিলাদের ভোট বিজেপি করায়াত্ত করে ফেলেছে। সেখানে কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দল প্রবেশ করতে পারছে না। তার ওপরে রয়েছে তপশিলি জাতি এবং উপজাতি। এদের দিকেও তাকাতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দলের নেতারা। বিজেপি দল একদিকে শিল্পপতিদের যেমন তোয়াজ করতে শুরু করে দিয়েছে পাশাপাশি সাধারণ জনজাতির কথা ভেবে তাদেরকে সরকারি সুযোগ সুবিধা গড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করতে শুরু করেছে। এর ফলে বিজেপি দলকে বিরোধী দলের আক্রমণ করার কোনও হাতিয়ার থাকছে না। এক রাম মন্দির নিয়ে বিজেপি হিন্দিভাষী এলাকা দখল করতে শুরু করে দিয়েছে। ২২ জানুয়ারি রাম মন্দির উদ্বোধ হয়ে যাওয়ার পরে বাজেট পেশ রয়েছে। সেই বাজেটকে এবারে জনমুখী করে তোলা হবে। কৃষক শ্রমিকদের আর্থিক সুবিধার পাশাপাশি মহিলাদেরও আর্থি সুবিধা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। লোকসভার নির্বাচনে ব্যালট পেপার যাতে বিজেপি দিকে বেশি করে পড়ে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এবারের বাজেট বলতে গেলে আর্থিক সুরাহার পথ দেখাবে বলে সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছে। শিল্পে, প্রতিরক্ষা, শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি সরকার। বাজেটের কেনও ফাঁক বা ত্রুটি যাতে না থাকে তার দিকে লক্ষা রাখা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে বহু কল্যাণমূলক প্রকল্পের কথাও বলা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কাশ্মীরের আর্থিক উন্নয়নকে আরও শক্তিশালী করতে এবারে বাজেটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতে পারে। কারণ জম্মু কাশ্মীরের ভোট রয়েছে সেপ্টেম্বর মাসে যা আদালত থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল। জম্মু কাশ্মীরে যাতে এবারে একজন হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি সরকার। সেটা উপলদ্ধি করতে পেরেছেন ফারুক আব্দুল্লা এবং ওমর আব্দুল্লা। তাঁরা এখন থেকেই বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হতে শুরু করেছে। কংগ্রেসের হয়ে ওকালতি করতে শুরু করে দিয়েছেন ফারুক আব্দুল্লা। তিনি নেহরুর নীতির পক্ষে রয়েছেন।

স্বীকারোক্তিতে নয়, জেলে বসেই মাস্টারদার লিখিত চিঠিই তাঁর কারা জীবনের জবানবন্দি

রবীন্দ্র কুমার শীল

পলাতক জীবনের শেষ দিকে মাস্টারদা ভবিষ্যতের কথা ভেবে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। মনে হয় তিনি বলতেন, মনে হয় একটু বেশি শিথিল হয়ে পড়েছি। দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তিনি বেশ খানিকটা শিথিল হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছেন। আগের মতো কড়া নেই। সবার সঙ্গে দেখা করছেন। কথা বলছেন সবার সঙ্গে। তিনি মনে করতে শুরু করলেন এবারে ছেলেদের আদর্শের মান কমতে শুরু করে দিয়েছে। সেই রকম আদর্শবান বিপ্লবী সেনার অভাব অনুভব করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতে শুরু করে দিয়েছিলেন সবাই তো জেলে গিয়েছে বা ফাঁসির দড়িতে ঝুলেছে। এবারে তাঁর পালা। এই শিথিলতার উল্লেখ তাঁর আত্মজীবনীতেও পাওয়া গিয়েছে। ‘বরাবরই আমি খুব careful থাকি। Carelessness-এর দোষে সমিতির secret, police হাতে যাতে না পড়ে, এই চেষ্টা আমার সর্বদাই থাকত। আজকালকার দিনের চেয়ে তখন আরও Careful থাকতাম, একন যেন একটু Careless হয়ে হয়ে পড়েছি, তার কারণ যারা আমার সাথী তারা বিশেষ Careful থাকে না। কাজেই Carelessness টা Contagious হিসাবে আমার উপরও কিছু আধিপত্য বিস্তার করেছে। আর Careful থাকতে থাকতে মানুষ ক্রমশ হাফিয়ে ওঠে এবং Carelessness এর ভিতর একটু relief খুঁজে পায়। তাই চিরদিন careful থেকেও আজকাল যেন একটু Careless হয়ে পড়েছি।’

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ সালে শুক্রবার রাত নটা সাড়ে ন’টার সময়ে সূর্য সেন গ্রেফতার হলেন পটিয়া থানার গৈরলা গ্রামের পৌঢ়া বিধবা ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়ি তে। সেদিন গৈরলা গ্রামে তাঁর আশ্রয়ে ছিলেন মোট ছয় জন বিপ্লবী। সূর্য সেন, ব্রজেন সেন, কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত ও সুশীল দাশগুপ্ত। ব্রজেন সেন লিখেছেন যে সূর্য সেন এই আশ্রয়ে এসেছিলেন চার দিন আগে। ১৬ ফেব্রুয়ারি জানতে পারা গেল যে গৈরলা গ্রামে বিপ্লবীদের আশ্রয় প্রকাশ পেয়ে গেছে। আর এখান থাকা চলবে না। গ্রামের রাস্তা নির্জনা কোনও লোকজন নেই। সরকারি আদেশে গ্রমে কারফিউ শুরু হয়ে গিয়েছে। বিপ্লবীরা আত্মরক্ষা করতে নির্জন রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিল। সারিবদ্ধ বিপ্লবী দলের পুরোভাগে ছিলেন ব্রজেন সেন, মাস্টারদা, কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত ও সুশীল দাশগুপ্ত। মাস্টারদার নেতৃত্বে বিপ্লবী দল এগোতে শুরু করলে গোর্খা সেনারা হাঁক দিল, কৌন হ্যায়। সবাইকে বাড়ির আড়ালে গিয়ে দাঁড়াতে বললেন মাস্টারদা। গুর্খা বেষ্টনি ভেদ করে এগিয়ে যাওয়ার সময়ে ব্রজেন সেনকে সেনারা জড়িয়ে ধরে ফেলে। পরক্ষণের মাস্টারদা বেষ্টনি অতিক্রম করতে গেলে সেনা ধাওয়া করতে শুরু করে। তিন দিক থেকে সেনারা মাস্টারদাকে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। তার পরে মাস্টারদাকে ধরে মাটিতে ফেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারদা এবং ব্রজেন সেনকে তারা বেঁধে ফেলে। তারপরে গ্রেফতার করে নিয়ে এসে চট্টগ্রাম জেলে আটকে রাখলো মাস্টারদাকে। সেই অবস্থাতেই বিপ্লবী জেলবন্ধু ও বাইরে সাথীদের কাছে ছোট কাগজে করে নির্দেশ এবং উপদেশ পাঠাতে শুরু করেন। তাঁর ফাঁসি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। আত্মহত্যা, আত্মসমর্পন এবং বলিষ্ঠ বিবৃতি এই তিনটি পথের মধ্য তাঁর তৃতীয়টি পচ্ছন্দের ছিল। খণ্ড যুদ্ধে মারা যাওয়ার চেয়ে আদালতে নিজের কাজের ব্যাপারে বলিষ্ঠ বিবৃতি দিয়ে ফাঁসিকে বরণ করে নেওয়াই ছিল তাঁর কাম্য। এত বিচারালয়কে ব্যবহার করা যাবে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের স্থান হিসাবে। ফাঁসির মঞ্চ থেকে বিপ্লবীরা বলতে পারবে বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে তারা কি করতে চেয়েছিল এবং কেন তা করেছিল। এখন শাসকদের আঘাতকে সহ্য করতে হবে। মাস্টারদা মনে হয়েছিল যে ফাঁসিতে ওরা ঝোলাবে, তবে উপরি পাওনা ছাড়বে কেন। জেলখানায় বসে তিনি বিবৃতি শেষ করে নিয়ে আসছিলেন। সেই সময়ে তিনি খবর পেলেন তারকেশ্বর দস্তিদার এবং কল্পনা দত্ত ধরা পড়েছেন। তার ফলে আবার মামলার মোড় ঘুরতে শুরু করলো। আইনজীবীরা জানালেন যে তিনি যদি বিবৃতি মামলায় রাখেন তাহলে ব্রিটিশ আইন অনুসারে তিনি হবেন রাজদ্রোহী এবং তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তার সঙ্গে আরও দুইজকে জড়িয়ে রাজদ্রোহের কাজে লিপ্ত থাকার অপরাধে তাঁদেরকে রেহাই দেবে না। তাঁদেরকেও ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে। জেলের মধ্যে বসেও তারকেশ্বর দস্তিদারকে সমস্ত কাজ বুঝিয়ে দিতে শুরু করেছিলেন। তাঁর ধারনা তৈরি হয়েছিল যে তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হবে না। জেলের ভিতরে মিলিটারি পাহারায় ছিলেন

মাস্টারদা। পুলিশ পাহারা ব্রিটিশ শাসকেরা দেয়নি। জেলে বসে তিনি চিঠি লেখা শুরু করলেন তাঁর দাদা এবং বউদিকে উদ্দেশ্য করে। এই সব চিঠি থেকে তার কারাজীবন দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। কারাগার থেকে বাড়িতে লেখা সূর্য সেনের মোট ষোলটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্য রয়েছে খুড়তুতো দাদা চন্দ্রকুমারকে লেখা দুটি চিঠি, বউদি বিরাজমোহনীকে লেখা সাতটি, মেজদি সাবিত্রী দেবীকে লেখা তিনটি, ছোট ভাই কমল কুমারকে লেখা দুটি এবং খুড়তুতো ভাইকে অজিতকুমারকে লেখা দুটি চিঠি বেশ উল্লেখযোগ্য। আদালতে বিবৃতি না দিলেও এই সব চিঠি পড়ে তাঁর মানসিক অবস্থা কী রকম ছিল জেলে তার পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। খুড়তুতো দাদা হলেও তাঁদের যৌথ পরিবারে চন্দ্রকুমার ছিলেন সূর্য সেনের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর অভিভাবক। ৮ আগস্ট ১৯৩৩ সালের লেখা একটি চিটিতে দাদাকে লিখছেন সূর্য সেন-“ শ্রীচরণকমলেষু দাদা, যখন জেলে এসেছিলাম তখন প্রথম সারাদিন একা থাকতে একটু কষ্ট হত। কিন্তু মানুষের মন একা কিছুতেই থাকতে চায় না- সে নিজের সঙ্গী জুটিয়ে নেবেই। আমার মনও ২-৪ দিনের মধ্যেই প্রকৃতির মধ্যে থেকে নিজের সঙ্গী জুটিয়ে নিল। সেই সঙ্গী হচ্ছে two trees, sky and moon আমার ঘরের সমানেই দুটো গাছ দেখা যায়। রোজ ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে সামনের অশ্বত্থ গাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে কত reseach-ই করতাম। অশ্বত্থ গাছটার সব পাতাগুলো তখন ঝরে গিয়েছিল, একটু একটু করে নূতন পাতার অঙ্কুর, একটু একটু করে পাতাগুলির বৃদ্ধি। কোমল পতাগুলির কোমল রং, ক্রমে রং বদলে গিয়ে গাঢ় সবুজ রং, বাতাসে পাতাগুলির নৃত্য- munitely দেখতাম আর এই পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের বৈজ্ঞানিক কারণগুলি ভাবতাম। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য গাছটির বৃদ্ধ জীর্ণ পাতাগুলোর সঙ্গে অশ্বত্থ গাছের পাতাগুলোর তুলনা করতাম। এই দেখে দেখে সকালবেলা অনেকক্ষণ কেটে যেত। নীল আকাশের পাখিগুলি কেমন আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে দেখে আমি খুবই আনন্দ পেতাম। সন্ধ্যার সময় নির্মল আকাশের চাঁদের দিকে দেখে দেখে খুবই ভালো লাগত। যতক্ষণ চাঁদ দেখা যায় ততক্ষণ দেখতাম। এভাবে পনেরো দিন কেটে গেল। তখন আপনার প্রেরিত তিন খানা বই- গীতা, মহাভারত এবং চয়নিকা পেলাম। আমার most favourite তিনখানা বই তখন আমার adinional সঙ্গী হল। প্রকৃতির জিনিসগুলি থেকে এবং এই তিনটি বই থেকে নতুন মনের খোরাক সংগ্রহ করে মনটাকে ভরিয়ে রাখতাম। সন্ধ্যার সময় খুব আস্তে আস্তে ভগদ্বিষয়ক ৩-৪টি স্তোত্র পাঠ করে প্রার্থনা করে মনটাকে ভগবানের প্রতি সমর্পিত করতে চেষ্টা করি। এভাবে আমার দিন বেশ ভালোভাবেই কেটে যাচ্ছে।” এই একই তারিখে তিনি স্নেহময়ী বৌদি বিরাজমোহিনীকে লিখেছেন তাঁর মামলার রায় সম্ভবত দুই তিন দিনের মধ্যে বের হবে। এই সুবাদে বউদির মনটাকে শক্ত করার প্রয়াসী হয়েছিলেন তিনি। তিনি বৌদিকে লিখছেন, “ ফল কী হবে তার একটা মোটামুটি ধারনা বহুদিন আগেই করে রেখেছি এবং ভালমন্দ সব কিছুরই জন্য মনকে তৈরী করে নিয়েছি। বৌদি, আপনাকে বিশেষ কিছু বুঝাবার চেষ্টা করব না। কিন্তু একটা জিজ্ঞেস করছি মানুষকি অমর থাকে? যদি আপনাদের মধ্যে আমাকে আর ফিরে নাও পান, তাতেও দুঃখ কি? আমি তো হাজার চেষ্টা করলেও কিছুতেই চিরদিন আপনাদের মধ্যে থাকতে পারতাম না। ভগবান যে কাউকে মর্ত্যের মাটিতে চিরদিন থাকতে দেন না। ভগবানের বিধানে কথা উপলদ্ধি করে আপনারা মনকে শান্ত করে ফেলুন- অনর্থক ব্যাকুলতায় এবং অস্থিরতায় যে কোনও লাভ নেই। ভগবানের প্রত্যেক বিধানের মধ্যেই মঙ্গল নিহিত আছে এই কথাটা বিশ্বাস করতে চেষ্টা করবেন।..অনর্থক আপনাদের মধ্যে আর ফিরে না যাই তবে এই কথা মনে রাখবেন আপনাদের স্মৃতি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার হৃদয়ে জাগরুক থাকবে।” তারপরে ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ সালে দাদাকে লিখছেন মাস্টারদা-“দাদা আমার যা বয়স এই বয়সেই আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন। তবে এই বয়সে যদি আমাকেও বাবার মতো দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয় তাতে বিশেষ দুঃখের কারণ তো কিছুই খুঁজে পাই না। তবে বাবা ব্যারামে মারা গিয়েছিলেন আর আমি না হয় অন্যভাবে মারা যাব। এই মাত্র তফাৎ। কিন্তু আসল জিনিষটাতে অর্থাৎ মৃত্যুটাতে কোনও তফাৎ নেই। মানুষ কতজন কতভাবেই মৃত্যুর শীতল ক্রোড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্যারামে মরাটাই যে বিশেষ লোভনীয় তার তো কোন মানে নেই। মানুষ তো অমর হয় সংসারে আসে না। তাকে যে একদিন না একদিন যেতেই হবে। তবে এই inevitable জিনিসের জন্য দুঃখ করে লাভ কি?” তিনি জেলে বসে খবর পেয়েছিলেন বাল বিধবা মেজদি সাবিত্রী দাস অত্যন্ত ভেঙে পড়েছেন তাঁর ফাঁসির সংবাদ শুনে। ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ সালে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন-“ মার স্নেহ আদর পেয়েছিলাম। মার পরেই তোমার স্থান। মায়ের মতো স্নেহ তোমার কাছ থেকে চিনরদিন পেয়ে এসেছি। পুত্রকন্যা সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে শান্তি পাবার আশায় আমাদের বাড়িতে আমাদের কাছেই চলে এসেছিলে। .. তিনি (ভগবান) আমার জন্য যে বিধানই করেন তাই যেন আনন্দ ভরে মাথা পেতে বরণ করে নিতে পারি। এর চেয়ে বড় কামনা যে আর কিছুই নেই। তুমিও আমায় আশীর্বাদই করো। চিঠির দ্বিতীয় পৃষ্ঠা লেখা রয়েছে-“ আজ কদিন পরে পুজোর কথা কেবলই মনে হচ্ছে। বাড়ীতে পূজা হচ্ছে কিনা জানি না কিন্তু পূজার স্মৃতি আমার মনকে ভরিয়ে রেখেছে। পূজার কথা যে বাঙালীর মনে, এ না এসে পারে না। শরতের আকাশ বাতাস যে বাঙালী মায়ের আগমনীর শুভ সংবাদটুকু দিয়ে দেয়। আনন্দময়ী মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার সুযোগ আমার হবে না। আমি এখন থেকে চিন্ময়ীমায়ের চরণে আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধার অঞ্জলিটুকু অর্পণ করে আমার মনে বাসনা দূর করবো।” পুনশ্চ ঃ তিনি মেজদিকে লিখেছেন-“শ্রীশ্রী দুর্গা মায়ের আর্শীবাদ” খামের মধ্যে করে পাঠিয়ে দিতে।” বাড়ির খবর পাওার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে থাকতো। তিনি সব সয়ে দাদা বৌদিকে চিঠি লিখে মনকে শক্ত করার জন্য চেষ্টা করতেন। বাড়ির অভিভাবকেদের সঙ্গে দেখা করতে না পারলেও তাদেরকে চিঠি লেখা এবং উত্তর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেন। ঠিক মতো চিঠি না আসলে বৌদির ওপরে অভিমান করতেন। জেলে মধ্যে থাকার সময়ে মিস্টারদা একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। যে সাহস দিয়ে বিপ্লবী সংগ্রাম করেছিলেন পরে দেখতে পাওয়া গেল সেই কঠিন হৃদয়ে বাসা বেঁধেছে কমলতা, স্নেহ, মায়া মমতা। (ক্রমশ)

নির্বাচনী নজরদারি বৃদ্ধি

শুধু জনগণের নয়, এবারে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপরে নজরদারি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন করার পর জনপ্রতিনিধিদের স্মার্ট কার্ড ভিত্তিক পরিচয়পত্র বহন করতে হবে। এই পরিচয়পত্রে মাইক্রোচিপের মধ্যে থাকবে সংরক্ষিত থকবে ব্যক্তির সমস্ত পরিচয়। প্রত্যেক জনপ্রতিনিধিদের কাছে তাদের বায়োমেট্রিক সহ যাবতীয় তথ্য জমা দিতে হবে। নতুন সংসদ ভবনে প্রবেশ করতে গেলে এখন থেকে শুরু করা হয়েছে ‘ফেশিয়াল রেকগনিশন’। মুখের ছবি দিয়ে চিনতে পারার প্রযুক্তি চালু করা হবে। বিরোধী বলতে শুরু করে দিয়েছে যে পদ্ধতি গ্রহণ করে অপরাধদের শনাক্ত করা হয় থাকে তা এখন জনপ্রিতিনিধিরে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়ার নাম করে যেভাবে সর্বত্র নজরদারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা খুবই উদ্বেগজনক বলা যেতে পারে। এর ফলে একটি অবিশ্বাসের একটি বাতারণ তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে সর্বত্র। বিশ্বাস বলে একটি শব্দ চালু ছিল। তা অচিরেই লোপ পেতে শুরু করে দিয়েছে। সভ্যতা যত এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে ততই অবিশ্বাস ক্রমশ মনের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এখন প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে সিসি ক্যামেরা ল্যগাানো রয়েছে। এটা অবিশ্বাস থেকেই এই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করার ওপরে ক্রমশ মানুষ ঝোঁক দিতে শুরু করে দিয়েছে। দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ বা সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাবস্থা গ্রহণ। কিন্তু তারপরে যেভাবে গেপাস্যাসের মধ্যে নজরাদির প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল যা নিয়ে সরকার এখনও চুপ করে বসে রয়েছে তা নিশ্চয় উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। এখন রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধরন পাল্টাতে শুরু করে দিয়েছে। প্রযুক্তি সাহায্যে এই ধরনের কাজ সহজ হতে শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে নজরদারি ব্যবস্থা বিস্তৃত হতে শুরু করেছে। সরকারে প্রতিটা পদক্ষেপ আইন মাফিক করা হচ্ছে। ভারতে বর্তমান যেসব আইন রয়েছে সুরক্ষার নামে তা কিন্তু আসলে ঔপনিবেশিক আইন। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পরও এই সব আইন পরিবর্তন করার কি প্রয়োজন ছিল না? আজকে ভারববাসীরা আতঙ্কিত হতে শুরু করেছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারত ক্রমশ নজরদারি রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। তার শিকড় বোপন করা হয়েছিল স্বাধীনতা লাভ করার কয়েক বছর পড়ে। সেটা এখন আরও বিস্তৃতি লাভ করতে শুরু করেছে। স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে সোশ্যাল নিডিয়াতে কী লেখা হচ্ছে তার দিকেও নজর রাখা হচ্ছে। তার জন্য স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা হয়েছে। মানুষ কী খচ্ছে. কী পড়ছে, কীভাবে চলছে তার নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে।

চিনের মোদির প্রশংসা রাজনৈতিক কৌশল কিনা জানার চেষ্টায় রত

চিন যা কিছু করে তা তাদের নিজেদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে করে থাকে। এটা চিনের নীতি বা কৌশল বলা যেতে পারে। চিন নেপালকে ভারত বিরোধিতায় উস্কানি দিতে শুরু করেছিল। এবারে মলদ্বীপ তার সঙ্গে যুক্ত হল। তবে মলদ্বীপ ভারতের সঙ্গে বিরোধিতা করে কতদিন টিঁকে থাকতে পারবে সেটাই হচ্ছে বড় কথা। মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু চিন সফরে রয়েছেন। তিনি সেখানে বলেছেন মলদ্বীপে চিনা পর্যটক বেশি করে বেশি করে পাঠাতে হবে। চিনা পর্যটকেরা শুধু মাত্র বিনোদনের জন্য কোনও দেশ সফর করে না। যদি না সেই দেশের ঐহিত্য না থাকে। মলদ্বীপের প্রাচনি ঐতিহ্য বলে কিছুই নেই বলা যেতে পারে। আছে শুধু সমুদ্র বিনোদন। এর ওপরে ভসরা করে চিনা পর্যটকেরা সেখানে যেতে ইচ্ছুক নয়। চিনা পর্যটকেরা আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ভারত সফর করবে। তার কারণ এই সব দেশে সফর করতে পারলে ঐতিহ্যকে দেখা যায় এবং এই সব দেশের ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাসকে তল্লাশি করে কিছু জানা চেষ্টা করে থাকে চিনা পর্যটকেরা। সেই কারণে তারা কোথাও যাওয়ার আগে সেই সব দেশের ইতিহাসের সন্ধান করে। তারপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেই দেশে বেড়াতে যাবে কিনা। শুধু বিনোদনের জন্য সফর চিনা পর্যটকেরা করে না। সেই কারণে মলদ্বীপের প্রেডিট এবারে মুশকিলে পড়ে গিয়েছেন। এদিকে ভারতের লক্ষদ্বীপে ইজরায়েল এবারে পানীয় জলের প্ল্যান্ট খুলতে চলছে। ইজরায়েলের পানীয় জল বিশেষজ্ঞরা এসে উপস্থিত হয়েছেন লক্ষদ্বীপে। একিদে ভারত এখন নিজেদের দেশের আর্থিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতে পর্যটকেরা যাতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সফর করে তার জন্য পর্যটন শিল্পকে ঢেলে সাজাতে শুরু করে দিয়েছে। যার ফল আগামি দিনে লক্ষদ্বীপ একটি বড় ধরনের পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে বিশ্বের কাছে পরিচিত হতে থাকবে। বিদেশি পর্যটকেরা যাতে লক্ষদ্বীপেপ আসে তার জন্য প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। সেখানে তৈরি হতে শুরু করেছে হোটেল এবং রেস্তোরাঁ। আধুনিক মানে রিসর্ট তৈরি হতে শুরু করেছে। তার ফলে আগামি দিনে গোয়ার মতো একটি উন্নতমানে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে স্থান পাবে লক্ষদ্বীপ। আত্মনির্ভর ভারত গড়তে প্রধানমন্ত্রী মোদির এটি বড় ধরনের পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। চিনের গ্লোবাল টাইমস মোদির প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ বলা যেতে পারে। ব্রিটেনে সফর করছেন বারতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি সেখানে বলেছেন যে আজকে চিন বুঝতে পারছে যে ভারত একেবারে ফেলনা নয়। ভারতের গুরুত্ব তারা বুঝতে পেরেছে। সেই কারণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রশংসা করতে শুরু করেছে। গলওয়ান সংঘাতের পর চিন বুঝতে পেরেছে ভারত দুর্বল নয়। বরবারই মন হয় চিন ভারতের প্রতিদ্বন্ধী। কিন্তু ভারত সব সময়ে চিনের সঙ্গে বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে। ২০২০ সালে গলওয়ানকে কেন্দ্র একটি সংঘর্ষ তৈরি হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতের সেনারা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে তার মোকাবিলা করেছে। সেই জন্যই বোধ হয় ভারত সম্পর্কে চিনের মত পরিবর্তন করতে হয়েছে। চিন এখন সরাসরি কোনও রকমভাবে ভারত বিরোধী কথা বলছে না। চিন আবার কাকে দিয়ে ভারত বিরোধী উস্কানি দিচ্ছে কিনা তাও দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে রাজনৈতিক শিবির থেকে বলা হয়েছে লোকসভার নির্বাচেনর ব্যাপারে বিজেপি সরকার অত্যন্ত সচেতন। একদিকে হিন্দুত্বে জোয়ার তোলা হচ্ছে অন্য দিকে আন্তর্জাতিক মৈত্রী গড়ে তোলার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে ভারত। ভারত কারোর সঙ্গে শত্রুতা করতে চায় না। ভারত এখন নিজেকে শক্তিশালী করার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। ভারত এখন যাতে কারোর ওপরে নির্ভরশীল হয়ে না থাকতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে।

বাংলাদেশে আবার প্রধানমন্ত্রী হাসিনা, বিদেশ মন্ত্রী হাছান

‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়তে এবারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি এবারে মন্ত্রী সভার রদল বদল করেছেন। এবারে বিদেশ মন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন হাছান মাহমুদ। অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন মাহমুদ আলি। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী করা হল দীপু মণিকে। শিক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন মহিবুল হাসান চৌধুরী। স্বরাষ্ট্রন্ত্রী পদের কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। সেখানে একই মন্ত্রী রয়েছেন আসাদুজ্জামান খান কামাল। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী হয়েছেন বিশিষ্ট চিকিৎসব সামন্তলাল সেন। এদিন বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন শেখ হাসিনাকে শপথ বাক্য পাঠন করান। এর পরে শপথ গ্রহণ করেন ২৫ জন পূর্ণমন্ত্রী।তাপরে ১১ জন প্রতিমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, প্রতিরক্ষা, সশস্ত্র বাহিনী, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, খনিজ সম্পদ, সংস্কৃতি ও শ্রম এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রকের দায়িত্ব। এবারে ৩৬ জন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে বাংলা দেসের উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা টানা চারবার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করেন। এই দিনই প্রশাসনের দেওয়া তালা ভেঙে ঢাকার নয়া পল্টনে বিএনপির নেতারা জোর করে প্রবেশ করে তাদের দফতরে। এদিকে ১৬৫ দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকা বিএনপির নেত্রী খালেদা জিয়া হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে এসেচেন। হাতুড়ি দিয়ে দলের সদর দফতরের পুলিশের লাগানো তালা ভেঙে দিয়ে প্রবেশ করেছেন বিএনপির নেতারা। নির্বাচন চলাকীন বিএনপির নেতারা ভার্চুয়াল বক্তব্য রাখতে শুরু করে দিয়েছিলেন গোপন স্থান থেকে। প্রকাশ্যে কোনও বিএনপির নেতারা উপস্থিত ছিলেন না নির্বাচন চলাকালীন। নির্বাচন শেষ হওয়ার পরে ফলাফল ঘোষণা এবং মন্ত্রী সভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে বিএনপি দলের নেতারা সাহস করে প্রকাশ্যে এসে উপস্থিত হতে শুরু করেছেন। তারাও এক সময় আন্তর্জাতিক স্তরে বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিপন্ন। এখানে নির্বাচনের নামে প্রহসন হতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের দেওয়ার খবরের উপরে ভিত্তি করে আমেরিকা থেকে পর্যবেক্ষকেরা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। তখন সরকার থেকে বলা হয়েছিল যে বাংলাদেশের নির্বাচনটা এটা দেশের ব্যাপার। এখানে বিদেশিরা কোনও রকম মন্তব্য করতে পারবে না। কারণ বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। নির্বাচন প্রক্রিয়া সেই পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। বিরোধী দলের নেতারা যদি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করে তার দায় সরকারের ওপরে বর্তায় না। সরকার দেখবে কারা নির্বাচনকে স্বাভাবিক করতে উদ্যোগী হয়ে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশের নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার প্রচেষ্টা করছে। কিন্তু বিএনপি বাংলাদেশের নির্বাচনকে অস্বীকার করতে শুরু কর দিয়েছে। তারা অসহযোগিতা করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ। এই দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে নষ্ট করে ফেলা উচিত নয়। নির্বাচনে সবার অংশ গ্রহণ করা উচিত ছিল। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করে নির্বাচনকে বয়কট করে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চেয়েছিল বিরোধী দলের নেতারা। তাদের সেই অপকৌশল ব্যর্থ হয়েছে। এখন বাংলাদেশের নয়া সরকার এসে উপস্থিত হয়েছে। মন্ত্রী সভায় নতুন মুখ দেখতে পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশকে আগামি দিনের দিকে ভর করে এগিয়ে চলতে হবে। এদিকে বিএনপি দলের নেতারা অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে যে তাদের ২৫ হাজার কর্মীদের কারগারে রেখে দেওয়া হয়েছে। বিএনপি দলের নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করে াবংলাদেশের নির্বাচন করা হয়েছ। নির্বাচন করা ব্যাপারে জনগণের কোনও সায় ছিল না। জনগণ নির্বাচনকে প্রহসন বলতে শুরু করে দিয়েছিল।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

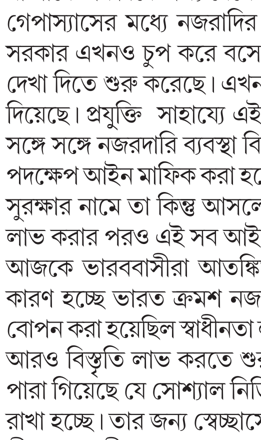

মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূ সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তি পেতে পারেন না। মা হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সবশক্তিদায়িনী। তাঁর দেয় শক্তি দিয়ে জগতে যে কোনও ব্যক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। মা'ই মনের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগৎ ধাত্রী। জগত ধারিনী জগদ্ধাত্রী। তিনি জগতকে ধারন করে থাকেন। ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহিক রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে করে

কলকাতার কথা ঃ শীল বাড়িতে ডাকাতি

কলকাতার শীলেরা সবাই কারবারি ছিল। তারা সাহেবদের সঙ্গে ব্যসা করে কোটি কোটি টাকা ইপার্জন করেছে। আবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে টাকা ধার দিত তারা। সেই চৈতন্য শীলের বাড়িতে সাহেব ডাকাতেরা উপস্থিত হয়ে লুটপাট করতে শুরু করে দিয়েছিল ১৭৯৫ সালে ২৯ জানুয়ারি। সাহেব ডাকাতার তখন কলকাতার আতঙ্ক ছিল। এই চৈতন্য শীলের ছেলে হলেন

মতিলাল শীল। তিনি তখনকার যগে কোটি পিতি হিসাবে বাংলা তথা ভারতে বিখ্যাত ছিলেন। ডাতারি মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়ে ছিল। তকন সুপ্রিম কার্ট কলকাতায় অবস্থিত। বিচারক চিলেন জন হাইড। বিচার চলাকালীন একজন রাজসাক্ষী বলছিলেন য়ে তাদের ডাকাত দলে ইউরোপীয়ান থেকে শুরু করে পতুর্গিজ, ইতালিসহ বিভিন্ন দেসের লোক রয়েছে। সব মিলিয়ে ডাকাতের সংখ্যা প্রায় দুশো। ডাকাত দলকে যিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তার নাম রামমোহন লাল। এই রামমোহন আবার পতুর্গিজ ভাষা ভালো করে বলতে পারতো।

চিঠিপত্র ঃ এনআইএ নজরদারি চলছে

এনআইএ’র নজরদারির কাজ সারা বছর ধরে চলে। এটা তাদের রুটিন কাজ। তারা জানিয়েছে যে ভারতের প্রতিটি প্রান্তের ওপরে তাদের নজরদারি থাকে। জম্মু কাশ্মীর থেকে শুরু করে লাদাখ, অরুণাচল প্রদেশ সহ প্রভতি স্পর্শকাতর এলাকার ওপরে নজর রাখে। পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া থেকে শুরু করে উত্তর ২৪ পরগনার ওপরে তাদের নজরদারি থাকে। সুন্দরবন অঞ্চলের ওপরে তারা নজর রাখে মুর্শিদাবাদে জঙ্গি ঘাঁটি নতুন কিছু নয়। ২০১৩ সালে ৭ জুলাই বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণের পরেই ধুলিয়ানকে কেন্দ্র করে নতুন জেএমবি গোষ্ঠী তৈরির করার কথা জানতে পেরেছিল গোয়েন্দারা। একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। এরপরে ২০১৪ সালে ২ অক্টোবর বর্ধমানে খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের পর জেএমবি গোষ্ঠীর সদস্য রেজাউল কমির এবং আব্দুল ওয়াহাবকে গ্রেফতার করা হয়। বেলডাঙ্গা এবং মুকিমডাঙ্গায় অবস্থিত বেআইনি মাদ্রাসার ওপরে নজর রাখতে শুরু করে। মুর্শিদাবাদে মাদ্রাসাগুলোর ওপরে কেন্দ্রীয় বাহিনী কড়া নজর রাখতে শুরু করেছিল। সেখানে যেসব মসজিদ ছিল তার ওপরে নজর রাখা শুরু করে ছিল। এই সব মসজিদ থেকে ভারত বিরোধী কথা এবং জঙ্গি তৎপরতা চালানোর পরামর্শ দেওয়া হতো।

রাধাকান্ত বড়ুয়া, মুর্শিদাবাদ।

স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিন উপলক্ষ্যে পার্শ্রীতে বিবেকানন্দ কাননে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি তে মাল্যদান করছেন কলকাতার মহানাগরিক।

প্রসূতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ জানুয়ারি ঃ প্রসূতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ রোগীর আত্মীয়দের। মালদার ইংরেজ বাজারের ৫২ বিঘার বাসিন্দা অনিমা কুমার গত রবিবার মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মাতৃমা বিভাগে ভর্তি

হন। সেদিন গভীর রাতে একটি কন্যা সন্তান জন্ম দেন তিনি। পরিবারের অভিযোগ এরপর কাউকে কিছু না জানিয়ে সোমবার রাতে আবার ওই মহিলার অস্ত্র প্রচার করা হয়। পরিবারের অভিযোগ দ্বিতীয়বার অস্ত্র প্রচার হওয়ার পরই তাদের রোগীকে ভেন্টিলেশনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এরপর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেন রক্তের প্রয়োজন সেই মতো রক্তের যোগান দেন পরিবারের সদস্যরা। এরপর হঠাৎ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে ওই রোগী মারা গেছে। এরপর চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে শুক্রবার সকাল থেকেই মাতৃমা বিভাগের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন আত্মীয় - স্বজনেরা। যদিও চিকিৎসায় গাফিলতির এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ হয়নি। এদিকে হাসপাতালের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং একাধিক অভিযোগ তুলে অন্যান্য রোগীর আত্মীয়রাও সোচ্চার হন এদিন।

রাজ্যের বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ শান্তনু সেন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ লোকসভায় এ জেতা এরা যে বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী ঠিক করছেন কবে কখন কার বাড়িতে কেন্দ্রীয় এজেন্সি রেড করতে যাবে। কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের ইঞ্জিনিয়ারিং এ এবং এর রাজ্যের বিজেপি নেতাদের অঙ্গুলি হেলনে এর রাজ্যের শাসকদলের একাধিক নেতা নেত্রীর বাড়ি কেন্দ্রীয় এজেন্সি রেট করছে। অথচ যে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে নারদা তে টাকা নেওয়া থেকে শুরু করে একাধিক কো- অপারেটিভ ব্যাংকের টাকা তো শুরু ল্যাম পোস্ট কেলেঙ্কারি সহ একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত তার চুল স্পর্শ করছে না কেউ। এটা প্রমাণ করে

এরা যে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শুভেন্দু অধিকারী সহ এই রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ও তাদের নেত্রী বর্গের মদতে চক্রান্ত করছে। শুধু তাই নয় কেন্দ্রীয় এজেন্সির রচিত এই চিত্রনাট্যের অঙ্গ হিসাবে আজ সকাল থেকে যেভাবে তাদের রেইড করাকে কেন্দ্র করে অতি সক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে তাও যথেষ্ট সন্দেহজনক। যেখানে রেট হচ্ছে তার আশপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পথ চলতি মানুষ থেকে শুরু করে শীতের আমেজ এ রাস্তায় দাঁড়িয়ে রোদ পোয়াতে থাকা মানুষকে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে ও অতি সক্রিয়তা দেখাচ্ছে তার কিছুটা যদি মণিপুরে কেন্দ্রীয় বাহিনী তাকাতে পারতো তাহলে সেখানে একাধিক মহিলাকে ধর্ষণের শিকার হতে হত না। এদিন একাধিক জায়গায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির রেইড এর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ও এই রাজ্যের বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডক্টর শান্তনু সেন।

শিলিগুড়িতে কুখ্যাত অপরাধী কেজিএফ গ্রুপের ৯ সদস্য গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার বিকেলে শিলিগুড়ি শহরের ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে কেজিএফ গ্রুপের নয় জনকে গ্রেফতার করেছে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। ধৃতদের নাম বিদ্যুৎ দাস, রাজীব বসাক, হরমিত সিং, আরমান মোদক, অনুষ্টুপ মজুমদার, সন্তু দাস, মানিক হালদার, অজিত অধিকারী এবং রাজ সিং। ধৃতদের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার আশিঘর ফাঁড়িতে মামলা রুজু করে অভিযুক্তদের শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ আসছিল। কেজিএফ গ্যাং এ শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকার যুবকেরা রয়েছে। আরো বেশ কয়েকজনের নাম পাওয়া গেছে। জানা গেছে এই কেজিএফ গ্যাং শিলিগুড়ি শহরে জমি দখল, মাদকের ব্যবসা, অপহরণ, আগ্নেয়াস্ত্রের কারবার, জুয়ার আসর সহ বিভিন্ন অপরাধ জগতের কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে আছে। শিলিগুড়ির বাগডোগরা থেকে শুরু করে শিব মন্দির, মাটিগাড়া, ডাঙ্গীপাড়া, এনজেপি, ইস্টার্ন বাইপাস, চম্পাসরি এলাকার যুবকেরা এই কেজিএফ গ্যাংয়ের সদস্য বলে জানা গেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মদতে এরা নানান অপরাধ জগতের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল বলেও তথ্য মিলেছে। নানান অভিযোগ আসার পর শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ অভিযান চালিয়ে বৃহস্পতিবার এই নয় জনকে গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়। বাকিদের খোঁজেও চলছে তল্লাশি।

বাস উল্টে আহত ৮, অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১২ জানুয়ারি ঃ যাত্রী নিয়ে জাতীয় সড়কে উল্টে গেল বেসরকারি বাস! শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের নবাবহাটের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আরামবাগ থেকে বরাকরের দিকে যাচ্ছিল বাসটি। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৮ জন। স্থানীয়রাই তাঁদের উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিছুক্ষণ জাতীয় সড়ক আটকে যায় যানবাহন। বাসের চালক অমিত ঠাকুর জানিয়েছেন, বর্ধমানের তেলিপুকুর স্টপ থেকে ছেড়ে দ্রুতগতিতে বাসটি নিয়ে গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিলেন চালক। ওই সময়ে ১৫ জন যাত্রী ছিলেন বাসে। নবাবহাট মোড়ের আগেই বাসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। জাতীয় সড়কের পাশের হাইড্রেনে উল্টে যায় সেটি। দুর্ঘটনার পরই যাত্রীদের চিৎকার শুনে উদ্ধারের জন্য ছুটে আসেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় বর্ধমান থানায়। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গিয়ে বাসটিকে উদ্ধার করে। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে।

ধর্মনিরপেক্ষতা বাংলার ঐতিহ্যগত চরিত্র, এই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির পরাজয় হলে ভুল হবে ঃ অমর্ত্য সেন

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ১২ জানুয়ারি ঃ ধর্মনিরপেক্ষতা বাংলার ঐতিহ্যগত চরিত্র, এই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির পরাজয় হলে ভুল হবে। ব্যক্তিগত ই- মেইল মারফত এক চিঠিতে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সংগঠন এবং মেয়ে অন্তরা দেব সেনকে জানালেন নোবেলজয়ী ভারতরত্ন অমর্ত্য সেন। দেশের বাইরে থাকলেও, শত ব্যস্ততার মধ্যে দেশের বিভিন্ন ইস্যু বা সমস্যা নিয়ে তিনি ভাবেন এবং সে বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র স্মরণ করিয়ে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সংগঠন ভিবিফো সভাপতি সুদীপ্ত ভট্টাচার্যকে চিঠি দেন ভারত রত্ন তথা নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন। বর্তমানে তিনি বিদেশে। সেই একই চিঠি তিনি তাঁর কন্যা অন্তরা দেব সেন সহ অন্যান্যদেরও ইমেইলে পাঠান। তিনি শুক্রবারের ১১ তারিখে ই- মেইলে নোবেলজয়ী বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বাংলার অটুট ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র এবং তা রক্ষা করা নিয়ে তাঁর চিন্তা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, বাংলার প্রধান ইস্যু ধর্মনিরপেক্ষতার স্বপক্ষে রুখে দাঁড়ানো। প্রয়োজন শক্তিশালী প্রতিরোধ। বাংলার ধর্মনিরপেক্ষতার দীর্ঘ ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও তা সব সময় হয়ে ওঠে না। ধর্ম ভিত্তিক বিভাজন রহিত নিরপেক্ষ রাজনীতির প্রয়োজন বাংলার। ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতিকে পরাজিত হতে দেওয়া হবে একটি ভুল। বাংলার একতার চরিত্র আমাদের হারালে চলবে না। আমি আমার দাদু ক্ষিতিমোহন সেনের কথা ভাবলাম। তিনি বুঝিয়ে বলতেন, হিন্দু- মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব প্রাথমিকভাবে পরস্পরকে সহ্য করা নয়। গুরুত্বটা তার থেকেও অনেক বেশি। বরং বলা যায় গুরুত্বটা হলো একসঙ্গে কাজ করা। যেটা ঐতিহাসিক ভাবে হয়ে এসেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে- প্রাচুর্যময় সাহিত্য, প্রধান স্থাপত্য, বিরল কারুকার্য এবং অসংখ্য যৌথ সৃজনশীলতায়। জানা গেছে, মোদীর পদবি তুলে আপত্তিকর মন্তব্যের দায়ে গত বছর ২৩ মার্চ গুজরাটের একটি আদালত রাহুলকে দুই বছরের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছিল। তারই ভিত্তিতে ভারতীয় সংবিধানের ১০২(১)-ই অনুচ্ছেদ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (১৯৫১)-র ৮ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাহুলের সংসদ পদ বাতিল করা হয়। সেই সময়ও অমর্ত্য সেন বিদেশ থেকে সরব হন। সেই সময় ২৫ মার্চের এক চিঠিতেও তিনি ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, ভারতের গণতন্ত্র কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? বিরোধী দলনেতা কোনো প্রতিবাদ করতে পারবেন না? একজন মাইনর জুডিশিয়াল অফিসার তাকে সরিয়ে দিতে পারবেন! এভাবেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বিচার ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র বিরোধিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অমর্ত্য সেন।

গ্রামের একমাত্র জলাশয় বন্ধ করার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ জানুয়ারি ঃ গ্রামের একমাত্র জলাশয় বন্ধ করার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালা সাহাপুর এলাকায়। বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই এলাকায় একটি জলাশয়পূর্ণ খাস জমি রয়েছে । সেইখানে গ্রামের মহিলারা নিজেদের উদ্যোগে একটি কমিউনিটি হল গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু সেই জলাজমিটি রাতের অন্ধকারে এলাকার মাটি মাফিয়ারা বেআইনিভাবে ভরাট করে দখল করতে চাইছে । এমনকি সংশ্লিষ্ট এলাকাতে মদের ঠেকের বিরুদ্ধেও এদিন সোচ্চার হন গ্রামের মহিলা থেকে সাধারণ মানুষ। বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের সঙ্গে এদিন সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই পঞ্চায়েত সদস্য সমর্থন জানিয়ে সামিল হন । পুরো বিষয়টি নিয়ে গ্রামবাসীরা গণস্বাক্ষর সম্বলিত বেআইনি দখলদারির প্রতিবাদ জানিয়ে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। এদিন বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, এই জলাশয়টি রাতের অন্ধকারে মাটি ভরে বন্ধ করে দিচ্ছে স্থানীয় কিছু মাটি মাফিয়ার। রাস্তার শেষ প্রান্তে বন্ধ করে দিয়ে জলাশয়টি নিজের দখলে রাখতে চাইছে জায়গার মালিক ও তার দলবল। জায়গাটি সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ভরাট করে করছে । এবিষয় নিয়ে এলাকাবাসীরা বাধা দিলে ওই জায়গার মালিক বাইরের লোক এনে প্রভাব খাটিয়ে এখানে মদের আসর বসাচ্ছে। এমনকি গ্রামের মহিলাদের কটূক্তি করা হচ্ছে। গত দুদিন আগে ওই জায়গার মালিক নিজেদের নির্মীয়মান কাজ নিজেরাই ভেঙে ফেলে বেশ কিছু গ্রামবাসীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছে। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন বিক্ষোভ দেখিয়েছেন গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভকারী মহিলাদের বক্তব্য, এলাকার মানুষদের স্বার্থে একটি কমিউনিটি হল করার নেওয়া হয়েছিল ওই খাস জমিতে। কিন্তু একাংশ মাটি মাফিয়ারা গ্রামবাসীদের হুমকি দেখিয়ে মিথ্যা মামলায় ফাঁসাচ্ছে। সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই পঞ্চায়েত সদস্য মন্দিরা দাস মন্ডল এবং শ্যামল মন্ডল জানিয়েছেন, বালা সাহাপুর এলাকার এই জায়গা শেষ প্রান্তে ইংরেজবাজার শহরের এক বাসিন্দার জমি রয়েছে। তিনি তার জমির আড়ালে ওই জলাজমিটি ভরাট করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই নিয়ে গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এতেই পাল্টা কিছু মাটি মাফিয়ারা এখন গ্রামবাসীদের হুমকি দিচ্ছে। তাই এদিন গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। আমরা পুরো বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি। পুরাতন মালদা থানার পুলিশ পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

পুকুর ভরাট, অভিযোগ পেয়ে এলাকায় ভূমি সংস্কার দফতর

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১২ জানুয়ারি ঃ পুকুর ভরাট করে রাতারাতি জমি সমান করে দিল মালিকপক্ষ। অভিযোগ পেতেই ঘটনাস্থলে ভূমি সংস্কার দফতর, অবিলম্বে ফের পুকুর খোঁড়ার নির্দেশ। ছিল পুকুর, হয়ে গেল সমান জমি। বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের বাগরোল গ্রামের এমন ঘটনায় হতবাক এলাকার মানুষ। পুকুর মালিকদের একাংশের অভিযোগ পেতেই অবশ্য নড়েচড়ে বসেছে ভূমি সংস্কার দফতর। ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে দ্রুত ওই এলাকায় পুনরায় পুকুর খননের নির্দেশ দিয়েছে ভূমি সংস্কার দফতর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের বাগরোল এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই একটি পুকুর রয়েছে। নথিপত্র অনুযায়ী ওই পুকুরের জমির পরিমাণ ৩ একর ২০ শতক। বড়সড় আকারের এই পুকুর শুধু এলাকার মানুষের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার হয় তাই নয় পাশাপাশি এই পুকুরের জল ব্যবহার করা হত এলাকার বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে সেচের কাজেও। বেশ কিছু বছর আগে পুকুরের বড় অংশ বিক্রি হয়ে যায়। সামান্য বাকি অংশ থেকে যায় আগের মালিকের হাতেই। সম্প্রতি স্থানীয়রা দেখেন বাইরে থেকে মাটি এনে রাতারাতি ভরাট করে পুকুরের জমি সমান করে ফেলা হয়েছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই পুকুরের সামান্য অংশের মালিক নিতাই চন্দ্র রায় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভূমি সংস্কার দফতর সহ বিভিন্ন সরকারি দফতরে অভিযোগ জানান। তাঁর অভিযোগ পুকুরের একটা বড় অংশ কিনে মুজিবর রহমান খান নামের এক ব্যক্তি তা ভরাট করে দিয়েছেন। একই অভিযোগে সরব হয় বাগরোল গ্রামের মানুষও। অভিযোগ পেতেই নড়েচড়ে বসে ভূমি সংস্কার দফতর। ঘটনাস্থলে গিয়ে সরেজমিনে দেখে অভিযোগ কার্যত স্বীকার করে নেন ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিকরা। ভূমি সংস্কার দফতরের দাবী দ্রুত ওই এলাকায় পুকুর খননের জন্য অভিযুক্তকে নির্দেশ দেওয়া হবে। অভিযুক্ত পুকুর মালিকের দাবী তিনি পুকুর ভরাট করেননি। নথিপথে জায়গাটি পুকুর বলে উল্লেখ থাকলেও তিনি যখন এই জায়গাটি কেনেন সেখানে পুকুরের অস্তিত্ব ছিল না। তাঁর পাল্টা অভিযোগ পুকুরের অপর মালিকের অন্যায় ভাবে দাবী করা টাকা না দেওয়াতেই এখন মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। এলাকার মানুষ চাইছেন দুই মালিকের মধ্যে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ নয়, অবিলম্বে তাঁদের ব্যাবহারের পুকুর ফের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

বন্ধ ভুটান গেট নিয়ে সমস্যা, আলোচনার আর্জি স্থানীয় মানুষের

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ১২ জানুয়ারি ঃ ভুটান গেট নিয়ে সমস্যায় এলাকার মানুষ। গেট সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করার আগে ভুটানের আধিকারিকদের কাছে সময় চাইলেন নাগরাকাটার জিতি সীমান্তের বাসিন্দারা। পাশাপাশি জিতির পুরোনো গেটটি যাতে খুলে দেওয়া হয় এমন আর্জিও রাখা হয়েছে ভুটানের কাছে। ভুটান প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে স্থানীয়দের আলোচনায় গেট সংক্রান্ত নানা বিষয় উঠে আসে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর সহ সশস্ত্র সীমা বলের আধিকারিকরাও। সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'জিতির বাসিন্দারা চাইছে পুরোনো গেট খুলে দেওয়া হোক। তাতে দু'দেশের বাসিন্দারাই উপকৃত হবেন। ভুটানের সামচি জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছে তাঁরা নিজেদের বক্তব্য রেখেছেন। কোনও পদক্ষেপের আগে ভুটানের কাছে সময় চাওয়া হয়েছে। এই বিষয়টি আমাদের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। দ্রুত জলপাইগুড়ির জেলা শাসককে সমস্ত কিছু চিঠি লিখে জানাব'। গত মঙ্গলবার ওই সীমান্তে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলা। সেদিন তিনি জানিয়েছেন 'জিতির বাসিন্দাদের দাবিদাওয়ার কথা কেন্দ্র সরকারের যথাস্থানে চিঠি লিখে জানাব'।

Government of West Bengal
Office of the Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. No.	Tender Reference No.	Tender ID	Tender Serial No.	Last Date of Submission	Date of Opening
1.	EO/SNK/eNIT-23/2023-24	2024_ZPHD_644835	01 to 19	19/01/2024	22/01/2024
2.	EO/SNK/eNIT-24/2023-24	2024_ZPHD_644847	01 to 03	27/01/2024	29/01/2024

Intending bidders are requested to visit the website **http://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah

স্বামীজিকে স্মরণ করে ওয়ার্ড উৎসবের সূচনা

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ আজ ১২ জানুয়ারি, স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২ তম জন্মদিবস। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে স্বামীজিকে স্মরণ করে ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডে ওয়ার্ড উৎসবের সূচনা হলো। এদিন সকালে শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডে ওয়ার্ড উৎসবের সূচনা হলো। একটি বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রার মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড উৎসবের শুভ সূচনা হলো। এদিন এই ওয়ার্ড উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সহ আরো অন্যান্যরা। আগামী কয়েকদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

সিসিটিভি বসছে ময়নাগুড়ি শহরে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির উদ্যোগে ময়নাগুড়ি বাজারের নিরাপত্তার স্বার্থে বসানো হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা। ইতিমধ্যেই ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে। সমস্ত ক্যামেরার মনিটরিং করা হবে ময়নাগুড়ি থানায়। জানা গেছে, এসজিডিএ এর পক্ষ থেকে ২১ টি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে এবং পুলিশের তরফে বসানো হবে ২৯টি ক্যামেরা। এসজিডিএ সূত্রে জানা যায়, ময়নাগুড়িবাসীর নিরাপত্তার জন্য এই ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। ময়নাগুড়ি শহরে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এই সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। যেকোনো ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে। ময়নাগুড়ি শহরে ৫০ টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে। পুরো শহরকে নিরাপত্তার মোড়কে মুড়ে ফেলা হচ্ছে। এতে প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের অনেক উপকার হবে বলে জানা গেছে।

NIT No- WB/EO/KH-1/28/23-24
Tender ID 2024_ZPHD_644959_1-2.

E-Tender is invited by the Executive Office Khejuri-I Panchayat Samity of 2 nos of SSM Scheme etc. Details may be had in website- https://wbtenders.gov.in & https://purbamedinipur.gov in

Sd/-
Executive Officer
Khejuri I Panchayat Samity

Lost and Found

We, Sri Arup Arun Kundu (EAKPK0909Q), Aadhar No:202122762907,Ph No.:8879760248,S/o Late Arun Kumar Kundu alies Arun Jyotirmoy Kundu, R/o Flat No. 301, 3rd floor, Guruamrut chsm Plot No.: 193, Sector-28, P.O. & P.S.- Vashi, Dist- Thane, Navi Mumbai, State- Maharastra, Pin-400703 &Smt. Papia Ghosh nee Kundu (PAN-DXJPG3392C, Aadhar No-649245050492,Ph-8777017782) W/o Sri Biplab Kumar Ghosh,R/o-36B,Chandi Ghosh Road, P.O.& P.S.-Regent Park, Dist: 24 Pgs (S), Pin-700040 being the joint legal owner of the property,"Bastu"Land measuring an areas more/less 1 cottah 8 Chittacks 44 sqft. Within the limits of Kolkata Municipal Corporation, Ward no.-97, Premises No.-36B,Chandi Ghosh Road, P.O.& P.S.-Regent Park, Dist: 24 Pgs (S), Pin-700040, consisting one under constructed multi storied residential within A.D.S.R.O- Alipore, DSR-24 Pgs(S) & ARA-Kolkata, by virtue of heritance from previous Land owner Sri Jyotirmoy Kundu(now deceased) S/o Late Amulyadhan Kundu which he was purchased through registered deed vide No.:9343 of1958 registered at SR-Alipore, Sadar.

On 08.01.2024 when Smt. Papia Ghosh nee Kundu travelling from our Kolkata home to Kudgha tBus Stand the Aforesaid Original registered mother Deed vide No.:9343 of 1958 registered at SR-Alipore, Sadar was lost from her custody. Smt. Papia Ghosh nee Kundu lodge a complaint at Regent Park P.S vide GDE No.: 517 Dt.09.01.2024 stating the above said fact. If any person found the said Deed please contact us at our address & Ph. No.

Laskarpur Gram Panchayat
Vill & P.O – Naskarpur, P.S.- Jagatballavpur, Dist – Howrah
Notice of Inviting e-Tender

Prodhan, Laskarpur Gram Panchayat under Jagatballavpur Block, Howrah, invited e-Tender vide tender Reference No. NIT No. 13 to 20 or dated 08.01.24, Ending date 24.01.2024 at 3 PM. Bid opening date – 31.01.2024. For more informations please visit the website – www.wbtenders.gov.in

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১১.০১.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা- ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১; টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৮১-২৩-২৪। কাজের নাম ঃ** ০১ (এক) বছরের জন্য সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/শিয়ালদহ-র আওতাধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/শিয়ালদহ এবং এসএসই/পি.ওয়ে/ব্যারাকপুর-এর অধীনে মাঝে মাঝে ট্র্যাক পরিষ্কার ও আবর্জনা অপসারণ ও রেলওয়ের জমি থেকে রাবিশ সরিয়ে বৃক্ষরোপণের দ্বারা এলাকার এলাকার উন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৯,৬৬,৯২৯.০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৫৯,৩০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ২; টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৮২-২৩-২৪। কাজের নাম ঃ** ০১ (এক) বছরের জন্য সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/শিয়ালদহ-র আওতাধীনে এসএসই/পিডব্লু/বাগালিয়া-এর অধীনে মাঝে মাঝে ট্র্যাক পরিষ্কার ও আবর্জনা অপসারণ ও রেলওয়ের জমি থেকে রাবিশ সরিয়ে বৃক্ষরোপণের দ্বারা এলাকার এলাকার উন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৭,৪৯,১৭৯.০৮ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৫৫,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ এবং ২-এর জন্য ০২.০২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং. ১ এবং ২-এর জন্য ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ এবং ২-এর জন্য ০২.০২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি এবং বিশদ **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

SDAH-337/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং ঃ সিওএম/পিইউবি/পিআরও/ই-অকশন/২০২২, তারিখ ঃ ১২.০১.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজে চুক্তি সম্পাদনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** তথা আইআরইপিএস পোর্টালের মাধ্যমে ই-অকশন আহ্বান করছেন, যার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ **অকশনের ক্যাটিগরি ঃ** কমার্শিয়াল পাবলিসিটি। **ই-অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** এএসএন-এডিভিটি-০৩-২৪। **অকশন শুরুর বিবরণ ঃ** ২৯.০১.২০২৪, বেলা ১১টা। **স্টেশনের/অবস্থানের নাম/ ট্রেন নং এবং এসএলআর ঃ আরডিএন নন-ডিজিটাল – যেসব স্টেশনের ভেতরে** রূপনারায়ণপুর, নিউ মদনপুর, চন্দনপাহাড়ি, নারগাঞ্জো হল্ট, পাণ্ডবেশ্বর, মানকর, রাজবাঁধ, জগদীশপুর, ছোটা আম্বানা, বরাচক, ওয়ারিয়া, মদনকাঁটা, শিমুলতলা, মুগমা, তলওয়া বাজার, মধুপুর, কুমারডুবি, কাজোরাগ্রাম, মোহনপুর, কুমরাবাদ রোহিণী, পারাজ, চিনপাই, সীতারামপুর, ঘোড়মারা, জোড়ামৌ, ভালুয়া, জামা, মথুরাপুর, রাজলা, গিরিডি, কুলটি, পাঁচরা, ভীমগড়া, চন্দন, গলসি, কাটোরিয়া, সুগাপাহাড়ি, চিনপাই, বাসুকীনাথ, সুগাপাহাড়ি হল্ট, শঙ্করপুর, কাশিটাঁড়, কালুবাথান, কালিপাহাড়ি, চিত্তরঞ্জন, বরাকর, বরাবনি, কাকবারা, সৎসঙ্গনগর, তাপসী, কর্জহৌসা, সোনাচারা, থাপারনগর, কুলটি, নিউ নওয়াদিহ, কৃষ্ণবল্লভ সহায় হল্ট, মহেশমুণ্ডা, উখরা। **ওওএইচ (আউট অফ হোম) ঃ** কাজোরাগ্রাম, শিমুলতলা, চন্দন, গলসি, কালিপাহাড়ি, দেওঘর, পারাজ, বাসুকীনাথ, কুমারডুবি, পাণ্ডবেশ্বর, থাপারনগর, রূপনারায়ণপুর, কুলটি, তলওয়া বাজার, উখরা, ওয়ারিয়া, কাটোরিয়া, সালানপুর, সীতারামপুর, রাজবাঁধ, পারাজ, অন্ডাল, গিরিডি। **মোট ৮১ অ্যাসেট ঃ আরডিএন (নন-ডিজিটাল) অ্যাসেটগুলির সংখ্যা ঃ ৫৮, ওওএইচ (আউট অফ হোম) অ্যাসেটগুলির সংখ্যা ঃ ২৩।** উপরোক্ত শিডিউল অনুযায়ী উপরিল্লিখিত ই-অকশনের প্রেক্ষিতে অংশগ্রহণ করতে এবং সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে সকল সম্ভাব্য বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

(ASN-200/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ABRIDGE TENDER NOTICE
NIT NO- WB/PM/CHP/BDO/NIT_26/2023-24

E-Tenders are hereby invited by Block Development Officer on behalf of Chandipur Development Block, Last Date of submission of tender is on 24th January, 2024 up to 17:00 hrs. All other details will be available in **www.wbtenders.gov.in** or in the office notice board during office hours up to maintain date.

Sd/- Block Development Officer
Chandipur Panchayat Samity

প্রস্তাবিত রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয় ভবনের নির্মাণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/০৮ অফ ২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের নামঃ** এসআর.ডিইএন/IV/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনের লামডিঙে প্রস্তাবিত রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয় ভবনের নির্মাণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৬১,৫০,৮৯৩.৯৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,২৩,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়** ০১-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ০২-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য ০১-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সুবিধার ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ আরটি_ইএল_জিএস_৩৯_২০২৩-২৪/কে, তারিখঃ ০৯-০১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** আরটি_ইএল_জিএস_৩৯_২০২৩-২৪_কে, **কাজের নামঃ** "ডিইএন/এল/ কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে স্টেশনগুলিতে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সুযোগ ও সুবিধার ব্যবস্থা করা।" টেন্ডার মূল্যঃ ২৫,২৪,৯৫১.২৪ টাকা; বায়নার ধনঃ ৫০,৫০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ৩১-০১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ৩১-০১-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩১-০১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

১২ মিটার প্রশস্ত ফুট ওভার ব্রিজের ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. আরটি_ইএল_জিএস_৩৭_২০২৩-২৪ তারিখঃ ০৯-০১-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার নং. আরটি_ইএল_জিএস_৩৭_২০২৩-২৪। কাজের নামঃ** এবিএসএস: "কাটিহার মণ্ডলের কালিয়াগঞ্জে ১২ মিটার প্রশস্ত ফুট ওভার ব্রিজের ব্যবস্থা করা"। (ইলেকট্রিক্যাল/জেনারেল)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৫৭,২৮,৯৯০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,১৪,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ৩১-০১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ৩১-০১-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। সবিশেষের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখুন।

এসআর. ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ABRIDGE TENDER NOTICE
NIT NO- WB/PM/CHP/EO/NIT_27/2023-24

E-Tenders are hereby invited by Executive Officer on behalf of Chandipur Panchayat Samity, Last Date of submission of tender is on 19th January, 2024 up to 17:00 hrs. All other details will be available in **www.wbtenders.gov.in** or in the office notice board during office hours up to maintain date.

Sd/- Executive Officer
Chandipur Panchayat Samity

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that the Certificate for 1100 Equity shares of face value of Rs. 2/- each bearing Folio No. M003037, Certificate No. 2391 and Dist. Nos. from 116242771 to 116243870 of BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED Standing in the name of late Mrs. Mani Hoshang Nusserwanjee has been lost or mislaid and the undersigned has applied to the Company to issue duplicate Certificate(s) for the said shares. Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the Company at its Registered Office. M/s Britannia Industries Ltd, 5/1 A Hungerford Street, Kolkata, West Bengal, 700017 within 15 days from this date else the company will proceed to issue duplicate Certificate(s).

Name of Shareholder/Applicant:
Mr. Nariman Hoshang Nusserwanji
Date: 13.01.2024

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজগুলি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল_জিএস_৬৬_২০২৩-২৪, **তারিখ ঃ** ০৮-০১-২০২৪; **টেন্ডার নং.** ঃ ইএল_জিএস_৬৬_২০২৩-২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** এবিএসএস- "কাটিহার ডিভিশনের অধীনে কিষাণগঞ্জ স্টেশনে ১২ মিটার চওড়া ফুট ওভার ব্রিজের ব্যবস্থা।" (বৈদ্যুতিক জেনারেল)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৮,১২,৬৭৩.৯৩ টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,১৬,৩০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা ৩১-০১-২০২৪** তারিখে **১৫:৩০** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **৩১-০১-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ABRIDGE TENDER NOTICE
NIT NO- WB/PM/CHP/EO/NIT_25/2023-24

E-Tenders are hereby invited by Executive Officer on behalf of Chandipur Panchayat Samity, Last Date of submission of tender is on 8th January, 2024 up to 17:00 hrs. All other details will be available in **www.wbtenders.gov.in** or in the office notice board during office hours up to maintain date.

Sd/- Executive Officer
Chandipur Panchayat Samity

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting E-Tender No.: 16/2023-24

The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites eTender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors. Date of start of downloading documents from 11/01/2024 from 6.30 pm up to 20/01/2024 at 6.30 pm. Last date of submission of Bid(online) 20/01/2024 up to 6.30 pm. Date of opening of Tender on 24/01/2024 from 12.00 pm. For details please visit office of the undersigned and website https://wbtender.gov.in.

Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

GOVT OF WESTBENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR –II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI, HOWRAH, 711312

Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-20/2023-24 Vide Memo No-100/Shy-II Dated-12.01.2024 On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website https:// wbtenders .gov.in. The last date of tender submission -30.01.2024 at 3.30

SD/-
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR –II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI, HOWRAH, 711312

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৪/০২ তারিখ ঃ ১২.০১.২০২৪

"ই" প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম-এর জন্য টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সদর দপ্তর কার্যালয় (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরীচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা নিম্নোক্ত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সকল টেন্ডার দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে।

ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং ঃ ৫৬২৩৫১৫১, খোলার তারিখ ঃ ১২.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ রিলে, নন এসি ইমিউন, প্লাগ ইন টাইপ, স্টাইল কিউএন১ ইত্যাদি সরবরাহের জন্য চালু চুক্তি। **পরিমাণ ঃ** ১২০০০টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৭,৪৯,০৬০। **ক্র. নং. ২, টেন্ডার নং ঃ ৫৬২৩৫১৪১এ, খোলার তারিখ ঃ ০৫.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** অপটিকাল আর্মার্ড ২৪ ফাইবার সরবরাহের চালু চুক্তি। **পরিমাণ ঃ** ৫০০ কিমি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৯,৫৫,৮০০। **ক্র. নং. ৩, টেন্ডার নং ঃ এডি২৩৫৪৩৬সি, খোলার তারিখ ঃ ২৫.০১.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ১২৫০ কেভিএ ইএমইউ ট্রান্সফরমার ইত্যাদি। **পরিমাণ ঃ** ০৫ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৯৭,৮৭০। **ক্র. নং. ৪, টেন্ডার নং ঃ এডি২৩৫৫০১বি, খোলার তারিখ ঃ ২৫.০১.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** গ্রিভস নির্মিত ডিজেল ইঞ্জিন মেরামতির জন্য স্পেয়ার্স-এর সেট ইত্যাদি সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা এবং সূচনা। **পরিমাণ ঃ** ০২ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৬৬,৩৭০। **ক্র. নং. ৫, টেন্ডার নং ঃ ৪৭২৩৩১১৩বি, খোলার তারিখ ঃ ৩১.০১.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এলএইচবি কোচ ইত্যাদির জন্য রুফ মাউন্টেড এসি প্যাকেজ ইউনিটের মাইক্রোপ্রসেসর কন্ট্রোলার। **পরিমাণ ঃ** ৩০টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৬৯,৭৪০। **ক্র. নং. ৬, টেন্ডার নং ঃ এডি২৩৫৫১৯, খোলার তারিখ ঃ ২৯.০১.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** কনট্যাক্টর এপিএফসি প্যানেল ইত্যাদি সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, সূচনা ও পরীক্ষার কাজ। **পরিমাণ ঃ** ০৮ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৫৯,১২০। **ক্র. নং. ৭, টেন্ডার নং ঃ ৩৮২৩০০৫১, খোলার তারিখ ঃ ৩১.০১.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** বিসিএনএইচএল ওয়াগনের স্লাইডিং ডোর ব্যবস্থা যা এলএইচ এবং আরএইচ ডোর নিয়ে গঠিত। **পরিমাণ ঃ** ৯৬ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৫১,০৮০। **ক্র. নং. ৮, টেন্ডার নং ঃ ৭৯২৩০০০৩এ, খোলার তারিখ ঃ ০৬.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সাদা রঙের (১০০% সুতির) মিলের তৈরি উন্নতমানের বেড শীট। **পরিমাণ ঃ** ৭৫০০০টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** প্রয়োজন নেই। **ক্র. নং. ৯, টেন্ডার নং ঃ ৩৩২৩৫০১৪, খোলার তারিখ ঃ ২৯.০১.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সেকেন্ড এসি চেয়ার কারের জন্য এক কোচ সিটের সিট (ফিক্সিং অ্যারেঞ্জমেন্ট সমেত)। **পরিমাণ ঃ** ০৬ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১,৫৩,৪৪০। **ক্র. নং. ১০, টেন্ডার নং ঃ ৩০২৪১৩৮৫, খোলার তারিখ ঃ ৩০.০১.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** বিজি কোচ সমূহের সাইড বাফার-এর পলিমার স্প্রিং প্যাক সেট। **পরিমাণ ঃ** ৩০০ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৮৯,৩১০। **ক্র. নং. ১১, টেন্ডার নং ঃ ৩৮২৩০০৫০এ, খোলার তারিখ ঃ ২৯.০১.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** পিওএইচ কিট-১, এমকে-৫০, হাই ক্যাপাসিটি ড্রাফ্ট গিয়ার যার মধ্যে ৩টি দফা আছে। **পরিমাণ ঃ** ১০০ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১,৬৫,৫৯০। **ক্র. নং. ১২, টেন্ডার নং ঃ এএ২৩৫১৮২, খোলার তারিখ ঃ ০১.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ৩০০ সিএফএম ক্ষমতার বিদ্যুৎ চালিত রোটারি স্ক্রু এয়ার কমপ্রেসর-এর সিভিল এবং ইলেকট্রিকাল কাজ ও প্রশিক্ষণ সমেত সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, সূচনার কাজ। **পরিমাণ ঃ** ০৫টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১,৬২,৯০০। **ক্র. নং. ১৩, টেন্ডার নং ঃ আইজি২৩৬০৩৬বি, খোলার তারিখ ঃ ০৫.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** পলিথিন ইনসুলেটেড পলিথিন শীথেড, জেলি ভরা (পিআইজেএফ) ১০০ জোড়া টেলিফোন কেবেল ইত্যাদি। **পরিমাণ ঃ** ৪.৫ কিমি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৬০,৮৫০. **ক্র. নং. ১৪, টেন্ডার নং ঃ আইএইচ২৩৬০৭১, খোলার তারিখ ঃ ২৯.০১.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ৮৫০ কেজি/ঘন্টা ক্ষমতার নন-আইবিআর ডিজেল ফায়ারড স্টিম বয়লার সরবরাহ ও প্রতিষ্ঠা। **পরিমাণ ঃ** ০১ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৬৪,৪৩০। **ক্র. নং. ১৫, টেন্ডার নং ঃ আইএফ২৩৫৪৩৩এ, খোলার তারিখ ঃ ০২.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ১১০ভি, ২০০ এএইচ লো মেনটেন্যান্স লেড অ্যাসিড ব্যাটারি। **পরিমাণ ঃ** ০৮ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৬৫,৩৫০। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডার সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ ও নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে জানতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই দফাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্যঃ** সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাগণকে অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশ নিতে এবং পরবর্তীকালে কোনো সংশোধনী প্রকাশিত হলে সে বিষয়ে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(PR-1023) প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/গার্ডেনরীচ

গৃহকোণ

দিনের পর দিন রাতে ঘুম আসছে না, তাহলে রুমে রেখে দিন এই গাছগুলি, ফল পাবেন হাতেনাতে

দিনের পর দিন রাত জেগে মোবাইলে আপনি কিছু করছেন। অনেক চেষ্টা করছেন দুই চোখ বন্ধ করে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হতে কিন্তু আপনি কেছুতেই পারছেন না। সারাদিন এত ব্যস্ততার পরও বিছানায় শুলেই ঘুম একেবারে গায়েবে। নানারকম পদ্ধতি ট্রাই করেছেন, কিন্তু যেই কে সেই, ঘুম আসছেই না।

খুব সহজেই এই সমস্যা থেকে দূর পারে। শুধু লাগবে চারটে গাছ। আপনার রুমের কর্নার টেবিলে ছোট্ট একটা টবে রাখুন অ্যালোভেরা গাছ। এই গাছের উপকারিতা অনেক রয়েছে। ঘরের হাওয়া শুদ্ধ করতে এই গাছ দারুণ কাজ করে। শুধু তাই নয়, এই গাছের হালকা একটা

গন্ধ বের হয় যা আপনাকে ঘুম পারিয়ে দিতে সাহায্য করবে। বেডরুমে জানলার সামনে রাখুন কামিনি ফুলের গাছ। এক্ষেত্রে বনসাই ব্যবহার করুন। কামিনি ফুলের গন্ধে ঘুম আসতে বাধ্য।

তবে অবশ্য খাট থেকে দূরে রাখুন এই গাছের টব।ছোট্ট একটা টবে রাখুন চামেলি ফুলের গাছ।

চামেলি ফুলের গন্ধ স্ট্রেস দূর করতে দারুণ কাজ করবে। আর এর ফলে ঘুম হবে দারুণ। ঘরের এক কোণায় বড় একটা টবে রাখুন ইমটিগেন বাঁশগাছ। দেখবেন, গোটা ঘরে আবহাওয়াই বদলে যাবে। বাঁশগাছ ঘরের হাওয়াকে শুদ্ধ করতে দারুণ কাজ করে।

তবে শুধু গাছ নয়, বদলে ফেলুন কিছু অভ্যাসও। রাতে শোয়ার আগে চা বা কফি পান করবেন না। চেষ্টা করুন কোনও একটি বইয়ের ১০ পাতা পড়তে। দেখবেন ঘুম হবে চাঙ্গা।

দেড় ঘণ্টার যাত্রাপথ কমে ২০ মিনিটে, 'মুম্বই ট্রান্স হারবার লিঙ্ক' উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী

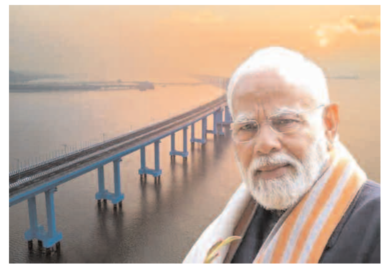

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দক্ষিণ মুম্বই থেকে নবি মুম্বই পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও মসৃণ এবং দ্রুতগামী করে তোলার উদ্দেশ্যে নির্মিত ২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ 'মুম্বই ট্রান্স হারবার লিঙ্ক' শুক্রবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতির হাতে তুলে দেবেন। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নামাঙ্কিত, প্রায় ২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ (সংযোগকারী সড়ক-সহ) এই সমুদ্রসেতু 'ভারতের দীর্ঘতম'। নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৭৮ হাজার টন ইস্পাত। এই 'অটল সেতু' মহারাষ্ট্রের মুকুটে নতুন পালক বলে দাবি, সে রাজ্যের বিজেপি জোটের সরকারের। ছ'লেনের এই সেতু চালু হলে গাড়িতে প্রায় দেড় ঘণ্টার যাত্রাপথ কমে ২০ মিনিটে দাঁড়াবে। শুক্রবার মহারাষ্ট্র সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। দুপুরে 'মুম্বই ট্রান্স হারবার লিঙ্ক' (এমটিএইচএল)-এর উদ্বোধন করবেন তিনি। ২১.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুটি তৈরিতে খরচ পড়েছে ১৭ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৬.৫ কিলোমিটার পথ সমুদ্রের উপর দিয়ে যেতে হবে। এই সেতু নবি মুম্বই এবং মুম্বইয়ের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে যুক্ত করায় সুবিধা হবে পর্যটকদের। পাশাপাশি, জওহরলাল নেহরু বন্দরে পণ্য পরিবহণে সুবিধা মিলবে। মুম্বই থেকে পুণে, গোয়া এবং কর্নাটক যাত্রারও সময় কমবে।

লন্ডনে পাকিস্তানের চা ওয়ালা

সজল দাশগুপ্ত ঃ নাম আরশাদ খান, পাকিস্তানের বাসিন্দা। পাকিস্তান থেকে লন্ডনে গেছে চায়ের ব্যবসা করতে সত্যিই বড় অদ্ভুত। শুধুমাত্র চায়ের ব্যবসা করতেই শুধু পাকিস্তান থেকে লন্ডনের বুকে বাড়ি দিয়েছে এই যুবক। তবে যুবকের ব্যবসা রমরমা। সারাদিন প্রচুর ক্রেতার ভিড় দোকানে সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। ভিড় সামলানোর জন্য তারা বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে কি ব্যবস্থা? ২০২৪ এ তারা আরও ৩২ টা স্টল খুলে দেবে চা পিপাসুদের জন্য। তার দোকানে ভারতীয় এবং পাকিস্তানীদের ভিড় সব থেকে বেশি। পাকিস্তান থেকে শুধু ইংল্যান্ডে গিয়ে রীতিমতো জমিয়ে ফেলেছে চায়ের ব্যবসা।

'ভারতকে আর চোখ রাঙানো যাবে না'

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ব্রিটেনের সরকারি মুখপত্র গ্লোবাল টাইমস-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করা হয়েছে। যা নিয়ে সরগরম কুটনৈতিক মহল। কিন্তু হঠাৎ কেন দিল্লির প্রশংসায় পঞ্চমুখ বেজিং? নতুন কোন কৌশল নিয়েছে কমিউনিস্ট দেশটি? উঠেছে এরকম নানা প্রশ্ন। এই প্রেক্ষিতে মুখ খুললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সাফ জানালেন, গালওয়ান সংঘর্ষের পর চিন বুঝতে পেরেছে, ভারত দুর্বল দেশ নয়। পাশাপাশি তাঁর বার্তা, ভারতকে চোখ রাঙিয়ে চলে যাওয়া আর সহজ নয়।

ব্রিটেন সফরে গিয়েছিলেন রাজনাথ। বৃহস্পতিবার লন্ডনে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে তাঁকে গ্লোবাল টাইমসের প্রতিবেদনটি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। যার উত্তরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, ''গালওয়ান সংঘাতের পরে চিন বুঝতে পেরেছে, ভারত দুর্বল দেশ নয়। ২০২০ সালে দুদেশের মধ্যে একটা সংঘর্ষজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। আমাদের জওয়ানরা সাহসের সঙ্গে তার মোকাবিলা করেছেন। হয়তো সেই জন্যই ভারত সম্পর্কে চিনের চিন্তাভাবনার বদল ঘটেছে।

আন্তর্জাতিক মহল বরবারই মনে করে, চিন ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু আমরা তা ভাবি না। প্রতিবেশী সব দেশের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক ভালো রাখতে চাই। এর পর হুঁশিয়ারির সুরে রাজনাথ বলেন, ''ভারত শক্তিধর দেশে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশকে ভয় দেখানো এখন আর সহজ নয়। ভারতকে চোখ রাঙিয়ে যে কেউ চলে যাবে তা আর হবে না।

বিশ্লেষকদের মতে, লন্ডনের মাটি থেকে ফের একবার চিনকে বার্তা দিয়েছেন রাজনাথ। দক্ষিণ চিন সাগরে লালফৌজের আগ্রাসান, নতুন মানচিত্রে অরুণাচল প্রদেশকে নিজের বলে দাবি করা, এরকম একাধিক বিষয়ে যে বেজিংয়ের দাদাগিরি দিল্লি মেনে নেবে না তা আরও একবার স্পষ্ট করলেন

তিনি। উল্লেখ্য, সম্প্রতি চিনের সরকারি মুখপত্র গ্লোবাল টাইমসে ফুদান বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের ডিরেক্টর ঝাং জিয়াডংয়ের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। যেখানে জিয়াডং বলেছেন, ''মোদি জমানায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে ভারত হয়ে উঠেছে শক্তিশালী দেশ। নয়াদিল্লির অর্থনৈতিক ও বিদেশ নীতিতে পরিবর্তন হয়েছে। দ্রুত এগিয়ে চলেছে মোদির ভারত। হয়ে উঠছে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বাড়তে থাকা অর্থনীতি। ভারত ক্রমেই কৌশলগত ভাবে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে এবং ফলে ক্রমেই গুরুত্ব বাড়ছে দেশটির। জিয়াডং জানিয়েছেন, তিনি সম্প্রতি ভারতে দুবার ঘুরে গিয়েছেন।

বলে রাখা ভালো, ২০২০ সালের ১৫ জুন গালওয়ান উপত্যকায় মুখোমুখি হয় ভারত ও চিনের ফৌজ। দুপক্ষের জওয়ানরাই লোহার রড ও কাঁটাতার জড়ানো হাতিয়ার নিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা লড়াই করেন। রক্তক্ষয়ী সেই সংঘর্ষে ২০ জন ভারতীয় জওয়ান শহিদ হন। ১৯৭৫ সালে পর সেবারই প্রথম প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। কার্যত যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়। অবশেষে পরিস্থিতি শান্ত করতে কয়েক দফা আলোচনায় বসে দুই দেশের সেনাবাহিনী। তাতে আঁচ কিছুটা কমলেও উত্তেজনা কমেনি। এই অবস্থায় চিনের মুখপত্রে ভারতের এহেন প্রশংসাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

কংগ্রেসের জেলা সভাপতিদের নাম

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি ঃ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল রবিবার এক প্রেস রিলিজ জারি করেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, কার্যনির্বাহী সদস্য এবং জেলা সভাপতিদের নাম। জানা গিয়েছে, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সহসভাপতি করা হয়েছে ছয়জনকে। তাঁরা হলেন অশোক দেববর্মা, পৃথা দেব, শিষ্টমোহন দাস, শান্তিরঞ্জন দেবনাথ, শংকর মল্ল এবং মদন সাহা।

রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রী সুবিধা আপগ্রেডেশনের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন মিসেস মাথুর কাটরা

গোরখপুর, ১২ জানুয়ারী ঃ সৌম্য মাথুর, উত্তর পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক, ১২ জানুয়ারী, ২০২৪-এ, প্রধান প্রকৌশলী শ্রী রঞ্জন যাদব, প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী শ্রী সঞ্জয় সিংগাল, প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক জনাব মনোজ কুমার সিনহা, চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার রাজেশ কুমার পান্ডে, প্রিন্সিপাল চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রী এম.কে. আগরওয়াল, প্রধান প্রকৌশলীটিএমসি সঞ্জয় যাদব, চিফ ট্রাফিক প্ল্যানিং ম্যানেজার শ্রী আশীষ ভাটিয়া, সেক্রেটারি জেনারেল ম্যানেজার শ্রী আনন্দ ঋষি শ্রীবাস্তব এবং ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার লখনউ মিঃ আদিত্য কুমার, অতিরিক্ত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার ইনফ্রা মিঃ রাজীব কুমার এবং চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার শ্রী রাঘবেন্দ্র কুমার এবং সমস্ত শাখার আধিকারিকগণ সাথে রামঘাট এবং কাটরা রেলওয়ে স্টেশনে চলমান উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন পরিদর্শনের শুরুতে, জেনারেল ম্যানেজার মিসেস মাথুর কাটরা রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রী সুবিধা আপগ্রেডেশনের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন তিনি স্টেশন মাস্টারের কার্যালয়, স্টেশনের নতুন প্রবেশদ্বার, প্রচলন এলাকা সম্প্রসারণ, পি.পি. আশ্রয়কেন্দ্র, নতুন টয়লেট নির্মাণ ও পুরাতন টয়লেটের সংস্কার, ৪০ হাজার লিটার ধারণক্ষমতার ওয়াটার হেড ট্যাংক নির্মাণ, মেলায় আগত ভক্তদের সুবিধার্থে ওয়েটিং রুমের সৌন্দর্যবর্ধন, বসার জন্য বেঞ্চের ব্যবস্থা, গ্লোশাইন স্টেশনের নাম বোর্ড, সাইনবোর্ড, সাইনবোর্ড জলের স্তুথ এবং আলোর ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তিনি অযোধ্যা অঞ্চলে চলমান রেল প্রকল্পগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে এখানে আগত ভক্তরা যত দ্রুত সম্ভব উন্নত যাত্রী সুবিধা পেতে পারেন এরপর জেনারেল ম্যানেজার মিসেস মাথুর রামঘাট স্টেশনের উন্নয়ন কাজের হালনাগাদ অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন তিনি ভক্তদের সুবিধার্থে রামঘাট স্টেশনে নির্মিত বহুমুখী কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি দেখেন স্টেশনে একটি নবনির্মিত বহুমুখী কমপ্লেক্স নির্মাণের ফলে যাত্রীদের সুবিধার্থে টিকিট জানালা, সাধারণভাবে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের জন্য ক্যাটারিং স্টল এবং অবসর গ্রহণের কক্ষের মতো সুবিধা পাওয়া যাবে তিনি স্টেশন প্ল্যাটফর্ম পৃষ্ঠের আপগ্রেডেশন এবং উচ্চতা, বেতন এবং ব্যবহার টয়লেট এবং সঞ্চালন এলাকা পরিদর্শন করেন।

স্বয়ংক্রিয় ট্রেন অপারেশন সিস্টেম গ্রহণ

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ মেট্রো পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোর সল্টলেক সেক্টর ৫ থেকে শিয়ালদহ প্রসারণের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় ট্রেন অপারেশন সিস্টেম গ্রহণ করতে চলেছে এই স্ট্রেচে এই সিস্টেম চালু করার জন্য কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি থেকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাওয়া গেছে পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো করিডোর যোগাযোগ ভিত্তিক ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেম দ্বারা সজ্জিত এই সিস্টেমে অটোমেটিক ট্রেন প্রোটেকশন, অটোমেটিক ট্রেন অপারেশন এবং অটোমেটিক ট্রেন সুপারভিশন সুবিধা রয়েছে এটিও দুটি সিস্টেম নিয়ে গঠিত যেমন অন-বোর্ড এবং ওয়েসাইড এটিও সিস্টেম এটিও সিস্টেমের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এটি নির্দিষ্ট গতির প্রোফাইলের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় ব্রেকিং, মোটরিং, কোস্টিং এবং ট্রেন থামাতে সক্ষম করে ২ যখন এটিও মোড বেছে নেওয়া হয়, ট্রেনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মোটরিং কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করে, কমিয়ে দেয়, নিয়ন্ত্রণ করে এবং ব্যবস্থা করে(৩) এটি প্ল্যাটফর্মে সঠিক স্টপিং এবং সঠিক পাশের ট্রেনের দরজা এবং প্ল্যাটফর্ম স্ক্রীন ডোর (পিএসডি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে খোলা নিশ্চিত করে ট্রেনের দরজা বন্ধ, পিএসডি এবং ট্রেন চালু করার দায়িত্ব মোটরম্যানের উপর বর্তায়(৪) এটিও অপারেশনগুলি নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য সহ ত্বরণ এবং হ্রাসের সর্বোত্তম নির্বাচনের মাধ্যমে কম বিদ্যুত ব্যবহার এবং যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য উন্নত করে এটিও মোডে, মোটরম্যানের দ্বারা 'এটিও ডিপার্চার পুশ বোতামটি দীর্ঘক্ষণ প্রেস করার পরে মেট্রো স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক স্টেশন থেকে পরবর্তী স্টেশনে চলে যাবে পরবর্তী স্টেশনে আসার পর ট্রেনের দরজা এবং পিএসডি স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যাবে মোটরম্যান ট্রেন শুরু করার আগে ট্রেনের দরজা এবং পিএসডি বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট পাশের 'ক্লোজ' পুশ বোতাম টিপুন এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে ইন্টিগ্রেটেড এএফসি-পিসি গেটস ইনস্টল করা হয়েছেআপনারা সবাই জানেন যে হাওড়া ময়দান থেকে ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোরের এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে শীঘ্রই যাত্রীরা ভারতে প্রথমবারের মতো রিভার মেট্রো জার্নির নিচে উপভোগ করবেন এসপ্ল্যানেড উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোর ইন্টারচেঞ্জিং স্টেশন হতে চলেছে পূর্ব-পশ্চিম করিডোর থেকে উত্তর-দক্ষিণ করিডোরে যাত্রীদের নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করার জন্য এবং এর বিপরীতে, দেশের প্রাচীনতম মেট্রো স্টেশনগুলির মধ্যে একটি এসপ্ল্যানেড স্টেশনে বিস্তৃত ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাত্রীরা এই দুটি করিডোরে নির্বিঘ্নে একটি টোকেন বা স্মার্ট কার্ড দিয়ে ভ্রমণ করতে পারবেন এর জন্য তাদের আলাদা স্মার্ট কার্ড বা টোকেন কিনতে হবে নামেট্রো ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে ৭টি নতুন এএফসি পিসি গেট ইনস্টল করা হয়েছে এই দ্বি-মুখী গেটগুলি ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে এবং এগুলি যাত্রীদের এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন চত্বরের অর্থপ্রদানের এলাকায় থেকে সহজে প্রবেশপ্রস্থান করতে সক্ষম করবে এই আধুনিক গেটগুলো প্রতি মিনিটে ৪৫ জন যাত্রী বহন করতে পারে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে নামার পর যাত্রীরা এই গেটে তাদের মেট্রো টোকেন বা স্মার্ট কার্ড পাঞ্চ করতে পারবে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে, ২৫টি এএফসি পিসি গেট থাকবে, যার মধ্যে ১১টি গেট উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো করিডোরের যাত্রীদের পরিষেবা দেবে

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই স্বস্তি পেলেন নিশীথ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ অবশেষে সুপ্রিম নির্দেশেই স্বস্তি পেলেন নিশীথ। সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ ২২ জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে শুনানি পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোন কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না রাজ্য পুলিশ। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে দিনহাটায় এক ব্যক্তিকে গুলি করার ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল নিশীথের। নিশীথের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেছিল পুলিশ। যুক্ত হয়েছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭, ২২৬ ধারা। গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি হয়েছিল। যদিও গ্রেফতার হননি। এদিকে এরইমধ্যে একাধিকবার নিশীথের গ্রেফতারির দাবিতে সরব হয়েছে তৃণমূল। এদিকে এরইমধ্যে রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নিশীথ। যদিও হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায়। খারিজ করে দেয় বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় ও সূর্য প্রকাশ কেশিয়ারির ডিভিশন বেঞ্চ। যা নিয়ে চাপানউতোর চলছিলই। কলকাতা হাইকোর্টে নিশীথের আবেদন খারিজের পরেই ফের তাঁকে গ্রেফতারির জোরালো দাবি করতে দেখা গিয়েছিল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে। দিনহাটা থানা ঘেরাওয়ের ডাকও দেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিগত কয়েকদিন ধরেই কোচবিহারের রাজনৈতিক মহলে শোরগোল চলছিলই। তবে নিশীথ যে সুপ্রিম কোর্টে যাবেন সেই ইঙ্গিত মিলছিলই। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশেই স্বস্তিতে কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ। এদিন বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী এবং সঞ্জয় মিথালের বেঞ্চের স্পষ্ট নির্দেশ, ২২ জানুয়ারী পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত নিশীথ প্রামানিকের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না।

নিয়তি ঠিক করে নিয়েছিল অযোধ্যায় অবশ্যই রাম মন্দির তৈরি হবে ঃ লালকৃষ্ণ আডবাণী

লখনউ, ১২ জানুয়ারি ঃ অযোধ্যায় শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দির নির্মাণের সংকল্প এখন প্রায় শেষের পথে। এই সংকল্পকে সাকার করার কৃতিত্ব রাম ভক্তদের। সেই রামভক্তদের মধ্যে একজন প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি লালকৃষ্ণ আডবাণী । তাঁর রাম রথযাত্রা সারা দেশে মন্দির মুক্তি আন্দোলনে নতুন প্রাণ দিয়েছিল। আডবাণী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আগ্রহী। এই মুহূর্ত আনার জন্য, রামলালার একটি বিশাল মন্দির তৈরি জন্য, এবং তাঁর সংকল্প পূরণ করার জন্য আডবাণী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন । মাসিক পত্রিকা রাষ্ট্রধর্ম-এর বিশেষ সংখ্যার জন্য লেখা একটি প্রবন্ধে তিনি এসব অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। এই বিশেষ সংখ্যাটি ১৫ জানুয়ারি প্রকাশিত হবে। তাঁর রথযাত্রার কথা স্মরণ করে আডবাণী লিখেছেন, রথযাত্রার পর প্রায় ৩৩ বছর কেটে গেছে। ১৯৯০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর সকালে রথযাত্রা শুরু করার সময় আমরা জানতাম না ভগবান রামের প্রতি যে বিশ্বাস নিয়ে এই যাত্রা শুরু করা হচ্ছে তা দেশে আন্দোলনের রূপ নেবে। সে সময় রথযাত্রায় আমার সহকারী ছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সারা রথযাত্রায় তিনি আমার সঙ্গেই ছিলেন। সেই সময়েই রাম তাঁর মন্দিরের সংস্কারের জন্য তাঁর একান্ত ভক্তকে বেছে নিয়েছিলেন। আডবাণী নিজেই বিশ্বাস করেন যে অযোধ্যা আন্দোলন ছিল তাঁর রাজনৈতিক যাত্রার সবচেয়ে নির্ধারক রূপান্তরমূলক ঘটনা, যা তাঁকে ভারতকে পুনরায় জানার এবং এই প্রক্রিয়ায় নিজেকে পুনরায় বোঝার সুযোগ

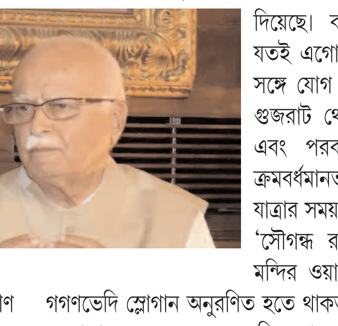

দিয়েছে। বলা হয়, রথযাত্রা যতই এগোচ্ছিল, ভিড়ও তার সঙ্গে যোগ হচ্ছিল। জনসমর্থন গুজরাট থেকে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত এবং পরবর্তী সমস্ত রাজ্যে ক্রমবর্ধমানভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যাত্রার সময় 'জয় শ্রী রাম' এবং 'সৌগন্ধ রাম কি খাতি হে, মন্দির ওয়াহি বানায়েঙ্গে' এই গগণভেদি স্লোগান অনুরণিত হতে থাকত। তিনি লিখেছেন, রথযাত্রার সময় অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছিল যা আমার জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে অচেনা গ্রামবাসীরা রথ দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে আমার কাছে আসতেন। তারা প্রণাম করতেন। এরপর রামের জয়জয়াকার করে চলে যেতেন। এটি একটি বার্তা ছিল, যে সারা দেশে অনেক লোক রয়েছে যারা রাম মন্দিরের স্বপ্ন দেখেছেন। তারা জোরপূর্বক তাদের বিশ্বাসকে আড়াল করে জীবনযাপন করছিলেন। ২২ জানুয়ারি, ২০২৪-এ মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে, সেই গ্রামবাসীদের চাপা ইচ্ছাও পূরণ হবে। এ ছাড়া তিনি আরও বলেন, যে কোনও ঘটনা বাস্তবে ঘটার আগেই মানুষের মন ও মস্তিষ্কে রূপ নেয়। তখন আমার মনে হয়েছিল, যে নিয়তি ঠিক করেছে যে একদিন অবশ্যই অযোধ্যায় শ্রী রামের একটি বিশাল মন্দির তৈরি হবে। ব্যস, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।তিনি আরও বলেন, রথযাত্রা শুরু হওয়ার কয়েকদিন পর আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমি একজন সারথি। রথযাত্রার প্রধান বার্তাবাহক ছিলেন রথ নিজেই এবং পূজার যোগ্য ছিলেন কারণ এটি মন্দির নির্মাণের পবিত্র উদ্দেশ্য পূরণ করতে শ্রী রামের জন্মস্থান অযোধ্যায় যাচ্ছিল।

নাম পরিবর্তন

আমি, Hafijasaukat Mali (পুরাতন নাম) পিতা Idres Ali Mali, ঠিকানা- W-123, Hazi Ratan Lane, P.O.- Bartala, Kolkata-700018, West Bengal, India, কলকাতা? নোটারি পাবলিক, Dated ১২ / ০১ / ২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Hafaz Sawkat Mali (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Hafaz Sawkat Mali (নতুন নাম) এবং Hafijasaukat Mali (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Masud Khan (পুরাতন নাম) পিতা Usman Ali, ঠিকানা- Panihara, P.O.- Korachandigarh, P.S.- Madhyamgram, Dist- North 24 Pgs, Pin-700130, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Masud Ali (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Masud Ali (নতুন নাম) এবং Masud Khan (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Kishore Biswas (পুরাতন নাম) পিতা Krishnapada Biswas, ঠিকানা- Vill- Uttar Jiala, P.O.- Asharu, P.S.- Bagdah, Dist- North 24 Pgs, Pin-743251, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kishor Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kishor Biswas (নতুন নাম) এবং Kishore Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Sultan Mahmood (পুরাতন নাম) পিতা Amin Molla, ঠিকানা- T-59, Jugi Para Lane, P.O.- Bartala, Kolkata-700018, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Sultan M Molla (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Sultan M Molla (নতুন নাম) এবং Sultan Mahmood (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Arifa Khatoon (পুরাতন নাম) পিতা Sk Abu Kalam, ঠিকানা- W-123, Hazi Ratan Lane, P.O.- Bartala, Kolkata-700018, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Arifa Bibi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Arifa Bibi (নতুন নাম) এবং Arifa Khatoon (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Kamal Ahmed (পুরাতন নাম) পিতা Jamaluddin Ansari, ঠিকানা- 37C1, Tiljala Masjid Bari Lane, Karaya, Kolkata- 700039, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kamal Ahmed Ansari (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kamal Ahmed Ansari (নতুন নাম) এবং Kamal Ahmed (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Arup Dutta (পুরাতন নাম) পিতা Gora Chand Dutta, ঠিকানা- 1086B, Monohar Pukur Road, P.O.- Kalighat, Kolkata- 700026, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Arup Kumar Dutta (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Arup Kumar Dutta (নতুন নাম) এবং Arup Dutta (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, (Old Name) ANWAR HOSSAIN S/o- LATE KARIM BOSK, Residing at Vill & post- HaruChak, Ps - Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ANWAR HOSSAIN To MD ANUWAR HOSAIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD ANUWAR HOSAIN in all purpose Vide an affidavit No- 489893 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 05/01/2024, MD ANUWAR HOSAIN and ANWAR HOSSAIN both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) AHMAD SAMIJUDDIN S/o- MD ANUWAR HOSAIN, Residing at Vill & post- HaruChak, Ps - Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AHMAD SAMIJUDDIN To SAMIJUDDIN AHMED (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAMIJUDDIN AHMED in all purpose Vide an affidavit No- 489899 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 05/01/2024, SAMIJUDDIN AHMED and AHMAD SAMIJUDDIN both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) JUDDIN S/o- LATE ABDUL JABBAR, Residing at Vill- Maruabadi kuthi, Post- Khaschandpur, Ps - Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from JUDDIN To EMAJUDDIN MOMIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) EMAJUDDIN MOMIN in all purpose Vide an affidavit No- 489894 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 05/01/2024, EMAJUDDIN MOMIN and JUDDIN both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) HAFIJIL KHAN S/o- GOLAM HOSSAIN KHAN, Residing at Vill- Begundihi, Post- Debaipur, Ps - Ranitala, Dist- Murshidabad, Pin- 742135, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from HAFIJIL KHAN To HAPIJUL KHAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) HAPIJUL KHAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 04/01/2024, HAPIJUL KHAN and HAFIJIL KHAN both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) AZIZUL MONDAL S/o- CHHADEK MANDAL, Residing at Vill- Bablabona, Post- Rosulpur, Ps - Domkal, Dist- Murshidabad, Pin- 742303, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AZIZUL MONDAL To AZIZUL HAQUE (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AZIZUL HAQUE in all purpose Vide an affidavit Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad, AZIZUL HAQUE and AZIZUL MONDAL both are Same and one identical person..

Name Change

I SUBRATA MAJUMDER,SON OF AJAY MAJUMDER RESIDING AT SUBHASNAGAR,PO&PS-CHAKDAHA,NADIA-741222, WEST BENGAL.THAT MY MINOR DAUGHTER SANCHITA MAZUMDER SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANCHITA MAJUMDER VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/12/2023.THAT SANCHITA MAZUMDER AND SANCHITA MAJUMDER ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I PUPASHI SARKAR,WIFE OF KUMARESH SARKAR, RESIDING AT PURBA POLTA,PO-GOBINDAPUR,PS-SWARUPNAGAR, NORTH24PARGANAS - 743273,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUPASI SARKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/01/2024.THAT PUPASHI SARKAR AND RUPASI SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MD MUKUL BAIDYA & MUKUL BAIDYA, S/O ABDAR RAHAMAN BAIDYA, R/O MURARISHA PURBA PARA, PS-HASNABAD,BASIRHAT, PIN-743456, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUKUL HAQUE BAIDYA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/12/2023. MD MUKUL BAIDYA & MUKUL BAIDYA AND MUKUL HAQUE BAIDYA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I JASMIN BEGUM,WIFE OF SEKH KALYAN, RESIDING AT SAJAHAN ROAD, PO&PS-BARUIPUR,SOUTH24PARGANAS-700144,WEST BENGAL.THAT MY MINOR SON SEKH JUNAIT SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH JUNAID VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/01/2024.THAT SEKH JUNAIT AND SEKH JUNAID ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) UPENDRANATH PAUL S/o- GAJENDRANATH PAL, Residing at Vill Sahebrampur(Ghoshpara), Post- Sahebrampur, Ps - Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742305, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from UPENDRANATH PAUL To UPENDRANATH PAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) UPENDRANATH PAL in all purpose Vide an affidavit No- 489890 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 04/01/2024, UPENDRANATH PAL and UPENDRANATH PAUL both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) GOJENDRANATH PAUL S/o- GOBARDHAN PAL, Residing at Vill Sahebrampur(Ghoshpara), Post- Sahebrampur, Ps - Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742305, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from GOJENDRANATH PAUL To GAJENDRANATH PAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) GAJENDRANATH PAL in all purpose Vide an affidavit No- 489891 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 04/01/2024, GAJENDRANATH PAL and GOJENDRANATH PAUL both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) ROOPALI W/o- GAJENDRANATH PAL, Residing at Vill Sahebrampur(Ghoshpara), Post- Sahebrampur, Ps - Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742305, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ROOPALI To RUPALI PAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RUPALI PAL in all purpose Vide an affidavit No- 489892 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 05/01/2024, RUPALI PAL and ROOPALI both are Same and one identical person.

Name Change

I MD MUKUL BAIDYA & MUKUL BAIDYA, S/O ABDAR RAHAMAN BAIDYA, R/O MURARISHA PURBA PARA, HASNABAD, PS BASIRHAT, PIN-743456, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUKUL HAQUE BAIDYA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/12/2023. MD MUKUL BAIDYA & MUKUL BAIDYA AND MUKUL HAQUE BAIDYA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I MUSTAFIZUR RAHAMAN BAIDYA, S/O MUKUL HAQUE BAIDYA, R/O MURARISHA, PS HASNABAD, BASIRHAT, PIN-743456, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOSTAFIJUR RAHAMAN BAIDYA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/12/2023. MUSTAFIZUR RAHAMAN BAIDYA AND MOSTAFIJUR RAHAMAN BAIDYA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I, Bibi Rina W/O Tara (old name) Father's Name: Sk Panchkori, Mother's Name: Bibi Jan, Date of Birth: 03/02/1965, Presently residing at 40, Picnic Garden Road, P.O.- Tiljala, P.S.- Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, INDIA, I have changed my and my husband name to (shall henceforth be known as) Rina Bibi W/O Sk Tara (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 12/01/2024.

Name Change

I ANOWAR MOLLICK, S/O MOULABAKS MULLICK, R/O TEHATTA, PO TEHATTA, PS ULUBERIA, HOWRAH -711322, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANOWER MULLICK, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/01/2024, ANOWAR MOLLICK AND ANOWER MULLICK SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I FARUK MULLICK, S/O ANOWAR MULLICK, R/O TEHATTA, PO TEHATTA, PS ULUBERIA, HOWRAH - 711322, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FARUK MOLLICK, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/01/2024, FARUK MULLICK AND FARUK MOLLICK SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I HAZERA BEGUM MULLICK, W/O ANOWAR MULLICK, R/O TEHATTA, PO TEHATTA, PS ULUBERIA, HOWRAH -711322, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAJERA BEGUM, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/01/2024, HAZERA BEGUM MULLICK AND HAJERA BEGUM SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I, Md Firoz Alam declare that my father said name Gulam Mustafa (old name) Residing at 2/1, Commiserate Road, Hastings, Kolkata- 700022, West Bengal, India, have changed my father's name to (shall henceforth be known as) Shekh Mustafa (new name) vide an affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata on 14/12/2023. Shekh Mustafa (new name) and Gulam Mustafa (old name) both are same identical person.

Name Change

SK FIROZ,SON OF SK NOOR ALI, RESIDING AT 44 GOLAM JILANI KHAN ROAD,TILJALA, KOLKATA - 700039,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FEROZ SK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/01/2024.THAT SK FIROZ AND FEROZ SK ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Sikhakundu W/o- Paritosh Kundu R/o- 131/1, Santigarh Feeder Road, P.O.-Shyamnagar, Barrackpore-743127 shall henceforth be known as Sikha Kundu. I declare that Sikha Kundu and Sikhakundu is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 12-01-2024.

নকশালবাড়িতে ঘরের ভেতর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, নকসালবাড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ ঘরের ভেতর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। নকশালবাড়ির মঙ্গলসিং জোতে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। এদিন স্থানীয়রা ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে নকশালবাড়ি পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতের নাম লৌধা ওঁরাও (৫৯), মৃত হাতিঘিসার মঙ্গলসিং জোতের বাসিন্দ। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘরের ভেতর একাই থাকতেন তিনি। কাজের সূত্রে ছেলে বাইরে থাকায .মানসিকভাবে ভেঙে পড়েই এই ঘটনা হতে পারে বলে অনুমান। আজ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ।

চৌবাগা খালে এক যুবকের দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, চৌবাগা, ১২ জানুয়ারি ঃ প্রগতি ময়দান থানার অন্তর্গত চৌবাগা খাল থেকে উদ্ধার মুকুন্দপুরের বাসিন্দা বছর ১৮-র বিশ্বজি মণ্ডল নামে এক যুবকের দেহ। ১০ তারিখ মধ্য রাতে পিসির বাড়িতে শীতলা পুজোর মেলা দেখতে যায়। সেখানে কয়েক জন যুবকের সঙ্গে বচসায় জড়ালে তাঁরা ওই যুবককে তুলে নিয়ে যায়। এরপর থেকেই নিখোঁজ ছিল ওই যুবক। প্রগতি ময়দান থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়। আজ ভোরে দেহ উদ্ধার।

বন্য শুয়োরের আতঙ্কে জলপাইগুড়ির বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ চিতাবাঘ, হাতির পর এবার লোকালয়ে বন শুকরের আতঙ্কে চিন্তায় জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের মান্দাদাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাড়া এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে বনদপ্তর এর কর্মীরা। লোকালয়ে বন শুকুরের হামলা,আহত এক। ঘটনা চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ ব্লকের মান্দাদাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাড়া এলাকায়। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে জলপাইগুড়ি বৈকন্ঠপুর বনদপ্তর এর কর্মীরা নেট পেতে বাজি পটকা ফাটিয়ে শুকরটি কে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে। ঘটনা আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

শান্তিপুরে স্ত্রীকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে .'খুন', পলাতক স্বামী

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ১২ জানুয়ারি ঃ ধারালো অস্ত্র দিয়ে. স্ত্রী-কে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে! ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পলাতক অভিযুক্ত স্বামী। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে এলাকায়।

ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুর ব্লকের গয়েশপুর পঞ্চায়েতের ধারা পাড়া গ্রামে। জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম বন্দনা মুদি (৩৬)। তাঁর স্বামীর নাম মুক্তি মুদি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে ওই গ্রামের একটি চাষের জমির পাশেই ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় মহিলার দেহ দেখতে পান কৃষকরা। এরপর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে শান্তিপুর থানার পুলিশ বাহিনী।

বন্দনা মুদির দাদা চাদু ধারার অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় মুক্তি প্রতিদিন অত্যাচার করত বন্দনার উপর। আমরা মাঝে মধ্যে এসে ঝামেলা মেটানোর চেষ্টা করতাম। এই ঘটনা আগেও ঘটেছে। আমাদের বিশ্বাস মুক্তিই আমার বোনকে খুন করেছে। চাদু জানান, মুক্তি মুদি কাজকর্ম না করে অহেতুক তার স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করত। অশান্তি বাড়লে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাবার বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিত বন্দনা। মুক্তি এর আগেও একাধিকবার প্রাণে মারার চেষ্টা করেছে বোনকে। রানাঘাট জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। পাশাপাশি ঠিক কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদও চলছে। জানা গিয়েছে, এই ঘটনা নিয়ে পুলিস নানা জায়গায় খানা তল্লাসী চালাচ্ছে।

দলা পাকানো টিস্যুতে আইলাইনার দিয়ে লেখা বার্তা! কী লিখেছিলেন সূচনা?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বেঙ্গালুরুর স্টার্টআপ সিইও সূচনা শেঠ তার চার বছরের ছেলেকে খুনের আগে টিস্যু পেপারে কাঁপা কাঁপা হাতে এলোমেলো করে কটি লাইন লিখেছিলেন। সেই কাগজ উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। কাগজে আইলাইনার দিয়ে লেখা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।চার বছরের ছেলেকে খুনের আগে কী লিখে গিয়েছিলেন সূচনা? কেনই বা টিস্যু পেপারের মধ্যে লিখতে হয়েছিল? খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, টিস্যুর মধ্যে অন্তত পাঁচ লাইন লিখেছিলেন সূচনা। তাতে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় আদালতের নির্দেশ নিয়ে হতাশার প্রকাশ রয়েছে। আদালত তাঁর ছেলেকে প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে প্রতি রবিবার করে দেখা করার নির্দেশ দিয়েছিল। তাতেই অসন্তুষ্ট ছিলেন সূচনা।উদ্ধার হওয়া টিস্যু পেপারের লেখার সঙ্গে সূচনার হাতের লেখা মিলিয়ে দেখা হবে। ফরেন্সিক ল্যাবে ইতিমধ্যে হস্তাক্ষর পরীক্ষার জন্য তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, সূচনার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জানতে পেরেছে, ছেলেকে নিয়েও বিরক্ত ছিলেন বেঙ্গালুরুর স্টার্টআপ সিইও। তিনি নাকি ঘনিষ্ঠ মহলে একাধিক বার জানিয়েছিলেন, ছেলের মুখ দেখে তাঁর স্বামীর কথা মনে পড়ে। কারণ ছেলের মুখের সঙ্গে স্বামীর মুখের মিল ছিল। ওই শিশুমুখ তাঁকে তাঁদের বিষাক্ত সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিত।২০১০ সালে বেঙ্গালুরুর বেঙ্কট রমনের সঙ্গে সূচনার বিয়ে হয়েছিল। ২০১৯ সালে তাঁদের পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। এর পরেই সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু করে। বিবাহবিচ্ছেদের পথে হাঁটেন সূচনা এবং বেঙ্কট। ঘটনার সময়ে বেঙ্কট কাজের সূত্রে বিদেশে ছিলেন। মৃত্যুর আগে বাবার সঙ্গে শিশুটি ভিডিয়ো কলে কথাও বলেছিল। পরে বেঙ্কটের হাতেই শিশুর মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয়।ছেলেকে শ্বাসরোধ করে খুন করে দেহ সুটকেসে ভরে গোয়া থেকে বেঙ্গালুরু যাচ্ছিলেন সূচনা। পথে ধরা পড়ে যান। সোমবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, জেরার মুখে সূচনা দাবি করেছেন, তিনি সন্তানকে খুন করেননি। ঘুম থেকে উঠে দেখেছিলেন, শিশুটি মৃত। ওই ঘর থেকে কাফ সিরাপের খালি শিশিও পেয়েছে পুলিশ।

রাজগঞ্জের অবৈধভাবে বালু বোঝাই ৩টি ডাম্পার আটক করেছে বিডিও ও ভূমি রাজস্ব কর্মকর্তার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ অবৈধভাবে বালিবোঝাই ৩টি ডাম্পার আটক করলেন রাজগঞ্জের বিডিও এবং ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকেরা। শুক্রবার রাজগঞ্জ রাজ্যে স।কের মনুয়াগঞ্জ সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ডাম্পারগুলিকে আটক করা হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, অবৈধভাবে গাড়িগুলিতে বালিবোঝাই করে বেআইনিভাবে পাচার করা হচ্ছিল বলে খবর আসে। সেইমত অভিযান চালিয়ে ডাম্পারগুলিকে আটক করা হয়। বালির উপযুক্ত রয়্যালটি নথী বা চালান না থাকার কথা স্বীকার করেন গাড়ি মালিকেরা। তবে তাদের অভিযোগ, অনলাইন মাধ্যমে রয়্যালটি'র সঠিক পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না।এছাড়া রয়্যালটি বাবদ যে টাকা নেওয়া হচ্ছে তা

চালানে লেখা থাকছে না।ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।তাদের দাবি সরকার যদি এই বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করে তাহলে নিয়ম মেনেই কাজ করবেন বলে জানান তারা। অন্যদিকে এই বিষয়ে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন বলেন, সরকারী আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখালে তা কখনোই বরদাস্ত করা হবে না। আজ তিনটি ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আগামীতেও এই আভিযান চলবে। অনলাইনে পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়্যালটির ব্যবস্থা রয়েছে। ডাম্পার মালিকদের কি অভিযোগ আছে তারা আমাদের জানালে তাদের মতামত আমরা বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো।

ধর্মগুরুদের ঐক্যবদ্ধ করে স্বামীজী মোড়ে বিবেকানন্দের জন্মদিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগু।তিতেও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২ তম জন্মদিবস। শুক্রবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের স্বামীজী মোড়ে ঐক্যের বার্তা নিয়ে দিনটি পালিত হল। এদিন ঐক্যের বার্তা নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে সর্ব ধর্মগুরুদের উক্যবদ্ধ করে একই মঞ্চে বিবেকানন্দের

জন্মদিন পালন করা হয়। এদিন স্বামীজী মোড়ে বিবেকানন্দের পূর্ণাঙ্গ মূর্তিতে মাল্যদান করার পাশাাপশি পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র তথা ১৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার রঞ্জন সরকার, বিভিন্ন ধর্মগুরু সহ পুর চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, মেয়র পারিষদ মানিক দে, শোভা সুব্বা ও একধিক অতিথিবৃন্দের পাশাপাশি স্থানীয়রা। ধর্মগুরুরা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী তুলে ধরেন এবং তার বাণীগুলি তুলে ধরে যুব সমাজকে প্রেরণ যোগান। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ আশ্রমের পক্ষ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রার সূচনা করেন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শিবপ্রেমানন্দ মহারাজ। ব্যান্ড ও সুসজ্জিত ট্যাবলো সহ ঢাক বাজিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হয়। শঙ্খ, উলুধ্বনি নিয়ে মা পাঠচক্রের মহিলারা অংশ নেন শোভাযত্রায়। নয়াবস্তী, ব। পোস্ট অফিস মোড়, বাবুপাড়া, থানামোড়, সমাজপাড়া, দিনবাজার, বেগুনটারি, কদমতলা সহ শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে এই শোভাযাত্রা। সঙ্গে ছিল বিবেকানন্দ রথ। জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। এছাড়াও ছিলেন বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। ছিলেন আশ্রমের মহারাজ ও সন্ন্যাসীরা। সকালে বিবেকানন্দের ছবিতে মাল্যদান করে শোভাযাত্রার সূচনা হয়।

অমাবস্যার ভোগের প্রসাদ খেতে গিয়ে রাস্তায় পুলিশ লেখা স্কুটির ধাক্কায় আহত এক পথচারী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ শিব মন্দিরে অমাবস্যার ভোগের প্রসাদ খেতে গিয়ে রাস্তায় পুলিশ লেখা স্কুটির ধাক্কায় গুরুতর আহত এক পথচারী মহিলা। ঘটনায়. ব্যাপক চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি বালাপাড়া এলাকায়। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচল মহিলার সাথে থাকা দুই শিশু। ঘটনার পর পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। উল্লেখ্য জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর অঞ্চলের বালাপাড়া এলাকায .এক মহিলা দুই শিশুকে নিয়ে যাচ্ছিল পাশেই মন্দিরে অবসর উপলক্ষে ভোগের প্রসাদ খেতে। রাস্তার পাশ দিয়ে মহিলা দুই শিশুকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, হঠাই দুটো গতিতে একটি চার চাকা গাড়ি, জলপাইগুড়ি ডিএম অফিসের দিক থেকে জাতীয় সড়ক পাহাড়পুরের বালাপাড়ার দিকে যাতায়াতের সময় দ্রুত গতিতে তিনজন মহিলা একই স্কুটিতে যাবার পথে দুর্ঘটনার ঘটে। অভিযোগ রাস্তার উপর বালি থাকায় চারচাকা গাড়িটি প্রথমে স্কুটিতে ধাক্কা মারে পরে স্কুটি চালক পথচারী মহিলাকে ধাক্কা মারলে সাথে সাথে মহিলাটি ছিটকে পড়ে যায়, সাথে থাকা দুই শিশু কোন মতে প্রাণে বাঁচে। পরবর্তীতে মহিলাটিকে জলপাইগু।ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে. গেলে চিকিৎসা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের স্থানান্তরিত করলে এবারের লোকজন শিলিগুড়ি একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে. যায় বলে জানা যায়। তারপর পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ প্রশাসন সঠিক সময় পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ। পরে উত্তেজিত জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে যান, বালি রাস্তায় রাখার কারণেই এই দুর্ঘটনা। পুলিশের হস্তক্ষেপের দাবিতে বাসিন্দারা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে পথ অবরোধ। ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ বসাক বলেন জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার বিশাল গাফিলতি রয়েছে। তিনি আরো বলেন প্রশাসনের উপর কোন ভরসা করতে পারছেন না তারা। এই রাস্তা দিয়ে দিনরাত দ্রুত গতিতে বহু গাড়ি চলাচল করে। রাস্তার ধারে এভাবে বালি পাথর রাখার কারণে এই ধরনের দুর্ঘটনা। স্কুল থেকে জনবহুল এলাকায় এভাবে দুটো গতিতে গাড়ি না গেলেই ভালো। পুলিশ ও প্রশাসনের বিষয়গুলো দেখা উচিত বলে মনে করেন পঞ্চায়েত সদস্য থেকে বাসিন্দরা।

ব্যবসা লাভজনকভাবে বাড়াতে সাহায্য করার জন্য 'মেট্রো কিরানা উৎসব' ক্যাম্পেইন চালু

৮ জানুয়ারী ২০২৪ .মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি, ভারতের শীর্ষস্থানীয় হোলসেল বিক্রেতা ভারতে তার 'মেট্রো হোলসেল' স্টোর জুড়ে ব্যবসায়ী এবং কিরানাদের জন্য 'মেট্রো কিরানা উসব' চালু করেছে। ক্যাম্পেইনটি মেট্রোর বাকি হোলসেল দোকান এবং অনলাইন মেট্রো হোলসেল অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে ৮ই জানুয়ারী থেকে লাইভ হবে এবং ১৪ই জানুযারী ২০২৪-পর্যন্ত চলবে।'মহা মুনাফে কে সাত দিন' ট্যাগলাইনের সাথে, কিরানা উৎসব ক্যাম্পেইনটি ব্যবসায়ী, ছোট রিটেল বিক্রেতা এবং কিরানা গ্রাহকদের জন্য চালু করা হয়েছে যাতে তারা প্রতিযোগিতামূলক হোলসেলে দামে এক ছাদের নীচে বিভিন্ন বিভাগ জুড়ে শীর্ষস্থানীয় এফএমসিজি ব্র্যান্ডের আকর্ষণীয় স্কিম এবং অফারগুলি পেতে সক্ষম হয়। এই উদ্যোগের লক্ষ্য কিরানা, ছোট খুচরা বিক্রেতা এবং ব্যবসায়ীদের বিক্রয়ের সুবিধা নিতে এবং তাদের স্থানীয় ক্যাচমেন্টে তাদের শেষ গ্রাহকদের কাছে বিশেষ অফার এবং সুবিধাগুলি প্রেরণে সহায়তা করা। মেট্রো ইন্ডিয়া কমোডিটিস, শীতকালীন ত্বকের যত্ন, গরম এবং ঠান্ডা পানীয়, শিশুর ডায়াপার, প্রসাধন সামগ্রী, মিষ্টান্ন সামগ্রী, প্রক্রিয়াজাত খাবার, পোষা প্রাণীদের খাবার, পরিষ্কার এবং লন্ড্রি আইটেম, ব্যাটারি, স্টেশনারি এবং সাধারণ পণ্যদ্রব্য এবং আরো অন্যান্য বিভাগের মধ্যে বিশেষ অফার দিচ্ছে। সপ্তাহব্যাপী চলাকালীন, বিশেষ ছাড় এবং কিউরেটেড অফারগুলি বিভিন্ন রেঞ্জের প্রোডাক্ট এবং মার্চেনডিসের ওপর দেওয়া হবে। ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে, মেট্রো ইন্ডিয়া একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড ইক্যুইটি তৈরি করেছে এবং ভারতে কিরানা, এমএসএমই এবং অন্যান্য ছোট ব্যবসা এবং বণিকদের জন্য একটি বিশ্বস্ত অংশীদার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আকাশআদিত্য লামার সাথে দেখা করুন,ভারতীয় সিনেমায় দৃষ্টি, শৈল্পিকতা এবং বিভিন্ন অবদানের গল্প!

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার এবং চলচ্চিত্র প্রযোজক, আকাশাদিত্য লামা চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনের ক্ষেত্রে তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন এবং তারপর থেকে তিনি এই ক্ষেত্রে ক্রমাগত নিজের চিহ্ন তৈরি করে চলেছেন। তিনি শুধু চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন জগতে নয়, বিজ্ঞাপনচিত্রেও অবদান রেখেছেন এবং নিজের পরিচয় .তৈরি করেছেন। তাঁর জীবনে একটি বিশেষ মোড় আসে যখন তিনি 'গদর এক প্রেম কথা'-এর মতো একটি বড় ফিচার ফিল্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পান। শুধু একটি ক্ষেত্রে নয়, অনেক ক্ষেত্রেই তিনি তার পদচারণা প্রতিষ্ঠা করেছেন। লামা শুধু চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবেই নয়, চিত্রনাট্যকার, সংলাপ লেখক, নাট্যশিল্পী এবং নাট্যকার হিসেবে ও তার প্রতিভা প্রদর্শন করে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে প্রশান্ত নারায়ণন, মধুরিমা তুলি এবং যুবিকা চৌধুরী অভিনীত 'সিগারেট কি তারাহ' তার পরিচালনায় আত্মপ্রকাশ, তার পরিচালনার উদ্যোগের সূচনা করে। সীমানা ঠেলে, তিনি 'নানি তেরি মরনি' দিয়ে অজানা অঞ্চলে প্রবেশ করেন,এই প্রথম অফিসিয়াল ছবি মোনবেনির এজুং দ্বারা অনুপ্রাণিত নাগামী ভাষার চলচ্চিত্র যা ২০১৫ সালের জাতীয় শিশু সাহসী পুরস্কারের সর্বকনিষ্ঠ প্রাপক। ভারতীয় প্যানোরামা, আইএফএফআই ২০১৮, গোয়া সহ উসবগুলো ২০২২ সালে ইউনিসেফ দ্বারা বিশিষ্ট ভাবে প্রদর্শন করা হয়েছিল। আমিশা প্যাটেল, রাজেশ শর্মা, যতীন খুরানা এবং নীরজ সুদ এবং অ্যাঞ্জেলা ক্রিঞ্জলিস্কির মতো তারকা কাস্টের সাথে, 'তৌবা তেরা জলওয়া' দেখায় কিভাবে লামা বাণিজ্যিক সিনেমার উপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্রের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এবং বর্তমানে তিনি 'মিলন হোগা কৌন জানে...'-এর পোস্ট-প্রোডাকশনে ব্যস্ত, একটি পিরিয়ড় ফিল্ম তাঁর সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত নাটক 'শবরী কা মোহন' দ্বারা অনুপ্রাণিত। স্পষ্টতই লামা আবারও সিনেমার গল্পকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত। লামার অবদান রুপালি পর্দায়ও বিস্তৃত। তিনি সমালোচক দ্বারা প্রশংসিত নাট্য প্রযোজনার জন্য তার ব্যতিক্রমী দক্ষতা ধার দিয়েছেন এবং টেলিভিশন ল্যান্ডস্কেপে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। 'কুসুম', 'কুমকুম', 'জারা', ঝিলমিল সিতারোঁ কা অঙ্গন হোগা, 'আক্রোশ,' 'কভি আয়ে না জুদাই,' 'প্যার কে দো নাম, নাম এক রাধা এক শ্যাম,' পিয়া কা অঙ্গন, জো কাহুঙ্গা সচ কাহুঙ্গা,' এবং ইন্দোনেশিয়া টেলিভিশনের জন্য ও অনেক জনপ্রিয় টিভি শো সহ। উল্লেখযোগ্যভাবে, তার সৃজনশীল সূক্ষ্মতা জাতীয়ভাবে প্রশংসিত হিন্দি নাটক 'মহেঞ্জোদারো' লেখা ও নির্মাণকে ও অন্তর্ভুক্ত করে। লামার বহুমুখী প্রতিভা উজ্জ্বল হয়েছে কারণ তিনি ভারতীয় এবং ইন্দোনেশিয়ান উভয় টেলিভিশনের জন্য আকর্ষক আখ্যান তৈরি করেছেন। আকাশদিত্য লামা তার সৃজনশীল প্রচেষ্টা ছাড়া ও, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস (আইসিসিআর) সহ ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আর্থিক অনুদান কমিটি হিসেবে, মর্যাদাপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও চলচ্চিত্র সংস্থা এবং ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২১ সালে আইএফএফআই গোয়ার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে একজন বিশিষ্ট সদস্য এবং জুরি হিসাবে কাজ করেছেন। ওনাকে আগামী বছরগুলিতে আরও দুর্দান্ত অভিনয় করতে দেখা যাবে।

স্বামী বিবেকানন্দর ১৬২ তম জন্ম দিবস পালন করল ইংরেজবাজার পৌরসভা ও মালদা রামকৃষ্ণ মিশন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ জানুয়ারিঃ স্বামী বিবেকানন্দর ১৬২ তম জন্ম দিবস পালন করল ইংরেজবাজার পৌরসভা ও মালদা রামকৃষ্ণ মিশন। শুক্রবার সকাল নয়টা নাগাদ রামকৃষ্ণ মিশন রোড এলাকায় স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগরওয়ালা সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। স্বামীজির মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রামকৃষ্ণ মিশনের মঠাধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরুপানন্দজী মহারাজ সহ অন্যান্য মহারাজ ও জন প্রতিনিধিরা। এরপর মালদা রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে শহরে একটি প্রভাত ফেরীর আয়োজন করা হয়। প্রভাত ফেরীতে পা মেলায় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। স্বামীজী, রামকৃষ্ণ, সারদা দেবী সহ বিভিন্ন সাজে প্রভাত ফেরীতে অংশ নেয় ছাত্রছাত্রীরা। স্বামীজীর ছবি ও বাণী লেখা প্লাকার্ড হাতে প্রভাত ফেরীতে অংশ নেয় স্কুলের পড়ুয়ারা। সারা শহর পরিক্রমা করে প্রভাত ফের শেষ হয় রামকৃষ্ণ মিশন প্রাঙ্গনে। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে নকশালবাড়ি শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হল। আজ সারাদিনব্যাপী একাধিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এদিন পানিঘাটার কদমা মোড় থেকে আশ্রম পর্যন্ত ম্যারাথন

অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মহিলা ও পুরুষ দুই বিভাগে ম্যারাথন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন এসএসবি শিলিগুড়ির আইজি শ্রী সুধীর। সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। এদিন ম্যারাথনে জয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। ম্যারাথন ছাড়াও বসে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, আঁকো প্রতিযোগিতা, আদিবাসী নৃত্য, সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে গোটা দেশজুড়ে দিনটিকে পালন করা হচ্ছে একইভাবে শিলিগুড়ির ঝংকার মোড়ে তথা বিবেকানন্দ চকে দিনটিকে পালন করা হলো শিলিগুড়ি পুরনিগমের পক্ষ থেকে। সেদিন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি রঞ্জন সরকার ও পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী। পাশাপাশি এই দিন স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করে স্বামীজিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন জি২০ এর চিফ কোঅরডিনেটর তথা দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি হর্সবর্ধন শৃংলা। এদিন এলাকার দুস্থ মানুষদের হাতে তিনি কম্বল তুলে দেন।

ভুল ট্রেনে উঠে চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের,শোকের ছায়া পরিবারে

দুরন্ত বার্তা, হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ জানুয়ারি ঃ ভুল ট্রেনে উঠে চলন্ত অবস্থায় নামতে গিয়ে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মালদহের কুমেদপুর রেলওয়ে স্টেশনে। মৃত ওই যুবকের নাম সামসাদ আলি(২২)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগমারা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,জয়পুর কাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে ছিলেন যুবক। এদিন ওই যুবকের বাবা জাবেদ কাসমী হরিশ্চন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশনে তাকে রাখতে যান। স্টেশনে ট্রেন আসতে দেরি হওয়ায় সে বাড়ি চলে আসেন। ছেলে ভুল করে বালুরঘাট এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠে পড়েন।

কুমেদপুর রেলওয়ে স্টেশনে বুঝতে পারেন সে ভুল ট্রেনে উঠে পড়েছে। ইতিমধ্যে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে।

চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে ঘটে বিপত্তি।ওই ট্রেনের চাকায় ঢুকে শরীর থেকে মাথা আলাদা হয়ে যায়।এই নিয়ে এদিন কুমেদপুর রেলওয়ে স্টেশনে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। রেলওয়ে পুলিশ রাতেই দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।সামসাদ আলম এর বাবা মৌলনা জাবেদ কাসমী জানান,তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। সামসাদ ছিল বড় ছেলে।রেল সূত্রে জানতে পারেন চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে দুর্ঘটনায .তার ছেলের মৃত্যু হয়েছে।

বড় দাবাড় আগমনী উৎসব ভবনে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস পালন

শুভঙ্কর বক্সী, পাঁশকুঁড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, ১২ জানুয়ারি ঃ বড় দাবাড় আগমনী উৎসব ভবনে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২ তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। প্রায় তিনশত লোকের উপস্থিতিতে সকাল ১১টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে যোগব্যায়ামের উপকারিতা সম্পর্কে প্রশিক্ষক শ্রীমতী শশিতারা মাইতি বলেন, যুব সমাজে যোগ ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বিশেষ ভাবে। সর্বশেষে সম্পাদক ডাঃ অমিত কুমার ধারা বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, বর্তমান সমাজে বিবেকানন্দের আর্দশকে প্রতিটি মানুষের গ্রহণ করা প্রয়োজন। উন্নত চেতনার বিকাশ করা উচিত আমাদের সবাইয়ের।

দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর যখন তিনজন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবা জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের মুনথুনি সংলগ্ন এলাকায় ঘটনা। জানা যায় আজ দুপুর দুটো নাগাদ একটি বাইক বেলাকোবা থেকে জলপাইগুড়ির দিকে ও অপর বাইকটি জলপাইগুড়ি থেকে বেলাকোবার দিকে যাচ্ছিল। হঠাই দুটো বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সাথে সাথে দুটি বাইকের আরোহী ছিটকে পড়ে যায়, নয়নজুলিতে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এলাকাবাসী। খবর দেওয়া হয় বেলাকোবা আউটপোস্টের পুলিশকে। তড়িঘড়ি গুরুতর আহত তিন জনকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। অবস্থা বেগতি দেখে তাদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়।। ঘটনাস্থলে আসে বেলাকোবা আউটপোস্টের পুলিশ। গাড়ি দুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আমতা স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এমএলএ গোল্ডকাপের ফাইনাল

১২ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার আমতা স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এমএলএ গোল্ডকাপের ফাইনাল খেলা। উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্র এমএলএ ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে ৮ দলীয় নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি, আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পাল, হাওড়া জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য,ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক গৌতম সরকার, ভারতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার শ্যাম থাপা, বিডিও আদ্রিতা সমাদ্দার, আমতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী বাগ, আমতা ও রাজাপুর থানার ওসি অজয় সিং, কৌশিক পাঁজা প্রমুখ। ফাইনাল খেলায় আমতা স্পোর্টিং ক্লাব ১-০ গোলের ব্যবধানে খালনা পারিজাত কে পরাজিত করে। বিজয়ী দলকে ৫০হাজার টাকা এবং পরাজিত দলকে ৪০ হাজার

অজানা জন্তুর কামড়, হাসপাতালে হাজির যুবক

দুরন্ত বার্তা, ধুপগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ রান্নাঘরে খেতে বসেছিলেন। হঠাৎই অজানা জন্তুর কামড়। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে জন্তুটিকে পাকড়াও করে বস্তায় ভরে সোজা ছুটলো ধুপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। ঘটনায় চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি পুর এলাকার চার নম্বর ওয়ার্ডের লোকনাথ পল্লী এলাকায়। জানা গিয়েছে লোকনাথ পল্লী এলাকার যুবক ভীম রায় পরিবারের সকলের সাথে রাতের খাবার খেতে বাড়ির রান্না ঘরে বসেছিলেন। সেই সময় আচমকাই তার হাতে একটি অজানা জন্তু কামড় বসিয়ে দেয়। যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে অজানা জন্তুটিকে বস্তা বন্দি করে ফেলে।এরপর তিনি আহত অবস্থায় বস্তা বন্দি করে হাসপাতালে আসেন। সেখানে তার প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে অজানা জন্তুর পরিচয় জানতে হাসপাতালের তরফে খবর দেওয়া. হয়. বনদপ্তরকে। খবর পেয়েই হাসপাতালে হাজির হয় বনদপ্তরের কর্মীরা। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে জন্তুটি বিলুপ্ত প্রায় চাইনিজ ফেরেট ব্যার্জার। হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে। অবসারভেশনের পর এটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানা যায়।

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজগুলি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল_টিআরডি_৭০_২০২৩-২৪/কে/, তারিখ ০৩-০১-২০২৪; টেন্ডার নং. : ইএল_টিআরডি_৭০_২০২৪-২৪/কে/; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনে - (i) কাটিহার ডিভিশনে ... (ii) ... মডিফিকেশন গ্যারান্টি। টেন্ডার মূল্য : ২,৭৯,৩২,৯১২.১২ টাকা; বায়না মূল্য : ২,৮৯,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ৩১-০১-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩১-০১-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

ক্ষতিগ্রস্ত নর্দমার মেরামত এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১০-০১-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. ০২-এপি।-২০২৪। কাজের নামঃ নিউ কোচবিহারে - নিউ কোচবিহারে ... জলাবদ্ধতা পরিহার করার জন্যে এলসি নং. ৫ ও ৬ এর পাশে এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত নর্দমার মেরামত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ২,২০,২৭,২০৫.৩৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৬০,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় ০১-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা এবং খোলা হবে ০১-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার ফর্ম সহিত সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

শূন্য রানেও 'সেঞ্চুরি করা যায়! বিশ্বে প্রথম দেখালেন রোহিত

মোহালি, ১২ জানুয়ারিঃ ওনলি রোহিত শর্মা! ব্যতিক্রমী হিটম্যান। বিশ্বে বাকি ক্রিকেটাররা যা কোনওদিন করেননি, সেটাই করে দেখালেন ভারত অধিনায়ক। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টি২০ ম্যাচে রোহিত শূন্য রানে আউট হয়েছেন। তাঁকে রানআউট হতে হয়েছে। নামের পাশে বড়সড় 'ডাক' থাকলেও আদতে রোহিত সেঞ্চুরি করলেন। বিশ্বে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ১০০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ জেতার অনন্য রেকর্ড গড়েছেন। এই নজিরের ধারেকাছে বলতে রয়েছেন পাকিস্তানের শোয়েব মালিক। তিনি দেশের হয়ে ৮৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ জিতেছেন। শোয়েব অবশ্য অবসর নিয়ে নিয়েছেন। রোহিতের এর আগে রেকর্ড রয়েছে সবচেয়ে বেশি ছয় মারার। এবার তিনি সেঞ্চুরি ম্যাচ জিতে নজির গড়লেন। ১৪ মাস পরে রোহিত আবারও কানও টি২০ ম্যাচ খেলতে নামলেন দেশের হয়ে। শেষ খেলেছিলেন তিনি ২০২২ সালের টি২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ। রোহিতকে রেখেই টি২০ বিশ্বকাপের দল গড়া হবে। স্বাভাবিকভাবে তিনি দলের নেতা থাকবেন। বিরাট কোহলিকেও রাখা হবে দলে। সিরিজের প্রথম ম্যাচে যদিও কোহলি খেলেননি। তাঁর কন্যা ভামিকার জন্মদিন ছিল বৃহস্পতিবার। সেই কারণেই ছুটি নিয়েছিলেন। রোহিত খেললেও তিনি অন্য ওপেনার শুভমনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রানআউট হয়ে গিয়েছেন। বিনা রানে আউট হলেও সেঞ্চুরির ঝুলির পূর্ণ ভারতের অন্যতম নামী তারকা ক্রিকেটারের।

ধোনিই ফিনিশার হিসেবে তৈরি করেছেন আফগান ম্যাচের পর বললেন রিঙ্কু

মোহালি, ১২ জানুয়ারিঃ ৬ বলে ৫টা ছয়ের গল্প এখনও শিহরণ জাগায়। গত মরসুমে কেকেআরের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ইনিংস বাছতে হলে ওই ম্যাচের কথাই বলতে হবে। স্রেফ একটা ইনিংস আলোয় পৌঁছে দিয়েছে রিঙ্কু সিংকে। আলিগড়ের ছেলে যে ব্যাট হাতে তছনছ করে দিতে পারেন বিপক্ষের বোলিং, তা দেখাতে শুরু করেছেন ভারতের জার্সি গায়ে। কেকেআরের রিঙ্কুকে এখন ফিনিশার বলা হচ্ছে। রিঙ্কুর তাতে আপত্তি নেই। তবে সবিনয়ে জানাচ্ছেন, মহেন্দ্র সিং ধোনিই তাঁকে ফিনিশার তৈরি করেছেন। ধোনির টিমে কখনও খেলেননি, তাও ধোনির কোচিং ঠিক পেয়েছেন। মাহি ভাইকে নিয়ে কী বললেন রিঙ্কু? আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ৯ বলে ১৬ রান করেছেন। সঙ্গে ২টো চার। মোহালিতে শিবম দুবে একদিকে যখন ঝড় বইয়ে দিচ্ছেন, উল্টো দিকে রিঙ্কুও রানের গতি বজায় রেখেছিলেন। ম্যাচের পর জিও টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ''গত বছর আইপিএলে মাহি ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ওই সময় আমাকে এমন কিছু পরামর্শ দিয়েছিল যা আমি সব সময় মাথায় রেখে এগোই। বলতে পারেন মাহি ভাইয়ের পরামর্শেই আমার ব্যাটিং আরও ভালো হয়েছে। মাহি ভাই দুটো জিনিস বলেছিল, 'সব সময় বর্তমানে থাকার চেষ্টা করবে। আর নিজেকে ফোকাসড রাখবে। সেই সঙ্গে বোলারকে বল করার সুযোগ আগে দেবে। বলের মান অনুযায়ী তুমি

তোমার খেলাটা খেলো।' এই দুটো পরামর্শ কাজে লাগিয়েই আমি খেলার চেষ্টা করি।'' টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাটে রিঙ্কুর উত্থান যেমন ধূমকেতুর মতো, তেমনই সাফল্যের মধ্যেই রেখেছেন নিজেকে। প্রায় প্রতি ম্যাচেই নিজেকে প্রমাণ করছেন। টি-২০ বিশ্বকাপের টিমে জায়গা পাওয়ার অন্যতম দাবিদারও। তাঁর মতো ফিনিশারকে বাদ দিয়ে টি-২০ বিশ্বকাপ খেলা যাবে না, এমনও বলতে শুরু করেছেন প্রাক্তনরা। দেশের হয়ে ১৩টি টি-২০ ম্যাচ খেলে ২৭৮ রান করেছেন। গড় ৬৯.৫। রিঙ্কু বলছেন, ''রান করাটা অভ্যেসের মধ্যে রাখতে চাই। আমি যে জায়গায় ব্যাট করতে নামি, সেখানে ফিনিশার হয়ে ওঠার প্রচুর সম্ভবনা থাকে। মোহালির তীব্র ঠাণ্ডাতেও ব্যাট করতে খারাপ লাগেনি। তবে ফিল্ডিংয়ের সময় বল ধরতে গিয়ে হাতে কিন্তু লাগছিল।''

বিরাট-রোহিতদের আইপিএল বেতনের বেশি টাকা পাবেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারিঃ বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরু হতে চলেছে রবিবার, ১৪ জানুয়ারি। অ্যাকশনে দেখা যাবে নোভাক জকোভিচ, আরিয়ানা সাবালেঙ্কাদের। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ইতিহাস বেশ সমৃদ্ধ। এই টুর্নামেন্টের প্রাইজমানিও বেশ নজরকাড়া। এই প্রথম বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আর্থিক পুরস্কার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তেমনটা নয়। প্রতিবারই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রাইজমানি নিয়ে আলোচনা চলে। গত বছরের তুলনায় এ বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ১৩ শতাংশ প্রাইজমানি বেড়েছে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা আইপিএলের একটা মরসুমে খেলে যে অর্থ উপার্জন করেন, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতলে তার থেকে বেশি টাকা পাবেন টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন। এ বছরের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে যিনি চ্যাম্পিয়ন হবেন, তিনি আর্থিক পুরস্কার হিসেবে পাবেন ৩.১৫ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার অর্থাৎ ১৭.৬০ কোটি টাকা। সেমিফাইনালে যে প্লেয়াররা খেলবেন তাঁরা পাবেন ৫.৫৩ কোটি টাকা করে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে কেউ খালি হাতে ফিরবেন না। প্রতি রাউন্ডেই টেনিস প্লেয়াররা পাবেন আর্থিক পুরস্কার। এ বছরের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চলবে ১৪ জানুয়ারি থেকে ২৮ জানুয়ারি অবধি। আইপিএলে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের যা স্যালারি তার থেকে বেশি টাকা পাবেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন যিনি জিতবেন। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের জার্সিতে আইপিএলে খেলেন বিরাট কোহলি। আরসিবিতে তিনি পান ১৫ কোটি টাকা। রোহিত শর্মা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে। এমআই শিবিরের সঙ্গে তাঁর চুক্তি ১৬ কোটি টাকার। এর থেকেই পরিষ্কার যে, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এ বার যিনি চ্যাম্পিয়ন হবেন, তিনি বিরাট-রোহিতদের আইপিএল স্যালারির থেকে বেশি টাকা পকেটে ভরে নিয়ে যাবেন। এ বারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলতে দেখা যাবে না রাফায়েল নাদালকে। চোটের কারণে এক বছর কোর্টের বাইরে ছিলেন রাফা। এ বার ফের চোটের কারণে অজি ওপেনে তাঁর খেলা হবে না। সার্বিয়ান টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচ অবশ্য খেলছেন। টুর্নামেন্টের শীর্ষবাছাই হিসেবেই মেলবোর্নে নামবেন জোকার। ২০২৩ সালে গ্রিসের স্তেফানোস সিসিপাসকে হারিয়ে দশম বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেতাব জিতেছিলেন নোভাক জকোভিচ। অন্যদিকে এলিনা রিবাকিনাকে হারিয়ে মেয়েদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন বেলারুশের টেনিস প্লেয়ার আরিয়ানা সাবালেঙ্কা।

ছোটদের ডার্বিতে বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগ, বড় শাস্তির মুখে ইস্টবেঙ্গল?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জানুয়ারিঃ অনূর্ধ্ব ১৭ যুব লিগের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের কাছে ০-৪ ব্যবধানে হেরেছিল মোহনবাগান। এরপরই মোহনবাগানের তরফে অভিযোগ আনা হয়, বেশি বয়সের ফুটবলার খেলিয়েছে লাল-হলুদ। ইস্টবেঙ্গলের বেশ কয়েক জন ফুটবলারের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে লিখিত অভিযোগ জানায় মোহনবাগান। গত ১৭ ডিসেম্বর যুব ডার্বির রেশ যেন এখনও কাটেনি। মাঝে আরও একটি ডার্বি হলেও সেটি গোলশূন্য ড্র হয়েছে। তবে প্রথম ডার্বির পর মোহনবাগানের অভিযোগের ভিত্তিতে কড়া শাস্তি পেতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল! ইস্টবেঙ্গলকে কড়া শাস্তির পাশাপাশি বড় অঙ্কের জরিমানা করা হবে বলেই খবর। নিউনাইনের খবর অনুযায়ী, বেশি বয়সি প্লেয়ার খেলানোর জন্য ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট কাটা হতে পারে। পাশাপাশি অন্তত ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হতে পারে। জরিমানার অঙ্কটা বাড়তেও পারে। যে প্লেয়ারদের নিয়ে এই অভিযোগ উঠেছে, তাদের চার বছরের জন্য নির্বাসিত করা হতে পারে। শোনা যাচ্ছে, ৬ ফুটবলারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে পারে এআইএফএফ। সেই ছয় ফুটবলার কারা, তাঁদের নাম অবশ্য প্রকাশ্যে আসেনি। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের মাধ্যমে ফুটবলারের নাম নথিভূক্ত করা বাধ্যতামূলক। একজন প্লেয়ার দুটো নামে রেজিস্ট্রেশন করেছেন বলে সূত্রের খবর। সেই ফুটবলার নাকি মোহনবাগানেও খেলেছিলেন একসময়। বয়স বা নাম ভাঁড়ানোর ব্যাপার কোনও ভাবেই মানতে নারাজ ফেডারেশন। যে কারণে কড়া মনোভাব নিয়েছেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কর্তারা। ইস্টবেঙ্গল গ্রুপ বি-তে শীর্ষে রয়েছে। সাত ম্যাচে পয়েন্ট ১৬। মোহনবাগানের একই পয়েন্ট থাকলেও গোলপার্থক্যে পিছিয়ে। ইস্টবেঙ্গলের শাস্তি প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্তা নিউজনাইন স্পোর্টসকে বলেছেন, ''ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট কাটা যাবে। যে প্লেয়ারদের নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তারা যে ম্যাচে খেলেছেন, সেই ম্যাচের পয়েন্ট পাবে না ইস্টবেঙ্গল। প্লেয়ারদের ভাগ্য নির্ভর করছে। শুধুমাত্র জরিমানা করেই ছেড়ে দেওয়া হবে নাকি নির্বাসিত করা হবে, এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।''

ফের করোনা ফিরল ক্রিকেট বিশ্বে, ছিটকে গেলেন আক্রান্ত স্যান্টনার

অকল্যান্ড, ১২ জানুয়ারিঃ করোনা কি আবার ফিরছে? এই প্রশ্ন নতুন করে জাগিয়ে দিয়েছে কোভিডের সাম্প্রতিক পদধ্বণি। ক্রিকেটেও ঢুকে পড়ল করোনার কালো ছায়া। ১৪ জানুয়ারি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেডন পার্কে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার কথা নিউজিল্যান্ডের। তার আগে করোনার কবলে পড়ে টিম থেকে ছিটকে গেলেন কিউয়ি ক্রিকেটার মিচেল স্যান্টনার। বাঁ হাতি স্পিনারকে অকল্যান্ডের হোটেলে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। একাই তিনি হ্যামিল্টনে যাবেন। বছর তিনেক আগে করোনার কবলে পড়েছিল বিশ্ব। মহামারী প্রাণ কেড়ে নিয়েছে অনেকের। সেই শোক সামলে আবার বাড়ির বাইরে পা রেখেছে দুনিয়া। তারই মধ্যে করোনা ফের মাথা চাড়া দিচ্ছে। যা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে অনেকের। স্যান্টনার করোনার আক্রান্ত হওয়ায় নিউজিল্যান্ড অবশ্য খুব বেশি দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেনি। শুক্রবারই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। প্রথম ম্যাচের আগেই এক বিবৃতি জারি করে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। তাতে বলা হয়েছে, ইডেন পার্কে টিমের সঙ্গে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে যাবেন না স্যান্টনার। পরীক্ষার পর কোভিড পজিটিভ এসেছে। স্যান্টনার খেলতে না পারায় টিমে একমাত্র স্পিনার হিসেবে খেলছেন ইশ সোধি। স্যান্টনারের করোনা আক্রান্ত হয়ে পড়া খানিকটা হলেও চিন্তায় ফেলে দিয়েছে ক্রিকেট বিশ্বকে। করোনার স্মৃতি এখনও ফিকে হয়নি। মনে করা হচ্ছিল, ওই মহামারী থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে বিশ্ব। কিন্তু স্যান্টনারের কিছুটা হলেও আতঙ্কে রাখছে ক্রিকেটকে। সামনে ভরা মরসুম। পর পর সিরিজ খেলবে সব টিমই। পাকিস্তানও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে পা রেখেছে ওই দেশে। শাহিন শাহ আফ্রিদির টিমও কিছুটা চাপে পড়ে গিয়েছে হয়তো। করোনা আচমকা থাবা বসালেও নিয়ম-কানুনে মুড়ে ফেলার কথা এখনও জানা যায়নি।

স্প্যানিশ সুপার কাপ

আবারও রিয়াধে এল ক্লাসিকো

রিয়াধ, ১২ জানুয়ারিঃ গত বছর স্প্যানিশ সুপার কাপ হয়েছে সৌদি আরবে। ১০ জানুয়ারি প্রথম সেমিফাইনালে জিতে শিরোপানির্ধারণী মঞ্চে ওঠে রিয়াল মাদ্রিদ। পরদিনই তাদের সঙ্গী হয় বার্সেলোনা। ২০২৩ সালের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে ২০২৪ সালও এগোচ্ছে একই পথে। আবারও স্প্যানিশ সুপার কাপ সৌদি আরবে। একই তারিখে রিয়ালের মাদ্রিদের পর ফাইনালে উঠল বার্সেলোনাও। গতকাল রাতে রবার্ট লেভানডফস্কি ও লামিন ইয়ামালের সৌজন্যে ওসাসুনাকে ২-০ গোলে হারিয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপানির্ধারণী মঞ্চে জায়গা করেছে বার্সা। যার অর্থ, গত বছরের মতো এবারও রিয়াদে মুখোমুখি হচ্ছে স্প্যানিশ ফুটবলের দুই বড় শক্তি-রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা। ফুটবলে যে দ্বৈরথ 'এল ক্লাসিকো' নামে পরিচিত। গতবারের সঙ্গে এবারের স্প্যানিশ সুপার কাপের পার্থক্য ভেন্যুতে। সে বার দুই সেমিফাইনাল ও ফাইনাল হয়েছিল কিং ফাহাদ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে। এবার সংস্কার কাজের জন্য টুর্নামেন্ট সরিয়ে আনা হয়েছে রিয়াদেরই কিং সউদ ইউনিভার্সিটি স্টেডিয়ামে। আগের রাতে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় এক ম্যাচে আতলেতিকো মাদ্রিদকে ৫-৩ গোলে হারায় রিয়াল মাদ্রিদ। গতকাল ওসাসুনার বিপক্ষে বার্সার ম্যাচটি এত জমজমাট হয়নি। তবে

প্রথমার্ধে জাভি হার্নান্দেজের দলকে ভালোই ভুগিয়েছে ওসাসুনা। বার্সা প্রথম গোল পায় ৫৯ মিনিটে, ইলকায় গুন্দোয়ানের বাড়ানো বলে লেভানডফস্কির কাছ থেকে। পরের গোলটি ম্যাচের যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে। চোটে মাঠ ছেড়ে যাওয়া রাফিনিয়ার জায়গায় নামা ইয়ামাল গোলটি করেন আরেক বদলি জোয়াও ফেলিক্সের সহায়তায়। এই গোল এবং ম্যাচে অংশ নিয়ে দুটি রেকর্ড গড়েন ১৬ বছর ১৮২ দিন বয়সী ইয়ামাল। বার্সেলোনার এই তরুণই এখন স্প্যানিশ সুপার কাপে সবচেয়ে কমবয়সী খেলোয়াড় ও গোলদাতা। ভেঙেছেন আনসু ফাতির ১৭ বছর ৭০ দিনের রেকর্ড। গত স্প্যানিশ সুপার কাপে ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ট্রফি জিতেছিল বার্সেলোনা। তবে এবার সেটি সহজ হবে না বলেই মনে করেন জাভি। রিয়াল গত বছরের তুলনায় ভালো দল উল্লেখ করে বার্সা কোচ বলেন, ''আমি কোচ হওয়ার পর গত মরসুমের ফাইনালটাই সম্ভবত সেরা ম্যাচ ছিল। এ বছর তারা আরও ভালো দল। তবে আমরা খুবই উজ্জীবিত।'' এ বছর লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদ এখন এক নম্বরে। আর তাদের চেয়ে সাত পয়েন্ট পিছিয়ে বার্সেলোনা তিনে। সাম্প্রতিক ফর্মে রিয়াল এগিয়ে থাকলেও এল ক্লাসিকোয় কার্লো আনচেলত্তির দলকে ফেবারিট বলতে রাজি নন জাভি, ''আমাদের ফাইনাল খেলতে হবে না, আমাদের জিততে হবে। আমাদের প্রতিপক্ষ এমন দল, যারা নিজেদের সেমিফাইনালে খুবই ভালো খেলেছে। তবে এখানে কোনও ফেবারিট নেই। এটা এল ক্লাসিকো। আশা করি, গতবারের মতোই জিতব। আমরা বর্তমান চ্যাম্পিয়ন। অন্তত এটা তো উপভোগ করব।'' রিয়াদে রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনা এল ক্লাসিকো ১৪ জানুয়ারি রবিবার। ঠিক গত বছর হয়েছিল যে দিনটিতে।

টি-২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে ভারত

বলছেন মদনলাল-প্রভাকর

দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর, ১২ জানুয়ারিঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের চ্যাম্পিয়ন হওয়া উচিত। আর কেউ নন, এমন বলে দিলেন খোদ মদনলাল। ভারতের আর এক প্রাক্তন অলরাউন্ডার মনোজ প্রভাকর আবার ভারতের ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মায় মুগ্ধ। ক্রিকেট-ফুটবলের চাঁদের হাট বললে কমই বলা হয়। স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২তম জন্ম জয়ন্তী পালিত হল সিঙ্গুরের স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে। স্কুলের সেমিনার হলে ছোটো অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার মদন লাল, মনোজ প্রভাকর ও সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রাক্তন ফুটবলার ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ চৌধুরী, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোক মুখার্জি, বিকাশ পাঁজি, সুমিত মুখোপাধ্যায়কেও সম্বর্ধিত করা হয়। ১৯৮৩ সালের ভারতের বিশ্বকাপ জয়ী দলের অন্যতম সদস্য মদনলাল বলে দিলেন, ''টি-২০ বিশ্বকাপে ভারত সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়নদের তালিকাতেই থাকবে। ভারতীয় টিমের যা গভীরতা, তাতে অন্য দেশগুলোর থেকে ভালো খেলবে। আমি তো বলব, বিশ্বকাপ জেতার সুযোগও আছে।'' টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভারত ভালো ফল করবে, এমনই আশা করছেন প্রভাকরও। একই সঙ্গে দিল্লির প্রাক্তন ক্রিকেটার এও বলে দিচ্ছেন, অলরাউন্ডার তুলে আনার কাজটা ভারতীয় টিমের ক্যাপ্টেনকেই করতে হবে। কী ভাবে? প্রভাকরের কথায়, ''অলরাউন্ডার তৈরি হয় না, তাকে তৈরি করতে হয়। সেই কাজটা করতে হয় টিমের অধিনায়ককেই। আমার সময় সুনীল গাভাসকর ছিলেন ক্যাপ্টেন। সুনীলভাই দেখেছিলেন যে, আমি ভালো মিডিয়াম পেসের সঙ্গে ব্যাটও করতে পারি। আমাকে উপরের দিকে ব্যাটিংয়ের সুযোগ দিয়েছিলেন। অলরাউন্ডারকে সাহস দিতে হবে। আরও পরিশ্রম করতে হবে তাকে পারফর্ম করার জন্য।'' মনোজ প্রভাকর জানান, সুযোগ পেলে যুব ক্রিকেটার তৈরিতে দেশকে সাহায্য করতে পারেন। সেই তিনিই একই সঙ্গে বলে দিচ্ছেন, ''ওয়ান ডে বিশ্বকাপে আমরা ভালো খেলেছি। আমাদের টিম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ভালো ফল করবে। টিমে ভারসাম্য রয়েছে।'' টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট তারুণ্যের। সিনিয়রদের বদলে কি তরুণদেরই বেশি সুযোগ দেওয়া উচিত? প্রভাকর বলে দিলেন, ''এমন বলাটা ঠিক হবে না, অভিজ্ঞ ক্রিকেটার বাদ দিয়ে গোটা দলটাই তরুণদের নিয়ে তৈরি হোক। সিনিয়ররাই ঠিক করবে, তারা সরে দাঁড়াবে কিনা।''

যদি পন্থ না পারেন, এঁদের মধ্যেই কাউকে দিল্লির নেতা বাছবেন সৌরভ

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারিঃ নিজেকে ২২ গজে ফেরানোর মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। দিনরাত এক করে পরিশ্রম করছেন। গত বছরের শেষের দিকে শোনা গিয়েছিল এ বছরের আইপিএলের সময় ২২ গজে কামব্যাক হবে ভারতের তরুণ উইকেটকিপার ব্যাটার ঋষভ পন্থের। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে মাঠের বাইরে তিনি। ধীরে ধীরে তিনি আগের অবস্থায় ফিরে আসছেন। কিন্তু এর মাঝেও ক্রিকেট মহলে যে সকল প্রশ্ন বার বার ঘুরে ফিরে আসছে তা হল, তিনি কি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য ফিট? তিনি কি উইকেট কিপিং করতে পারবেন? তিনি কি ফিল্ডিং করতে পারবেন? এক ঝাঁক প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু উত্তর নেই। এমনও শোনা গিয়েছে, এ বারের আইপিএলে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলতে পারেন পন্থ। যদি পন্থ তা না পারেন? তা হলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের একখানা কাজ বাড়বে। ঋষভ পন্থ যেহেতু দিল্লি ক্যাপিটালসের ক্যাপ্টেন, তাই তিনি যদি পুরোদমে আইপিএলের সময় খেলতে না পারেন তা হলে দিল্লির দায়িত্ব দলের অন্য কোনও ক্রিকেটারের হাতে তুলে দিতে হবে। পন্থের জায়গায় নেতার দায়িত্বে কাকে বাছবেন সৌরভ?

ঋষভ পন্থ পুরোপুরি সুস্থ না হলে, যে ৩ ক্রিকেটারের হাতে নেতৃত্বর দায়িত্ব তুলে দিতে পারে সৌরভের দিল্লি ক্যাপিটালস- ● **ডেভিড ওয়ার্নার**- অস্ট্রেলিয়ার তারকা ওপেনার সদ্য টেস্ট এবং ওডিআই ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন। কিন্তু টি-২০ ফর্ম্যাটে খেলা চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর ক্যাপ্টেন্সিতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ আইপিএল চ্যাম্পিয়নও হয়েছিল। তিনি দিল্লি ক্যাপিটালস টিমকে ১৬টি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাতে ৫টিতে জিতেছিল দিল্লি। তাঁর মোট ৮৩টি আইপিএল ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ● **অক্ষর প্যাটেল**- স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল গত মরসুমে দিল্লি ক্যাপিটালসের গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ারের ভূমিকা পালন করেছিলেন। আইপিএলে তাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা নেই ঠিকই, কিন্তু তাঁর লিডারশিপ কোয়ালিটি দলকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিতে পারে। তিনি ২০২৩ সালের আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের সর্বাধিক হয়ে সবচেয়ে বেশি রান করা ও সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়া ক্রিকেটারদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন। ● **মিচেল মার্শ**- অক্ষর প্যাটেলের মতো মিচেল মার্শেরও আইপিএলে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু সৌরভ এই অজি অলরাউন্ডারের উপর দলের দায়িত্ব তুলে দিতে পারেন। ব্যাট হাতে গত মরসুমে ভালো পারফর্ম করতে না পারলেও বল হাতে তিনি সর্বাধিক উইকেট নিয়েছিলেন।

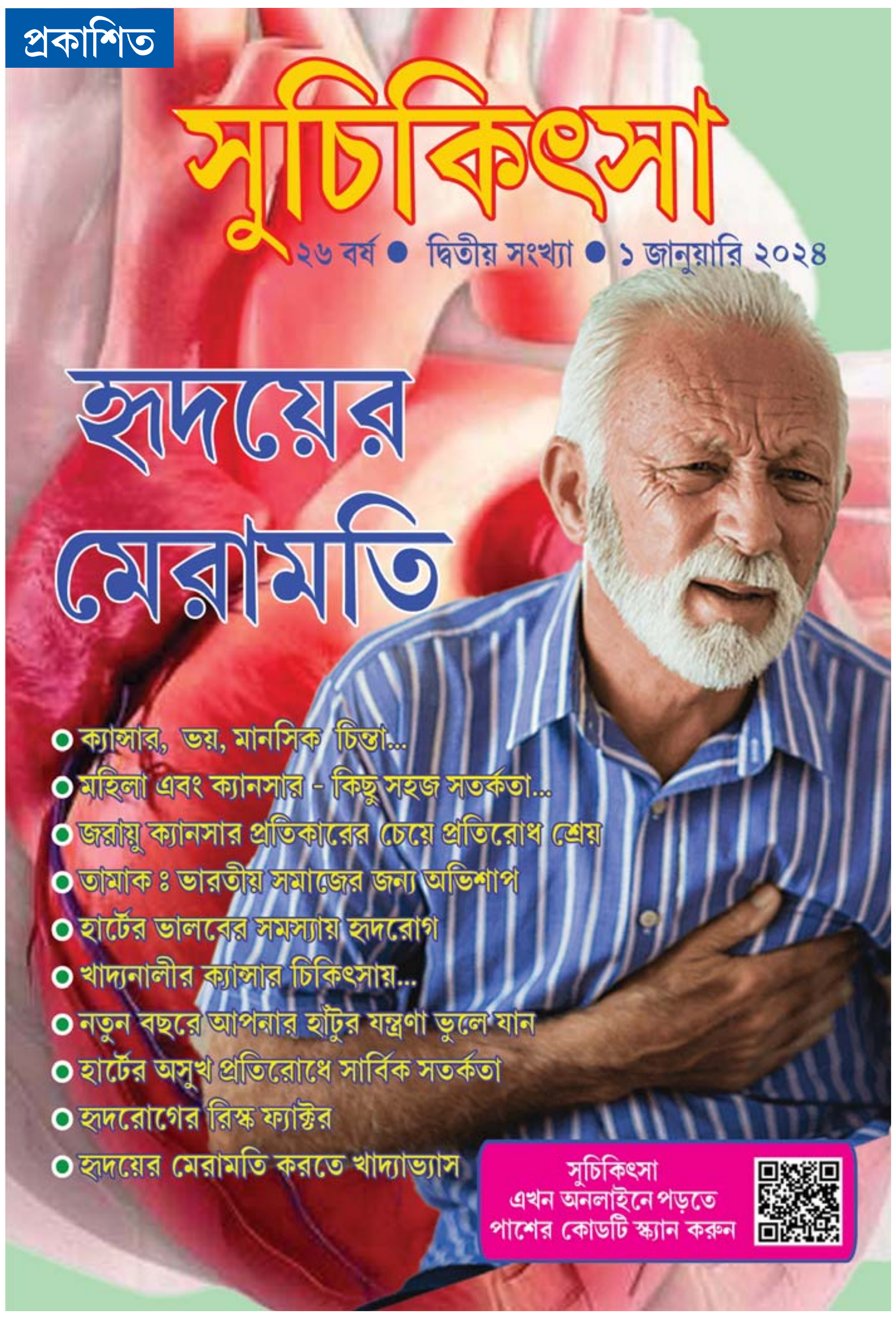

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com